সিরাজমহিমা

শ্রীব্যোমকেশ মুখোপাধ্যায়

প্রকাশক—
শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
১০৮নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

N.B.A.
Acc. No. 7748
Date 22.5.93
Item No. B B/4135
Don. by

প্রিণ্টার—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য
ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
২০৩-১-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

উৎসর্গ

আমার স্বর্গগতা

সহধর্ম্মিনী

অনিলাবালা দেবীর

পুণ্য স্মৃতির

উদ্দেশে

ব্যোমকেশ

প্রকাশকের নিবেদন

সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুখোপাধ্যায় মহাশয় কলেজ-জীবন হইতেই সাহিত্যচর্চ্চায় অভ্যস্ত। প্রথম যৌবনে সাময়িক পত্রে ইংরাজীতে, বাঙ্গালায়, স্বনামে, বেনামে নানা বিষয়ে তিনি প্রবন্ধাদি লিখিতেন। ছাত্রাবস্থা হইতেই ইতিহাস এবং অর্থশাস্ত্র তাঁহার সমধিক প্রিয় ছিল। এই দুইটী বিষয়ে এবং আরো কোন কোন বিষয়ে তিনি অনেক কিছুই লিখিয়াছিলেন, কিন্তু প্রকাশ করা অপেক্ষা লেখাতেই আনন্দ পাইতেন বলিয়া লেখার উপর তেমন মমত্ববোধ ছিলনা। ফলে কবিতা প্রবন্ধ নাটক উপন্যাস সম্পূর্ণ অসম্পূর্ণ বহু লেখা তাঁহার নষ্ট হইয়া গিয়াছে। প্রথম প্রথম ব্যোমকেশ বাবুর শিক্ষিতা পত্নী শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা অনিলাদেবী কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেন। কিন্তু দৈহিক অসুস্থতায় শয্যাশায়িনী হওয়ায় ক্রমে তাঁহার সংগ্রহও ধীরে ধীরে নষ্ট হইয়া যায়।

সম্প্রতি অনিলাদেবীর পরলোক গমনের পর তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী কল্যাণী জননীর সযত্নরক্ষিত ব্যোমকেশ বাবুর এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপিখানি আমার হস্তে অর্পণ করেন। স্বর্গগতা পুণ্যবতী জননীর স্মৃতিরক্ষাকল্পে পিতৃ-রচিত পুস্তকখানি প্রকাশে কন্যার ব্যাকুল আগ্রহই সিরাজমহিষী মুদ্রণের সর্ব্বপ্রধান কারণ।

পুস্তকখানি সম্বন্ধে আমার কোন বক্তব্য নাই। ইতিহাস-অনুরাগী লেখক নাট্যোপন্যাসের আকারে পাত্র পাত্রীগণের কথোপকথন ছলে অন্তরের সহানুভূতি দিয়া বাঙ্গালার শেষ স্বাধীন নবাবপত্নীর চিত্র কেমন নিপুণহস্তে অঙ্কিত করিয়াছেন, সাধারণকে একবার দেখিতে অনুরোধ করি।

আমার অনবধানতাবশত পুস্তকে কিছু কিছু ভ্রম-প্রমাদ রহিয়া গিয়াছে, তজ্জন্য আমি সাধারণের নিকট ক্রুটী স্বীকার করিতেছি। কারণ লেখকের বর্ত্তমান মানসিক অবস্থায় তাঁহাকে পুস্তকখানি দেখাইয়া লইতে সাহস করি নাই। এই অসুবিধায় উনবিংশ-পরিচ্ছেদে লিপিকর প্রমাদবশত নবাব দরবারে জানকীরামের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। বলাবাহুল্য ঐ সময় জানকীরাম মুর্শিদাবাদ-দরবারে উপস্থিত ছিলেন না। কথোপকথন রাজবল্লভ মীরজাফর প্রভৃতির মধ্যেই হইয়াছিল। এইরূপ আর একটী ক্রুটী,—আলিবর্দ্দী কর্ত্তৃক সিরাজকে পাটনায় লিখিত কবিতাটী এইস্থানেই মুদ্রিত করিতে হইল।

এই রুবা‘ইটী প্রাচীন যুগের সূফী সাধক আবূ সাঈদ বিন্ আবু-ল্-খৈর অল্ ময়্হণীর লিখিত বলিয়া উক্ত।

ঘা.জী .ব-রাহ্-এ্-শহাদৎ অন্দর তগ্ উ পূস্ৎ ;
ঘা.ফি.ল কি শহীদ-এ-‘ইশ্ক্, ফা.জি.ল্তর্ অজ্. উ-স্ৎ।
ফ.র্দা-এ-ক্বিয়ামৎ ঈন বদান্ কী মানদ্ ;
ঈন্ কুশ্.তঃ-ই-দুশমন্-অস্ৎ, ও আন্ কুশ্.তঃ-ই-দূস্ৎ॥

গাজী (ধর্ম্মবীর, ধর্ম্মযোদ্ধা) প্রাণ-দানের পথে এধারে ওধারে ঘোরে ;

কিন্তু উদাসীন ব্যক্তি, যে প্রেমের (পথে) শহীদ, সে উহার
চেয়ে বুদ্ধিমান্ ;
আগামী কা'ল, কেয়ামতের দিনে, ইহাকে উহার চেয়ে বড়
বলা হইবে ;
এ ব্যক্তি (গাজী) শত্রু (দুর্মনা) র দ্বারা নিহত, কিন্তু ঐ ব্যক্তি
(সূফী) বন্ধুর (বঁধুর) দ্বারা নিহত ॥

কবিতার মর্ম্মার্থ (লেখকের অনুবাদ) যথাস্থানেই (পুস্তকের ৭ম পৃষ্ঠায়) সন্নিবেশিত হইয়াছে।

প্রবীণ সাহিত্যাচার্য্য রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয় পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়া এবং বিখ্যাত চিত্রশিল্পী শ্রীমান্ পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রচ্ছদপট আঁকিয়া দিয়া আমাদিগকে চির-কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। ইতি—

সারদাকুটীর
কুড়মিঠা (বীরভূম)
সন ১৩৪৩ সাল
শুভ আশ্বিন

বিনয়াবনত
শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

ভূমিকা

এই সুন্দর ঐতিহাসিক উপন্যাসখানির কোন ভূমিকা লিখ্‌বার প্রয়োজন আছে ব'লে আমি মনে করিনা। লেখক আমার পরিচিত হ'লেও সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি সম্পূর্ণ অপরিচিত। তাঁহার অন্য কোন রচনা পূর্ব্বে কোথাও পড়েছি ব'লে আমার মনে পড়েনা; এবং তিনি যে সাহিত্য-সাধনা করেন, এ কথা পরিচিত হ'লেও আমি এতদিন জানতাম না। তিনি একেবারে একখানি উপন্যাস নিয়ে বাঙ্গালা-সাহিত্যের দরবারে উপস্থিত হয়েছেন, আর, সে উপন্যাসও বাজার-চল্‌তি উপন্যাস নয়—ঐতিহাসিক উপন্যাস। তাঁর এ প্রচেষ্টা যে জয়যুক্ত হবে, এ কথা আমি অসঙ্কুচিত চিত্তে ব'লতে পারি। সেইজন্যই ব'লেছি, এ উপন্যাসের কোন ভূমিকার প্রয়োজন নাই, ইহা নিজের গুণেই সাহিত্য-ক্ষেত্রে সম্মানের আসন লাভ ক'রবে।

ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখ্‌তে গেলে লেখককে অতি সাবধানে লেখনী চালনা ক'রতে হয়, অবাধ-কল্পনা এখানে চলেনা। ঐতিহাসিক চরিত্রকে অতিরঞ্জিত বা বিকৃত করবার অধিকার কোন লেখকের নাই—থাকাও উচিত নয়। তাঁকে পদে পদে সংযত হ'তে হয়। অবশ্য ঐতিহাসিক উপন্যাসে যে কাল্পনিক চরিত্রের অবতারণা করা অকর্ত্তব্য, এ কথা আমি বল্‌ছিনা, সেগুলি মূল চরিত্র কয়েকটীর বিকাশ সাধনের জন্যই কল্পিত হয়। 'সিরাজ-মহিষী'র লেখক মহাশয় এ বিষয়ে বিশেষ অবহিত হ'য়েছেন। তিনি

নূতন লেখক হ'লেও তাঁর ভাষার সৌন্দর্য্য ও ঘটনা-বিবৃতি পাকা হাতের পরিচয় দেয়।

মহীয়সী মহিলা, পতিপ্রাণা সিরাজমহিষী লুৎফউন্নিসার অপূর্ব্ব জীবন-চরিত আলোচনার সৌভাগ্য আমার বহুকাল পূর্ব্বে হয়েছিল। আমার আবাল্য-সুহৃদ্ সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক পরলোকগত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় যখন তাঁর 'সিরাজউদ্দৌলা' লিখ্‌তে আরম্ভ করেন, তখন আমি তাঁর সঙ্গে কাজ করেছিলাম। সেই সময়ই এই পতিপ্রাণা মহিলার অবদান আমাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। তার পর অন্যান্য অনেক ইতিহাসেও লুৎফ-উন্নিসার জীবন-কথা সাগ্রহে, ভক্তিভরে পাঠ করেছি। এতদিন পরে শ্রীমান্ ব্যোমকেশ সেই কথাই আবার শুনালেন। তিনি সিরাজ-চরিত্র যেভাবে অঙ্কিত করেছেন, তাহা ইতিহাস-সম্মত; তিনি মহিমময়ী লুৎফউন্নিসার জীবনের যে চিত্র দিয়েছেন, তাহা যেমন সুন্দর, তেমনই হৃদয়স্পর্শী। সিরাজউদ্দৌলার জীবন-কথা আলোচনা করবার ক্ষেত্র এ নহে। একজন ইংরাজ লেখকের অপক্ষপাত লেখনী হ'তে যে মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল, শ্রীমান্ ব্যোমকেশও সেই কথাই প্রমাণিত করেছেন—"Shirajuddwla was more unfortunate than wiced."

আর অভাগিনী লুৎফউন্নিসা! তাঁর কথা মনে হ'লেও চোখে জল আসে, বুক ফেটে যায়। শ্রীমান্ ব্যোমকেশ অশ্রুপূর্ণ নেত্রে এই চিত্র অঙ্কিত করেছেন,—তাঁর লেখনী-ধারণ সার্থক হয়েছে।

শ্রীজলধর সেন

সিরাজমাহিনী

সিরাজমহিষী

দিগন্ত-বিস্তৃত অরণ্যানী ভেদ করিয়া সৌম্যদর্শন যুবক মোহনলাল বিশালকায় দামোদরের কঙ্কর-ময় তটপ্রদেশে উপনীত হইল। আসন্ন-সন্ধ্যায় পশ্চিমাকাশে দিনান্তের তরল কনকপ্রভা বিচ্ছুরিত, পদনিম্নে ছায়া দীর্ঘায়ত, এবং মস্তকোপরি অসংখ্য-পক্ষীর বিভিন্ন কণ্ঠের বিমিশ্র কলনাদে আকাশ ঝঙ্কৃত ও মথিত। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই বনপথে অন্ধকার যেন রজনীর রূপ ধরিয়া নামিয়া আসিয়াছে। যুবকের মুখমণ্ডলে চিন্তা, উদ্বেগ ও অনিশ্চিত-আশঙ্কার রেখা পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। সঙ্গে শিবিকারোহণে তাহার সংসারের একমাত্র বন্ধন চতুর্দ্দশ-বর্ষীয়া অনূঢ়া কনিষ্ঠা-সহোদরা গৌরী, এবং শিবিকার অগ্রে অগ্রে শৈশবের সহচর বিশ্বস্ত ভৃত্য মতি দাদা। কাঞ্চনকান্তি গৌরী সত্যই অপরূপ লাবণ্যময়ী। বর্ত্তমান দেশ ও কাল যুবককে বিচলিত করিয়া তুলিল। ব্যথিত কণ্ঠে যুবক বলিল—"মতি দাদা, আমার পূর্ব্বেই সন্দেহ হয়েছিল, সম্ভবতঃ আমরা পথ হারিয়েচি। বর্গীর হাঙ্গামায় দেশতো উজাড় হ'তে ব'সেচে। লোকে জন্মভূমির মায়া ত্যাগ ক'রে যে যার পথ দেখেচে। তার উপর আবার চোর-ডাকাতের

উপদ্রব। সূর্য্যদেব তো প্রায় অস্ত গেলেন, অথচ আমরা এখনো দামোদর পার হ'তে পারলেম না। অদৃষ্টে আজ কি আছে, ভগবান জানেন। মতি দাদা, যাদের পৈতৃকভিটে ফেলে পালাতে হয়, তাদের মত হতভাগ্য বুঝি জগতে আর কেউ নাই।"

মতি সাহস দিয়া কহিল "ভয় কি ভাই, যতক্ষণ তোমার মতি দাদা বেঁচে আছে, আর তার হাতে এই বাঁশের লাঠী আছে, ততক্ষণ মানুষ তো দূরের কথা, যমও তোমাদের কাছ ঘেঁসতে সাহস করবেনা।'

মতির কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই পার্শ্বস্থ বনান্তরাল হইতে ভীমাকৃতি বিকট দর্শন পনেরজন দস্যু দীর্ঘযষ্ঠি হস্তে সম্মুখে আসিয়া তাহাদের গতিরোধ করিল। অকুতোভয় মতি দৃঢ়কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল "কে তোমরা ?" দস্যু সর্দ্দার ততোঽধিক কঠোর স্বরে প্রত্যুত্তর দিল "তোমার যম! মানুষে যা সাহস করেনা, আমরা তাই করতে এসেচি। এখন তোমার বাঁশের লাঠী গাছটা একবার দেখাও তো।"

অবস্থা বুঝিতে এবং কর্ত্তব্য স্থির করিতে তিলার্দ্ধও বিলম্ব হইলনা। "এই যে দেখাচ্চি" বলিয়া মতি লাঠী ঘুরাইয়া সিংহ-বিক্রমে তাহাদের আক্রমণ করিল। সর্দ্দার এবং তাহার পার্শ্বরক্ষী দুইজন একযোগে মতিকে ঘেরিয়া ফেলিল। অবশিষ্ট দস্যুগণ শিবিকার দিকে অগ্রসর হইতেই বাহকেরা প্রাণ ভয়ে কে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল। মোহনলাল মতিকে সাহায্য করিবার আশা ত্যাগ করিয়া প্রাণপণে দস্যুদলকে বাধা দিতে লাগিলেন।

মোহনলালের হস্তে কয়েকজন দস্যু ধরাশায়ী হইল। ওদিকে মতি দস্যু সর্দ্দারকে এবং অপর দস্যু দ্বয় মতিকে সাংঘাতিকরূপে আহত করিল। মতি বুঝিতে পারিল তাহার সময় শেষ হইয়া আসিয়াছে। সে অন্তিম-মুহূর্ত্তে উচ্চ-চীৎকারে "মোহনলাল, দেখো গৌরী রইল" বলিয়া মাটীতে লুটাইয়া পড়িল। সে চীৎকার মোহনলালকে উন্মাদ করিয়া তুলিল, মতির মৃত্যু-দৃশ্য তাহাকে স্থান কাল ভুলাইয়া দিল। অকস্মাৎ একলম্ফে দস্যুব্যূহ ভেদ করিয়া সে মতির পার্শ্বে গিয়া উপস্থিত হইল। এদিকে মতির আর্ত্ত-চীৎকারে গৌরী কখন শিবিকার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। মোহনলালের হস্তে দস্যু-সর্দ্দারের পার্শ্বচর দুইজনকে রক্ষা করিবার জন্য তিন চারিজন দস্যু মোহনলালকে অনুসরণ করিল বটে, কিন্তু গৌরীকে দেখিয়া অপর হতাবশিষ্ট দুইজন দস্যু তাহাকে ধরিবার জন্য অগ্রসর হইল। গৌরী অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া "মাগো আমাকে তোমার কাছে নাও মা" বলিয়া উচ্চতটভূমি হইতে নদীগর্ভে ঝাঁপাইয়া পড়িল। মতির মৃত্যু মোহনলাল সহিয়াছিল, কিন্তু গৌরীর এই আত্মহত্যার প্রয়াস সে সহিতে পারিল না, তাহার হাতের লাঠী খসিয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে সংজ্ঞাহীন ক্লান্তদেহ ভূপতিত হইল।

গুড়ুম, গুড়ুম, গুড়ুম,—উপর্য্যুপরি কয়েকটী বন্দুকের গুলি আসিয়া অবশিষ্ট দস্যু কয়জনের ভবলীলা সাঙ্গ করিয়া দিল। যে দস্যু মোহনলালের সংজ্ঞাহীন দেহে আঘাত করিবার জন্য লাঠী উঠাইয়াছিল, তাহার হাতের লাঠী হাতেই রহিয়া গেল। একজন

বন্দুকধারী নদীগর্ভে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। একজন আসিয়া মোহনলালের চেতনা সম্পাদনে প্রয়াস পাইলেন। যিনি নদীগর্ভে ঝাঁপাইয়া গৌরীকে উদ্ধার করিলেন তাঁহার নাম নেসার খাঁ। আর যিনি মোহনলালের সংজ্ঞাহীন দেহ কোলে তুলিয়া লইয়াছিলেন, তিনি বাঙ্গালার মসনদের ভাবী উত্তরাধিকারী শাহজাদা সিরাজউদ্দৌলা।

নবাব আলিবর্দ্দী বর্গীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে আসিয়া বর্দ্ধমানের নিকটে শিবির সন্নিবেশ করিয়াছেন। গতকল্য বর্গীরা যুদ্ধে হারিয়া পলাইয়াছে। নবাব তাহাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য একদল সৈন্যকে বর্গীদের পশ্চাদনুসরণে আদেশ করিয়াছেন, এবং স্বয়ং গুপ্তচরের আনীত সংবাদের প্রতীক্ষায় রহিয়াছেন। সিরাজ এই যুদ্ধের সঙ্গী হইয়াছিলেন। তিনি আজিকার যুদ্ধ-বিরতির অবসরে প্রিয় সহচর নেসার খাঁ ও কতিপয় দেহরক্ষীকে লইয়া দামোদরের তীরবর্ত্তী অরণ্যে মৃগয়ায় আসিয়াছিলেন। ফিরিবার পথে পলায়িত শিবিকা-বাহকগণকে দেখিয়া সন্দেহ হয় এবং তাহাদের নিকট সমস্ত শুনিয়া তিনি সদলে অতি দ্রুত আসিয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন।

বালুকাস্তূপের উপরে পতিত হওয়ায় গৌরীর আঘাত তত গুরুতর হয় নাই, সুতরাং সামান্য চেষ্টাতেই তাহার চেতনা সঞ্চার হইল। সিরাজের যত্নে মোহনলালও সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইলেন। শিবিকায় গৌরীকে এবং অশ্বপৃষ্ঠে মোহনলালকে তুলিয়া লইয়া সিরাজ শিবিরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পর দীর্ঘদিন অতীত হইয়াছে। আলিবর্দ্দীর অন্তঃপুরস্থ কক্ষে দুইটী কিশোরী বিশ্রম্ভালাপে নিমগ্না।

লুৎফন্নেসা ও রোশেনা

লুৎফ। রোশেনা দিদি, তুমি ত এঁদের মত নও। তুমি বুঝি হিঁদু ছিলে?

রোশেনা। কেন বল দেখি লুৎফ, সে কথা জানবার জন্য তোমার এত ঔৎসুক্য কেন? হিঁদুরা খুব তুক্ তাক্ জানে, গুণ টুন্ করতে পারে, তোমার বুঝি তার দরকার হয়েচে?

লুৎফ। দূর তা কেন! আমি বাঁদী, আমার আবার কাকে গুণ করবার দরকার হবে?

রোশেনা। কি জানি ভাই। শাহজাদার আকার ইঙ্গিত দেখে মনে হয় তিনি যেন তোমার উপর একটু বেশী বেশী আকৃষ্ট হ'য়ে পড়চেন। অবশ্য শেষ পর্য্যন্ত কোথায় দাঁড়ায় বলা যায়না। একটা কথা আছে না "বড়র পিরীতি বালীর বাঁধ। খণে হাতে দড়ি খণেকে চাঁদ।"

লুৎফ। ও কথা কেন ব'লচ রোশেনা দিদি? শাহজাদাকে আমি অতটা খারাপ ভাব্‌তে পারিনা। ঐ সুন্দর মুখ, ঐ প্রশস্ত ললাট, ঐ কমনীয় কান্তি, ও'তে কি কখন নীচতা সম্ভবে?

খোদার সঙ্গীত কখন বেসুরো বাজেনা। সত্যিই দিদি, শাহজাদাকে যখন দেখি তখন মনে হয়, খোদা বোধহয় বসন্তের চাঁদনী রাতের সঙ্গে মধুর মূর্চ্ছনা মিলিয়ে বেহাগ রাগিণীকে একটা রূপ দিতে চেয়েছিলেন। খোদার কি ভুল হয় দিদি, তা হয় না। তাঁর আদর্শ নিশ্চয়ই নিখুঁত। এত সৌন্দর্য্যের মাঝে কুৎসিত কোন কিছু থাকতে পারে না। বস্‌রাই গোলাপকে দেখ—তার বাইরের সৌন্দর্য্য কত মনোহর। কাছে যাও, গন্ধ আরো মধুর, আরো মনোহর। স্পর্শ করে দেখ আরো—আরো কত মধুর, কত সুন্দর! কাঁটার কথা বলবে? তুলতে গেলে তবে না কাঁটার ভয়! আমার যে দেখেই সুখ দিদি। খোদা কখনো মানুষকে ঠকাতে চান্ না। তাঁর নিয়মে যার বহিরাবরণ এত নয়নাভিরাম, তার ভিতরটা যে আরো প্রাণারাম হবে, একথা যদি বিশ্বাস করতে না পারি, তবে খোদাকেও হয়তো বিশ্বাস করতে পারবো না। আশীর্ব্বাদ কর, তেমন দুর্ভাগ্য যেন আমার কখনো না হয়।

রোশেনা। বুঝতে পেরেচি, কিন্তু গোলাপের তুলনাটা তো ঠিক্ হলো না বোন। ভ্রমর কি কখনো কাঁটার ভয় করে? আচ্ছা লুৎফ, শাহজাদাকে যদি তোর এত ভাল লাগে, তবে তার চোখের আড়ালে থাক্‌বার জন্যে এমন লুকোচুরী খেলিস্ কেন?

লুৎফ। আমি তো ভুলতে পারি না দিদি যে আমি বাঁদী। আমি যে ক্রীতদাসী। যাঁরা আমায় বিক্রী করেছিলেন তাঁরাও বলেননি, যাঁরা কিনে ছিলেন তাঁরাও কোন খোঁজ নেন্‌নি; আমার

বংশ পরিচয় যে কেউ জানেনা দিদি। আমি তো জানিনা আমার জন্মকাহিনী। কেবল এইটুকুই মনে আছে যে অতি শিশুকাল থেকেই বেগম সাহেবার আশ্রয়ে এই হারেমে আছি। তিনি অতি যত্নে লেখাপড়া শিখিয়েচেন। রোজ আমার মুখে কোরাণ্-শরিফ না শুন্‌লে তাঁর তৃপ্তি হয় না। আমাকে তিনি কন্যার মতই ভালবাসেন। কিন্তু তাই ব'লে তো আমার সঙ্গে শাহজাদার সাদী হ'তে পারে না। নবাব আলিবর্দ্দী, কি বেগম সাহেবা কারুরই যে এতে মত হবে না। আচ্ছা দিদি, আমার জন্মের যদি ভাল পরিচয় না-ই থাকে, তার জন্যে কি আমি দোষী হব? বাঁদী হলেও আমিও তো মানুষ। মৌলভী সাহেব সেদিন বলছিলেন "খোদা মানুষকে তাঁর নিজের মত করে সৃষ্টি করেচেন।" তাই যদি হয়, তবে তো তাঁরই আশীর্ব্বাদের মত আমাকে কোন মালিন্যই স্পর্শ করবে না। বলবো দিদি! সব কথাই তো তোমাকে বললেম, আমার মনের কথা তোমাকে বলবো? তুমি হাসতে পাবে না কিন্তু। আমার কি মনে হয় জান, মনে হয় আমাদের এ ভালবাসার মধ্যে পাপ নাই। কিন্তু ভাই শাহজাদার মাতামহ তো আর আমার জন্যে আভিজাত্য গর্ব্বে জলাঞ্জলি দিতে পারবেন না। তুমি মুখ টিপে টিপে হাসচো?

রোশেনা। দূর পাগলী, এ কথা শুনে কি কারো হাসি আসে? তোর কথা শুনে আমার মনে হচ্ছে এ ভালবাসা কখনো ব্যর্থ হবে না। শাহজাদা তোরই হবেন।

লুৎফ। হবেন দিদি, তুমি বল্‌চ তিনি আমার হবেন, আমারও

সময় সময় তাই মনে হয়। তুমি বলচ শাহজাদা আমার উপর আকৃষ্ট হ'য়েচেন, আমার মনও তাই বলে। আর এ যে হ'তেই হবে। খোদা যে সবারই মধ্যে আছেন। আমার মধ্যে যে খোদা তাঁর মধ্যেও তো সেই খোদাই রয়েচেন। আমার মধ্যে যদি তাঁকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা জাগে, তাঁর মধ্যেও তো আমাকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা জাগবে। এ পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা যে পাপশূন্য। কিন্তু আমার ভয় হয় দিদি, কাছাকাছি থাকলে প্রাণের মিলনাকাঙ্ক্ষা হয় তো দেহের মিলনের জন্য ব্যগ্র হ'য়ে উঠবে। কে জানে সে মিলনে অমৃত উঠবে না বিষ উঠবে! যদি বিষ ওঠে, আমি সে বিষ কি হাতে ক'রে তাঁর মুখে তুলে দিতে পারি? শুনেচি প্রেম পৃথিবীকে স্বর্গ করে তোলে, তাকে তো নরকে পরিণত করে না। কিন্তু আমি এসব কি প্রলাপ বকচি? বাঁদীর প্রাণ কি না দিদি। তাই তার সবটাই একেবারে রিক্ত, শূন্য, শুষ্ক কঙ্করময় পাহাড়ের মত হ'য়ে উঠেচে।

রোশেনা। আর আমি সেই পাহাড়ের একান্তে এমন এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়েচি, যেখানে তার শ্যামল-স্নিগ্ধ-শষ্প-সমাচ্ছন্ন তীর শোভী নির্ঝরের সঙ্গীত-ধ্বনি আমার কান-প্রাণ দুই-ই শীতল করে দিয়েচে।

লুৎফ। কেন আর আমায় লজ্জা দিচ্চ দিদি। আমি তোমার কথা শুনতে চেয়েছিলেম, তুমিই উল্টে ফাঁকি দিয়ে আমার মনের কথা টেনে বের' করে নিলে। তাই তো তোমার কথা উঠলেই বেগম সাহেবা বলে থাকেন তুমি বড় বুদ্ধিমতী।

আচ্ছা দিদি তুমি তো সত্যিই হিঁদু ছিলে? তবে এখানে এলে কেন?

রোশেনা। কেন তুমি কি বেগম সাহেবার কাছে শোননি, সত্যিই আমি হিঁদু ছিলেম। আমার মনে হয় তুমি আরো কিছু জান্‌তে চাও। সঙ্কোচ কেন, বল কি জান্‌তে চাও, আমি সব কথাই তোমায় বল্‌চি।

লুৎফ। তুমি কিছু মনে করবে না?

রোশনা। না ভাই এতে মনে করবার কি আছে? এই তো একটু আগে তুমি অকপটে তোমার মনের গোপন কথা আমায় জানালে, তবে এই সামান্য কথাটা বলতে এত কুন্ঠিত হচ্চ কেন?

লুৎফ। ধৃষ্টতা মাফ্ করো দিদি, লোকের কানাকানি কথায় আমি মনে বড় আঘাত পেয়েচি। যদিও আমি জানি, যে কথা শুনোচ তার এক বর্ণও সত্য নয়, তবু সত্যি কথাটা তোমার কাছ থেকে জান্‌তে বড় ইচ্ছে হয়। লোকে বলে শাহজাদা নাকি তোমায় জোর ক'রে ধ'রে এনেচেন?

রোশেনা। তোর কি মনে হয়?

লুৎফ। বললেম তো আমার তা বিশ্বাস হয় না।

রোশেনা। তিনি জোর না করতে পারেন, আমি যদি স্বেচ্ছায় এসে থাকি? তিনি যদি পবিত্র ভাবেই তাঁদের শাস্ত্রানুসারে আমায় গ্রহণ করেন? এমন তো কত হয়, নবাব বাদশাদের বহু বিবাহ তো দোষের নয়!

লুৎফ। (মনোভাব গোপন করিবার চেষ্টায়) না, না, তা

দোষের হ'তে যাবে কেন। তা হ'লে সত্যিই কিন্তু বেশ হয়। শাহজাদার পাশে তোমাকেই ঠিক্ মানায়।

রোশেনা। (থুত্নিতে হাত দিয়া) কোন্টা বেশ হয় রে, দেখি দেখি মুখটা তোল দেখি। প্রাণ ধরে কথাটা বলতে পারলি তো? পারবি শাহজাদাকে আমার হাতে তুলে দিতে? শোন, সত্যি কথা সব বলচি। মুখভার করতে হবে না।

লুৎফ। দিদির ঐ এক কথা। কিসের জন্যে আমার মুখ ভার হ'তে যাবে। বাজে কথা রাখ, কি বলবে তাই বল।

রোশেনা। লোকে মন্দটাই আগে কল্পনা করে নেয়। তা ছাড়া পরনিন্দার মত মুখ-রোচক জিনিসও বড় সহজে মেলে না। বিশেষ সে নিন্দাটা যদি বড়লোকের নামের সঙ্গে জড়িয়ে দেওয়া যায়। যাক, আমার কথাটা বলি। ছেলেবেলায় বাপ মা মারা যান। সংসারে থাকবার মধ্যে এক দাদা। আর আমাদের দুই ভাই-বোনের রক্ষক ছিলেন মতিদাদা—আমাদের মা বাপ ভাই বন্ধু সব। তিনিই দাদাকে হাত ধরে লাঠি খেলা, ঘোড়ায় চড়া, বন্দুক-চালানো, তলোয়ার খেলা সব কিছুই শিখিয়েছিলেন। একদিন রাত দুপুরে অতর্কিতে বর্গীরা এসে গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে দিলে। ছোট গ্রাম, কেউ ভাবতেও পারিনি যে এ গ্রামে বর্গী আসবে। আর কাছে-পিঠে তারা ছিলও না। নবাব-শিবির আক্রমণের জন্যেই অনেক দূর থেকে বর্গী অশ্বারোহীর দল সে রাত্রে হঠাৎ আসে। যুদ্ধে হঠে গিয়ে ফিরে যাবার সময় রাস্তার দুপাশের গ্রাম জ্বালিয়ে, লোকদের হত্যা করে, ঘর-বাড়ী লুটে নিয়ে তারা পালায়।

তারা বুঝতে পেরেছিল, যে নবাব সৈন্য তাদের অনুসরণ করচে। তাই নবাব সৈন্যের চোখে ধূলো দেবার জন্যে যেখানে গ্রাম জ্বালিয়ে দিলে, তার উল্টো পথে পালালো। বর্গীরা সংখ্যায় ছিল অনেক। তব দাদা মতিদাদা এবং আরো অনেকে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু বন্যার জল কি বালীর বাঁধে আটকানো যায়? রুখে দাঁড়ানোর ফল হলো এই, যে গ্রামে বাসন-কোসন, টাকাকড়ির সঙ্গে বন্দুক ঢাল তলোয়ার সড়কী বল্লম পর্য্যন্ত কারু রইলো না। সব তারা লুটে নিয়ে পালালো। বাকী যা কিছু সব আগুনে পুড়ে গেল, পরদিনই আমরা গ্রাম ত্যাগ করি। দামোদরের তীরে জঙ্গলে পথ ভুল হয়। সন্ধ্যায় ডাকাতের হাতে পড়ি। মতিদাদা ডাকাতের হাতে মারা যান, দাদা আহত হন। আমি তীর হ'তে দামোদরের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ি। শাহজাদা সেই দিকে মৃগয়ায় গিয়েছিলেন। তিনি দৈব-প্রেরিতের মত এসে আমাদের উদ্ধার করেন।

লুৎফ। এ সব কথা তো আমিও শুনেচি। কিন্তু এখানে এলে কেন?

রোশেনা। তোর আসল দরদ ঐখানে। ওলো এলেম শাহজাদার প্রেমে।

লুৎফ। দূর—

রোশেনা। দূর! পরে টের পাবি।

লুৎফ। যাও। এই একটা কথার জন্যে আমি আর তোমার খোসামোদ করতে পারি না।

রোশেনা। না না রাগ করতে হবে না, বলচি শোন। যাচ্ছিলেম

মামার বাড়ী। দাদা একটু সুস্থ হ'লে নবাব আমাদের সঙ্গে লোক-জন দিয়ে সেখানে পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু মাতুলালয়ে আমাদের স্থান হলোনা। আমাদের আগমনের পূর্ব্বেই আমার কলঙ্কের কথা ব'য়ে প্রবাদের শতমুখী গ্রাম হ'তে গ্রামান্তরে লোকের বুকে এমন আঁচড় কেটে রেখে গিয়েচে, যে সে দাগ আমার চোখের জলে মুছলোনা। তখন নবাব অন্তঃপুরে ফিরে আসা ভিন্ন আমার আর দ্বিতীয় পথ ছিল না। দাদা আমার ভবিষ্যৎ ভেবে হতাশ হ'য়েছিলেন। কিন্তু এখানে আসার কথায় সম্মতি দিতে ইতস্ততঃ করলেন না। হয় তো তাঁর ধারণা হ'য়েছিলো আমি শাহজাদাকে ভালবেসেচি। আর শাহজাদাও বোধ হয় আমার রূপে মুগ্ধ হ'য়েচেন। সুতরাং মুসলমান শাস্ত্রানুসারে আমরা বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হতে পারি।

লুৎফ। এখন তার বাধা হলো কিসে ?

রোশেনা। মূলেই ব্যাপারটা সত্য নয় তার বাধা ! আমিও কস্মিন্‌কালে শাহজাদাকে ভালবাসিনি। আর তিনি যে কাকে ভালবাসেন সে আমিও জানি, তুমিও জান।

লুৎফ। কিন্তু দিদি, চিরটাকাল কি এমনি করেই কাটবে ?

রোশেনা। কেন কাটবে না বোন, আমার মনতো আমি জানি। আমি হ'য়ে উঠেছিলাম দাদার পথের কণ্টক। আমার জন্যে দাদার এক মুহূর্ত্তও শান্তি ছিল না। কিন্তু কেমন সমাজ দেখ। যেই আমি দাদার সংশ্রব ত্যাগ করেচি, অমনি দাদা হ'য়ে উঠলেন নির্দ্দোষ। এখন তিনি সেনা বিভাগে উচ্চপদ

পেয়েচেন। লোকে তাঁকে রাজা মোহনলাল বলে। আজ আর তাঁর সঙ্গে আহার-ব্যবহারে, সম্বন্ধ স্থাপনে সামাজিকদের কারো কোন আপত্তি নাই। এখন তিনি সমাজে একজন পদস্থ ব্যক্তি। অথচ আমি জলজ্যান্ত বেঁচে রয়েচি, আর রয়েচি তো মুসলমানদের সঙ্গে মুসলমান আচার-ব্যবহারে নবাবেরই অন্তঃপুরে। কেমন মনোবৃত্তি দেখ।

লুৎফ। এই কি তোমাদের হিন্দুধর্ম্ম? একটা নিরপরাধিনী অসহায়া নারীর উপর একি অন্যায় অত্যাচার? মানুষ তো দেবতা নয়? মানুষ—সে দোষ করবেই। ধর্ম্ম বলবে দোষী মানুষ কিসে নির্দ্দোষ হ'য়ে বেঁচে থাক্‌তে পারে। মানুষের ভালভাবে বেঁচে থাকবার জন্যই ত ধর্ম্ম, ধর্ম্মের জন্য বেঁচে থাকা নয়। ধর্ম্মের নামে এ কি নারকীয় অত্যাচার!

রোশেনা। হিন্দুধর্ম্মের কেন দোষ দিচ্চ ভাই! আমার এ দশা করেছে আজ-কালকার হিন্দু সমাজ। জাত যখন মরে যায়, সমাজটা শুধু তখন বন্ধন হ'য়ে দাঁড়ায়। নির্ব্বীর্য্য ক্লীব সমাজের কাছে কাপুরুষতা ভিন্ন আর কি আশা করতে পার? শাস্ত্রী মশায়ের মুখে শুনেচি হিন্দু যখন বেঁচে ছিল, তখন সারা ভারতে যেখানেই এসেচে,—বিদেশী বিধর্ম্মী তার কোলে স্থান পেয়েচে। হিন্দু এই নামের অন্তরালে এ দেশের কত আদিম অধিবাসী যে নাম-রূপ লুকিয়ে বেঁচে রয়েচে কে তার খবর রাখে? দোষ ধর্ম্মের নয় ভাই, দোষ ধর্ম্মধ্বজীদের। কিন্তু লুৎফ, কথায় কথায় অনেক দেরী হয়ে গেল, ওদিকে তোর শাহজাদার আসবার সময় হলো।

লুৎফ। যাও, সময় হ'লে তা আমার কি ?

রোসেনা। না তোর কিছু না। যা কিছু আমারই। আমি এখন উঠি ভাই। এ সব কথা আর একদিন হবে।

(প্রস্থান)

লুৎফ। আমি এখন কোথায় যাই ? সত্যিই তো আসবার সময় হলো। না আজ আর দেখা করে কাজ নাই। মনের এই অবস্থায় হয় তো সব কথা প্রকাশ করে ফেলবো। যাই গঙ্গাতীরবর্ত্তী অলিন্দে গিয়ে মনটাকে একটু শান্ত করি। (প্রস্থান)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(ম্লানায়মান প্রাবৃট-প্রদোষে গঙ্গাতীরবর্ত্তী প্রাসাদের অলিন্দে লুৎফ আপন চিন্তায় বিভোর)

লুৎফ। আস্তে আস্তে অন্ধকার নেমে এল। উপরে মেঘের ঘটা, নিম্নে ভাদ্রের ভরা গাঙ্গে যৌবন যেন দুকূল ছাপিয়ে উঠেচে। মেঘের গুড়ু গুড়ুর সঙ্গে তার হৃদয়ের দুরু দুরু কম্পন মিলে আকাশে বাতাসে আজ কিসের ব্যথা ঘনিয়ে আসচে। এরা কি আমার মনের কথা টের পেয়েচে। ঐ যে বাদল সুরু হলো, নীরব-বর্ষণে তবুও তো ক্ষণেকের তরে মেঘের বুক হাল্কা হবে। কিন্তু বাঁদীর প্রাণ কি চিরকালই গুম্‌রে মরবে! আকাশ আবার প্রসন্ন হবে, আঁধারের পর আবার জ্যোৎস্না উঠবে। শীতে ধরণীর রিক্তদীনতা বসন্তের আলিঙ্গনে পূর্ণ হয়, আবার তরু-লতায় মঞ্জরী জাগে। নিদাঘের মরুবক্ষে এই তো বরষার শ্যামলতা জেগেচে, শুধু আমি বঞ্চিত হব। খোদার নিয়ম কি কেবল এই বাঁদীর নসীবেই ব্যর্থ হবে? কি জানি আজ কেন প্রাণ খুলে কাঁদতে ইচ্ছে করচে। কোথা হতে যেন কার কান্নার সুর ভেসে ভেসে আস্‌চে। ভাদরের এই ভরা বাদরে কে এমন কান্নার সুর মিলিয়ে রেখেচে কে জানে? না এরা আমায় পাগল করবে। সত্যিই কি আমি পাগল হব? তবু কাঁদলে খানিকটা শান্তি পাই। আর

আমার সুখদুঃখের সঙ্গের সাথী, আয় বীণা আয়, তোর সুরে সুর মিলিয়ে খানিক কেঁদে জুড়োই।

সখি হমর দুখক নাহি ওর
এ ভর বাদর মাহ ভাদর শূন মন্দির মোর।
ঝম্পি ঘন গরজন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া।
কান্ত পাহুন কাম দারুণ
সঘনে খরশর হন্তিয়া।
কুলিশ কত শত পাত মোদিত
ময়ূর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাএত ছাতিয়া।
তিমির দিগভরি ঘোর যামিনী
অথির বিজুরিক পাঁতিয়া।
কহয়ে শেখর কৈসে যাপবি
হরি বিনু দিন রাতিয়া।

(সন্তর্পণে সিরাজের প্রবেশ। গান শেষ হইয়া গেল, কিছুক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধের মত থাকিয়া সিরাজ আবেশভরে ডাকিলেন)

সিরাজ। লুৎফ, আমার লুৎফ!

লুৎফ। ওমা শাহজাদা যে! (বলিয়া ত্রস্তে উঠিতে যাইবে)

সিরাজ। উঠ্‌তে হবেনা লুৎফ। তুমি ঐখানে ঠিক্‌ অম্‌নি ভাবেই বসে থাক। আমি একটু দেখি। দেখে তো আমার তৃপ্তি হয় না। যতক্ষণ—তবু যতক্ষণ ভাগ্যে জোটে দেখে নি। লুৎফ, বর্ষার এই শ্যাম সমারোহের মাঝে তোমার অন্তরের আবেগ যখন সঙ্গীতের মূর্ত্তি ধরে লহরে লহরে সুধা বর্ষণ করছিল, আমি প্রাণভরে সেই সুধা পান করছিলেম,—একেবারে বাহ্যজ্ঞানশূন্য মাতালের মত। আমার চোখের সম্মুখ থেকে সমস্ত জগৎ লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। এমন কি আমি ছিলাম কিনা তাও খেয়াল ছিল না। শুধু ছিলে তুমি আর তোমার গান। কিন্তু তার মধ্যেও কোন পার্থক্য ছিল না। তুমিই গানের মূর্ত্তি ধরেছিলে, না গান তোমার রূপ নিয়েছিল লুৎফ? গান থেমে গেল, মাটীর মানুষ আমি, আনন্দের কল্পলোক থেকে আবার মাটীতে ফিরে এলেম। আমার অপরাধ হয়েচে, কিন্তু জ্ঞানতঃ সে অপরাধ করি নাই, আমি ইচ্ছে করে এখানে আসি নাই। অজ্ঞাতসারে আমার পা দুটো আমাকে এখানে নিয়ে এসেচে। তোমায় খুঁজে না পেয়ে ভেবেছিলেম, তুমি যখন সরে থাক্‌তে চাও, তখন কেন মিছে আমি তোমায় বিরক্ত করি। তাই ফিরে যাচ্ছিলেম। এমন সময় তোমার সঙ্গীত তাতে বাদ সাধলে।

লুৎফ। এ আপনি কি বলচেন শাহজাদা। বাঁদীর কাছে আসবেন তার আবার অপরাধ? কেন একথা বলে আমায় অকারণ অপরাধী করচেন?

সিরাজ। কিন্তু আস্‌তে কি তুমি দাও? কেন দাও না লুৎফ, কেন আমি কাছে এলে তুমি দূরে সরে যাও? সুন্দরকে

দেখা কি অপরাধ ? সুন্দরকে কে না দেখতে চায় ? কৈ ঐ বসরাই গোলাপ তো কাছে গেলে তোমার মত পলায় না, সঙ্কোচে মুখ লুকোয় না। তুলতে গেলে কাঁটা ফোটে বটে, তা সে যাতনা তো সহ্য করবার জন্যে সর্ব্বদাই প্রস্তুত রয়েচি। তবে বল তুমি কেন আমার হবে না ? সেদিন গোধূলীর সময় আকাশ ও বাতাস যখন বর্ণে গানে গন্ধে মাতোয়ারা, তোমায় দেখবার জন্যে মন উতলা হ'য়ে উঠলো। হারেমে প্রবেশ করে দেখি, তুমি রোশেনার সঙ্গে বিশ্রম্ভালাপে মগ্ন। প্রথমে আমায় দেখ্‌তে পাও নি, কিন্তু আমার উপবাসক্লিষ্ট চক্ষুর বুভুক্ষা মেটবার আগেই আমায় দেখলে, আর সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার রজনীর আবির্ভাবে পশ্চিমাকাশের সুবর্ণময়ী দিগ্‌বালার ন্যায় নিঃশব্দে কোথায় লুকিয়ে গেলে। কেন এমন লুকিয়ে বেড়াও লুৎফ ?

লুৎফ। এসব কথার কি উত্তর দেব ?

সিরাজ। কেন উত্তর দেবে না ? তুমি সকলের সঙ্গেই বেশ স্বচ্ছন্দে কথা কও, সকলেরই কথার উত্তর দাও। সকলেই তোমার প্রশংসা করে। তোমার ব্যবহারে সকলেই তো সুখী। তবে আমার মনে কষ্ট দাও কেন ? মনে পড়ে লুৎফ, যেদিন তোমায় আমি প্রথম দেখি ? ঐ স্বচ্ছ সরসীর শ্বেত মর্ম্মর সোপানে উপবিষ্টা তুমি, তোমার এই রাতুল পা দুখানি নির্ম্মল সলিলে নিমজ্জিত রেখেছিলে। একটী দুগ্ধ-ফেননিভ শুভ্র মরালকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে কত আদরে সোহাগে শত চুম্বনে অভিসিঞ্চিত করছিলে। দেখে আমার মনে হল উপরে চাঁদ দেখে রক্ত কমল-

গুলো লজ্জায় তাদের চোখ মুদে তোমার অলক্তক-রঞ্জিত চরণাশ্রয় করে নিজেরা ধন্য হয়েচে। আর হিংসা হলো সেই দুষ্ট মরালের অনুচিত কিন্তু কল্পনাতীত সৌভাগ্য দেখে। আমায় যখন দেখ্লে তখন যেন স্বপ্ন টুটে গেল? অনুযোগ করলে সেই রাজহংসপালকের বিরুদ্ধে, যার অসাবধানতায় সেই ভাগ্যবান মরাল আহত হ'য়েছিল। তখনো তোমার পদ্মপলাশে শিশির বিন্দু সম্পূর্ণ শুকিয়ে যায় নি। তখন তো বেশ অসঙ্কোচেই সম্মুখে আসতে, কথা বলতে। আর এখন?

লুৎফ। মাফ্ করবেন শাহজাদা। আপনি আত্মবিস্মৃত হচ্ছেন। কেন ভুলে যাচ্ছেন শাহজাদা, যে আমি আপনার সম্পূর্ণ অযোগ্যা। আমি সামান্যা বাঁদী মাত্র, আর আপনি রাজরাজেশ্বর। দুদিন পরে যিনি বিশাল রাজ্যের অধিপতি হবেন, তাঁর পক্ষে কি এই তরলতা শোভা পায়? আপনার বংশ-গৌরব, আপনার সিংহাসনের মর্য্যাদা কি এতই তুচ্ছ?

সিরাজ। দেখ, আমি যে এসব না ভেবেছি তা নয়; মর্য্যাদা, গৌরব ইত্যাদি যে সব কথা বলচো ও গুলোতো মানুষের সৃষ্টি। তার দাম কি এতই বেশী? আর অন্তর ও বাহির উভয় সৌন্দর্য্যের একত্র সমাবেশ, যা খোদার একটা বিশিষ্ট দান,—অসত্যের খাতিরে এ তার অমর্য্যাদা কি পাপ নয়? তবে এ মিলনে যদি তোমার সম্মতি না থাকে তো সে পৃথক কথা। আমি এতটা স্বার্থপর নই যে তার জন্যে জোর করে কিছু করবো। একদিনের একটা কথা শোন। কিছুদিন আগে হিঁদুদের জগদ্ধাত্রী পূজো

দেখ্‌তে গিয়েছিলেম। হিঁদুরা তাদের জগদ্ধাত্রী প্রতিমাকে কি চক্ষে দেখে জানি না। কিন্তু আমার মনে হলো সত্যিকারের সৌন্দর্য্যের পায়ের তলায় দুর্দ্দমনীয় হিংস্র পশুও নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে চরিতার্থতা লাভ করে। তুমি হিঁদুদের কোন প্রতিমা দেখেছ কিনা জানি না। তবে আমি দেখেছি তারা যখন কোন স্ত্রী-মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করে, তখন তার প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে কেবল যে বহিঃ সৌন্দর্য্যের চরমাদর্শ ফুটিয়ে তোলে তাই নয়, তার মুখে চোখে করুণার পরমদিব্য ভাবটী ফুটিয়ে তুলতেও বিস্মৃত হয় না। সেদিন তোমাকে দেখে হিঁদুদের সেই প্রতিমার কথাই আমার মনে হয়েছিল। করুণার যে স্বর্গীয় মূর্ত্তি আমি সেদিন দেখেছিলেম, আজ দেখি আমার ভাগ্যে তা পাষাণে পরিণত হ'য়েছে। সত্যিই কি তোমার হৃদয় এত কঠিন?

লুৎফ। যা হবার নয় তার জন্যে কেন বৃথা আমায় প্রলোভিত কচ্ছেন? আপনাদের সব সাজে, কিন্তু আমাদের ঘোড়া রোগ তো শুভ লক্ষণ নয় শাহজাদা! পথ ছাড়ুন, বেগম সাহেবাকে কোরাণ-শরীফ শোনাবার সময় হলো। দেরী হয়ে যাচ্চে, আমায় মাফ্‌ করুন। আমি যাই। (কুর্ণিশ করিয়া প্রস্থান)

সিরাজ। আশ্চর্য্য এই বালিকা। একটা প্রহেলিকা! কিন্তু এত দ্রুত গেল কেন? যাবার সময় মুখ ফিরিয়ে চলে গেল। মনে হলো তার দেহলতা যেন কেঁপে উঠচে। স্ফুরিতাধরা, বিস্ফুরিত নাসা। কে জানে হয় তো আমার দৃষ্টি-বিভ্রম। চক্ষু প্রতারিত হতে পারে, কিন্তু আমার মনও কি মিথ্যা বল্‌চে!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নিজ স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে অপরিণত বুদ্ধি অপ্রাপ্ত-বয়স্ক সিরাজকে পাপপথে প্রলুব্ধ করিবার প্রধান উদ্যোক্তা রহমান মুর্শিদাবাদের প্রমোদকাননে সুন্দরী নর্ত্তকীগণে পরিবৃত হইয়া সুরাদেবীর অর্চ্চনায় রত। অধুনা সিরাজের ভাবের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া মনে মনে শঙ্কিত ও বিরক্ত। সম্প্রতি শেষ চেষ্টা স্বরূপ নাচ-গানের বিশেষ আয়োজন করিয়াছে। সিরাজ এখনো উপস্থিত হয় নাই।

রহমান। বাবা! তোরা নবাব বাদশা মানুষ। সন্ধ্যের সময়টা নিদেন একটু আমোদ-আহ্লাদ করবি, দুদণ্ডের জন্যে মনটা চাঙ্গা করে নিবি। তা নয় কেবল কাজ কাজ কাজ! আমাদেরও তো দাদু ছিল বাবা! কই তারা তো আমাদের কাজ কাজ করে অতিষ্ঠ করে তুলতো না। এ বুড়ো আলিবর্দ্দীর দেখছি ভীমরতি হয়েচে। সিরাজের কাঁচা মাথাটা না খেয়ে আর ছাড়ে না দেখছি। কি গো চুপ করে কেন সুন্দরীরা!

১মা নর্ত্তকী। কি জানি সাহেব, আজকাল যে কি বাতাস এখানে বইতে সুরু হ'য়েচে বুঝতে পারচি না। কাজ করে তো মুটে মজুর। রহমান সাহেব তুমি আছ বলে তবু আমরা আজও নবাব বাড়ীর চৌকাঠ ডিঙ্গোবার সৌভাগ্যে বঞ্চিত হইনি। আর সবই তো গিয়েচে, তুমি না থাকলে এটুকুও থাক্‌তো না। বড় নবাব সাহেব তো মক্কা রওনা হলেই পারেন।

BB/4135

রহমান। মতিয়া, তুই যে বড় কথা বলছিস্ না। কেন আমরা কি কেউ নই, যে শাহজাদা না এলে তারই অপেক্ষায় হা-পিত্যেস করে বসে থাক্‌তে হবে। যাক। নয়া সিরাজিটা এসেচে, দেখি একবার পরখ করে। মহবুব!

মহবুব। হুজুর!

রহমান। সিরাজী।

(মহবুব সিরাজী আনিয়া গ্লাসে ঢালিয়া দিল।
রহমান পান করিয়া)

রহমান। বাঃ জিনিসটা বেশ। বেলা তুই যে বড় সতৃষ্ণ-নয়নে চেয়ে আছিস, দেখবি না কি একটু!

(সিরাজের প্রবেশ, সকলে দণ্ডায়মান হইল)

রহ। আসুন, আসুন শাজাদা—আসুন। আজ এত দেরী হলো যে?

সিরাজ। একটু কাজে ব্যস্ত ছিলাম।

রহ। আপনার কাজ যে আর ফুরুতে চায় না। দেখুন দেখি আজ কি রকম চাঁদের হাট বসিয়েচি। আপনি বলেন আপনার আর এসব ভাল লাগেনা। কেন বলুন তো? কাজ এবং আমোদ এ দুটোই এক সঙ্গে চালাতে হবে। কেবল কাজ নিয়ে কি মানুষ বেঁচে থাকতে পারে? কেবল কাজই যদি করবো, পার-ঘাটের মাঝি হলেই তো পারি। দিনরাত লগি ঠেল আর নৌকা বাও।

সেই যদি করবেন, শাজাদা হয়ে জন্মেচেন কেন? দুনিয়ার স্ফূর্তি লুটে নেবেন, রোজ বসোরা গোলাপে রংমহল ভরিয়ে দেবেন, নূতন সিরাজীতে আঁখিয়া লালে লাল করে রাখবেন, তবে না শাজাদার উপযুক্ত কাজ হবে। সিরাজী আর সুন্দরী—এ যদি আপনারা না ভোগ করবেন, তবে কি নন্দা মুদীর ছেলে ভোগ করবে? আর দেখুন গান হলো বেহেস্তের সামগ্রী। তা সুন্দরীর মুখের গান না হলে সে আবার গান, না তাতে সুধা ঝরে? ওস্তাদ্‌জীরা যখন এক মুখ দাড়ি নিয়ে গান ধরেন, আর নানা রকম মুখভঙ্গী করেন, তখন গানের যেটুকু মধু তা দাড়ির ভেতর সেঁধিয়ে যায়, না মুদ্রাদোষে উবে যায়, সেটা বুঝতে রীতিমত সমজদারের দরকার হয়। আমার তো হুক্কার আসে। আর সুর—একেবারে কাঁউবে কাঁউবে! যেন আষাঢ় মাসে কোলাব্যাং ডাকচে। ওরে বেলা শাজাদাকে একখানা ভাল গান শোনা তো।

এস নিত্য নব নব সাজে। এস সুন্দর হৃদিমাঝে॥
পুষ্প-বরণে পুষ্প-গন্ধে, পূর্ণ করিয়া নব-আনন্দে,
মম যৌবন-কুঞ্জে, এস রাজ-অধিরাজ হে
নিত্য নব সাজে।
নবীন রাগিণী নবীন ছন্দে, গুঞ্জরী উঠি মধুর মন্ত্রে,
মা'তাক মধুর সাঁঝে॥
মত্ত কোকিল মত্ত পাপিয়া, মত্ত চাঁদিনী মত্ত রাতিয়া
মত্ত মিলন গীতি গাজে॥

রহ। মহবুব্!

মহ। হুজুর।

রহ। সিরাজি। (মহবুব সিরাজী আনিল) (সিরাজের প্রতি) শাজাদা, খাস পারশ্যের আমদানী, এইটে একটু পরখ করুন।

সিরাজ। না ভাই, গান-টান বল রাজী আছি। এসব নয়। দাদুসাহেবের নিকট স্বীকার করেছি ওসব আর ছোঁব না।

রহ। আপনাকে ছুঁতে হবে না শাজাদা। হাঁ করুন, আমি একেবারে মুখের ভেতর ঢেলে দিচ্ছি। আপনি কি মেয়েমানুষ, যে দাদুসাহেবের একটা মিষ্টি কথায় ভুলে এমন সব জিনিস ছেড়ে দেবেন। এই দেখুন না বাড়ীতে একদণ্ড সুখ কি শান্তি কিছু পাই! শুধু এঁরই উপরে বেঁচে আছি। দেখুন চুপি চুপি একটু খেলে কেউ টের পাবে না। এতে গন্ধ-টন্ধ নেই। সামান্য একটু গোলাপী গোছ হবে বৈত নয়। আমি কি আপনাকে মাতাল হতে বলি, না তাই হতে দিতে পারি? খেয়ে ফেলুন এক চুমুকে লক্ষ্মী ছেলেটীর মত।

সিরাজ। না ভাই আজকার মত থাক্। কাল না হয় তোমার অনুরোধ রক্ষা করবো।

রহ। আরে ছ্যাঃ ছ্যাঃ আপনি হাসালেন শাজাদা। আপনার রকম দেখে ঐ ছুঁড়িগুলো শুদ্ধ মুচ্‌কী মুচকী হাসচে। এ যেন নেহাত্ই ঐ ছুঁড়িগুলোর মত ভাব হচ্ছে। খেতে ইচ্ছে আছে,

অথচ সে ইচ্ছেটাকে প্রকাশ করবার সাহস নাই। এই মিন্-মিনে মেয়েমানুষের স্বভাব নিয়ে আপনি নবাবী করবেন ?

সিরাজ। এটা যে ঠিক সাহসের অভাব তা নয় রহমান। তবে যখন তোমরা এই রকম ভাবেই জিনিসটা নিচ্ছ, তখন দাও এক চুমুক খাই। তাহলে তো বুঝতে পারবে, ভবিষ্যত বাঙ্গালা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব কাউকে ভয় করে না। তবে দাদুকে যখন কথা দিয়েচি, তখন আর খাব না। শুধু তোমাদের দেখাবার জন্যে আজ এক চুমুক খাব, কিন্তু কাল থেকে আর নয়। দাও।

(সিরাজের পানপাত্র গ্রহণ ও লুৎফের প্রবেশ)

লুৎফ। শাজাদা, শিগ্রী আসুন। বেগমসাহেবা হঠাৎ অত্যন্ত অসুস্থা। হ'য়ে পড়েচেন। তিনি একবার আপনাকে দেখতে চান্।

(সিরাজের হাত হইতে পানপাত্র পড়িয়া গেল, তিনি-রহমান, আমি আজ চল্লাম," বলিয়া লুৎফের সঙ্গে প্রস্থান করিলেন।)

রহমান। বেটী এমন আমোদটা মাটী করে দিলে, যা বেটী ধর্ম্মে সইবে না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কক্ষান্তরে প্রবেশ করিয়া সঙ্কোচ ও শঙ্কাজড়িত স্বরে সিরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন "দিদিমা কি বিশেষ অসুস্থা হয়ে পড়েচেন ?"

লুৎফ। না

সিরাজ। তুমি যে বললে তিনি অসুস্থা হ'য়ে প'ড়েচেন।

লুৎফ। মিথ্যা কথা। মার্জ্জনা করুন শাজাদা।

সিরাজ। এ মিথ্যা কথার অর্থ আমি বুঝেছি। সর্ব্ববিধ কলুষ ও বিপদ থেকে রক্ষা করবার জন্য, তুমি যে খোদার আশীর্ব্বাদের মত আমায় ঘিরে রয়েছ, তা আমি দেখতে পাচ্ছি। এত দয়া যদি দয়াময়ী তবে একেবারে আমার ভার নাও। আমি তোমার হাতে আমাকে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হই।

লুৎফ। আপনি আর ও বিষ স্পর্শ করবেন না বলুন।

সিরাজ। আমার প্রতিজ্ঞার মূল্য কি তা ত এক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বেই দেখতে পেয়েছ।

লুৎফ। তা পেয়েছি। কিন্তু আজ আপনাকে কোরাণ স্পর্শ ক'রে শপথ করতে হবে।

সিরাজ। তা করব। কিন্তু আমার প্রশ্নের ত কোন উত্তর পেলাম না।

লুৎফ। শাজাদা আবার ভুলে যাচ্ছেন, আপনার ও বাঁদীর মধ্যে ব্যবধান কত ?

সিরাজ। আমাকে ও ভয় দেখান বৃথা।

লুৎফ। আপনি যে আপনার দাতুসাহেবের নয়নের মণি। সামান্য একটা বাঁদীর জন্য সেই পরম স্নেহশীল বৃদ্ধ নবাবের প্রাণে কি ব্যথা দেওয়া উচিত?

সিরাজ। তাঁর যদি মত করাতে পারি?

লুৎফ। ঐ যে বেগমসাহেবা এই দিকে আসছেন। আমি যাই। (লুৎফন্নেসার প্রস্থান)

সিরাজ। লুৎফ বড়ই সুন্দর। আর সত্যই আমায় ভালবাসে, নইলে আমার যাতে অধঃপতন না হয়, তার জন্য অত মাথা ব্যথা কেন? আমায় সৎপথে চলতে দেখতে আগ্রহ দেখলাম একমাত্র দাতুসাহেবের, আর এখন দেখছি এই দেববালার। দাতুসাহেব যদি এঁর অন্তরের পরিচয় পান, তবে নিশ্চয় তিনি আমাদের মিলনে বাধা দেবেন না।

(আলিবর্দ্দী-বেগমের প্রবেশ)

আঃ বেগম। কি সিরাজ লুৎফন্নেসা মেয়েটী বেশ, না? দেখছিলাম তোমরা দুজনে কথা বলছিলে। তা' অমন সুন্দর মুখখানা দেখলে আমারই ছাড়তে ইচ্ছে যায় না, তা তোমরা ত' বেটা ছেলে। কি কথা হচ্ছিল শুনি।

সিরাজ। দিদিমা, আমার একটা কথা রাখবে?

আঃ বেগম। আঃ ম'ল যা, কথার ছিরি দেখ। হঠাৎ এত গম্ভীর হ'য়ে পড়লি কেন বল দেখি। এত কিন্তু করছিস্ কেন? কি বলবি বল না বাপু।

সিরাজ। আমি যদি কিছু বেশী চেয়ে বসি? আব্দারের মাত্রাটা যদি কিছু বেয়াড়া রকম হ'য়ে পড়ে?

আ বেগম। নে বাপু, তোর আর অত ভণিতায় কাজ নাই। তোর কি দরকার ব'লে ফেল।

সিরাজ। তুমি জীবনে কখন আমার আশাভঙ্গ করনি। আর ভবিষ্যতে তোমায় বিরক্ত করব না। কিন্তু আমায় বিমুখ ক'রো না।

আঃ বেগম। দেখ সিরাজ, তুই যে বড় বাড়িয়ে তুল্লি দেখছি। বল আমি জবান দিচ্ছি তোকে বিমুখ করব না।

সিরাজ। তুমি জান্‌তে চাচ্ছিলে আমার ও লুৎফন্নেসার সঙ্গে কি কথা হচ্ছিল। সে আমায় অনুরোধ করছিল, যাতে আর কখনও আমি মদ স্পর্শ না করি, শুধু তাই নয়। এর জন্য আমাকে কোরাণ ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করতে হবে।

আঃ বেগম। হুঁ।

সিরাজ। তুমি হয়ত মনে মনে ভাবছ, এ জিনিসটা খুব ভাল হোলেও একটা বাঁদীর পক্ষে এরূপ ব্যবহার অমার্জ্জনীয় ধৃষ্টতা। অন্য কেউ হ'লে আমিও ঠিক তাই মনে করতাম। কিন্তু, দিদিমা সে কত উচ্চ, কত মহৎ। তার নীলোৎপল-নিন্দী নয়ন ছুটীর দিকে চেয়ে দেখ, তার অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত দেখতে পাবে। তার মধ্যে কোন আবিলতা, কোন পঙ্কিলতা আবিষ্কার করতে পারবে না। স্বচ্ছ-তোয়া নির্ঝরিণীর মত সে আপনার আনন্দে আপনি বিভোর হ'য়ে গান গেয়ে চ'লেছে। সে যেন এ পৃথিবীর কেউ নয়। সন্ধ্যা-

তারার স্মিত-আলোক সম্পাতে রজনীগন্ধার অনিন্দ্য সুষমা যেমন পুলক শিহরণে স্পন্দিত হ'য়ে ওঠে, সেদিনকার সেই শুভ মুহূর্ত্তে তার জ্যোতির স্পর্শে আমারও জীবন তেমনি নবীন রাগে পুষ্পিত হ'য়ে উঠেছে।

আঃ বেগম। বুঝেছি তুই দস্তুরমত কবি হ'য়ে উঠেছিস্ সিরাজ। কিন্তু নবাবসাহেব কি সম্মত হবেন?

সিরাজ। এই যে বিলাস ও প্রভুত্বের আবহাওয়ার মধ্যে আমি বেড়ে উঠছি, এটা মানুষকে ঠিক স্বাভাবিক অবস্থায় রাখে না। এ সবের মাদকতা এতই উগ্র যে কিছুতেই তৃষ্ণা মেটে না। ক্রমশঃ মানুষকে পাষাণেই পরিণত করে। স্নেহ, প্রেম, কৃতজ্ঞতা ইত্যাদি কোমল বৃত্তিগুলি আস্তে আস্তে শুকিয়ে যায়। কিন্তু খোদার নিয়মে কোন জিনিসই নিঃশেষে বিনষ্ট হ'য়ে যায় না। এরাও তাই একেবারে নষ্ট হয় না। কেবল মাত্র শুভ মুহূর্ত্তের অপেক্ষা করে। কোন ঐন্দ্রজালিক শক্তিবিশিষ্ট সোনার কাঠির পরশে আবার জেগে ওঠে। এই কিশোরীর নিকট হ'তে আমি সেই সোনার কাঠির পরশ লাভ ক'রে ধন্য হ'য়েছি। দিদিমা, আমার হৃদয়ের গোপনতম প্রদেশ পর্য্যন্ত তোমায় খুলে দেখালাম। যদি তোমার বিশ্বাস হয়, এ মিলনে আমার সত্যিকারের মঙ্গল হবে, তবে এ কাজ তুমি নিশ্চয় করবে। দাদু আমার ত' সত্য জিনিসটাকে প্রাণের চেয়েও ভালবাসেন। বংশ-গর্ব্বটা ত' সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। এ মিলন আমাদের উভয়ের পক্ষে কল্যাণকর হবে, এটা যদি তিনি বুঝতে পারেন, তবে আভিজাত্য গর্ব্ব তাতে বাধা দিতে পারবে না।

আঃ বেগম। আচ্ছা সিরাজ, আমি যেমন করে পারি তাঁর মত করাব। আর লুৎফন্নেসা, সেত এক রকম আমার হাতেরই গড়া মেয়ে। তার মত ধর্ম্ম-প্রাণা, কোমল-হৃদয়া বুদ্ধিমতী বালিকা আজ পর্য্যন্ত আমার চোখে পড়েনি। তবে ভাই, আমার বখ্‌সিশটা কি হবে সেটা ত' বল্লে না। সেটা আগে জেনে রাখা ভাল।

সিরাজ। তুমি কি চাও ?

আঃ বেগম। তুমি যে তোমার দাদুকে বলতে আমায় নিকে করবে, এই সঙ্গে সেই কাজটা সেরে ফেলে বুড়ো বয়সে তোমার দাদুকে জব্দ করতে হবে। এতে তুমি রাজী ত' ?

সিরাজ। সে যে ছেলে বয়সের কথা। ওটা বুঝি আর ভুলবে না ?

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

আলিবর্দ্দীর অন্তঃপুরে একটি সুসজ্জিত কক্ষে আলিবর্দ্দী ও বেগম সাহেবা সমাসীন।

আঃ। কি আজ যে এত জোর তলব? ব্যাপার কি? মরা গাং‌এ কি আবার জোয়ার এল?

বেঃ। কেন দরকার না থাকলে কি আর ডাকতে নাই? তোমার কাজ যে কিছুতেই শেষ হয় না দেখি?

আঃ। সত্যি প্রিয়তমে, কাজের আর আমার অন্ত খুঁজে পাই না। কাজে যখন থাকি, তখন যেন তার মধ্যে একেবারে ডুবে যাই। সময় যে কেমন ক'রে চ'লে যায় তাও টের পাই না।

বেঃ। এ বয়সে আর পেছটান কিছু থাকে না। যখন বয়স ছিল, শত কার্য্যের মধ্যেও একটু ফাঁক পেলেই একবার অন্দরমহলে আসতে। অবশ্য তার জন্য তোমায় দোষ দিচ্ছি না। ও তোমাদের পুরুষ জাতটারই স্বভাব।

আঃ। তা ঠিক। পুরুষ জাতটা অত্যন্ত পাজী, নেমকহারাম, এ সব আগে যদি জানতে তবে হয়ত একটা মনের মত মেয়ে মানুষ দেখে বিয়ে করতে? কি বল? কিন্তু এখন যখন তার আর উপায় নাই, তখন এই নিয়েই দুধের সাধ ঘোলে মেটাতে হবে। আমি

কিন্তু তোমার দুঃখে অতীব দুঃখিত ও যথেষ্ট পরিমাণে সহানুভূতি সম্পন্ন।

বেঃ। তোমার সহানুভূতির জন্য শত সহস্র ধন্যবাদ।

আঃ। বিশ্বাস হ'চ্ছে না? আচ্ছা তোমার উপর আমার সর্ব্ব প্রকার স্বত্বত্যাগ ক'রে প্রমাণ করতে প্রস্তুত আছি যে এই অসহায়া স্ত্রীলোকটীর দুঃখে আমি প্রকৃতই দুঃখিত।

বেঃ। এমন না হ'লে নবাবী বুদ্ধি?

আঃ। নবাবদের ও জিনিসটার তারিফ চিরকালই লোকে ক'রে থাকে বটে!

বেঃ। তোমার সরলতা প্রশংসনীয়। এখন কাজের কথাটা শোন।

আঃ। তোমার কথা শোনবার জন্য সততই প্রস্তুত। আর কান দুটো যে সঙ্গে এসেছে আশা করি সে বিষয়ে তোমার সংশয়ের কোন কারণ নাই।

বেঃ। যা তোমার লম্বা কান ও দুটোকে কাছে টেনে না আনলে কখন যে কোথায় প'ড়ে থাকে তার ঠিক নাই।

আঃ। তার জন্য কি আবার অন্য কর্ণধারের ব্যবস্থা করতে হবে?

বেঃ। তুমি তার জন্য ব্যস্ত হ'লেও আমি বেঁচে থাকতে সেটা সহজে হ'তে দিচ্ছি না। তা তুমি দাড়িতে যতই মেদী পাতার রস মাখাও, চোখে সুরমা দাও।

আঃ। সেই ভয়েই বুঝি তোমার আজ কাল আঁটসাট

কাঁচুলি আর ফিরোজা রংয়ের ফিন্‌ফিনে পাতলা ওড়নার দরকার হয় ?

বেঃ। দেখ তুমি দেখছি ক্রমশই বেতমিজ হ'য়ে প'ড়ছ। ভবিষ্যতে আর যদি এ রকম বেয়াদপি দেখি, তবে কিন্তু তার জন্য তোমায় শাস্তি নিতে হবে।

আঃ। ঐ মৃণাল-নিন্দী ভুজবন্ধনে মহামান্য বেগম-সাহেবার বক্ষ-কারাগারে আবদ্ধ হ'তে হবে ?

বেঃ। তোমার বুড়ো বয়সে দেখছি কথার বাঁধনও শ্লথ হ'য়ে পড়েছে।

আঃ। কি জান প্রেয়সী, এ বয়সে যত রস সব মুখে এসে বাসা বাঁধে।

বেঃ। কেবল বাজে ব'কে যাবে। কাজের কথাটা বলবার জন্য ডাকলাম, তা ওঁর যত রস উথলে উঠল।

আঃ। আ-হা-হা, বল না। আমি কি শুনব না ব'লেছি ?

বেঃ। লুৎফন্নেসা মেয়েটীকে জান ত ? রোজ সন্ধ্যার সময় যে আমায় কোরাণ শরীফ্ প'ড়ে শোনায়। সেই রাঙা টুকটুকে মেয়েটী। যে সেদিন আমার সঙ্গে চিড়িয়াখানা দেখতে গিয়েছিল। তুমি জিজ্ঞাসা করলে এত জানোয়ারের মধ্যে কোনটা তোমার পুষতে ইচ্ছা করে। সে বললে "পুষতে যদি হয় তবে ঐ প্রকাণ্ড সিংহটাকে।"

আঃ। হ্যাঁ হ্যাঁ মনে প'ড়েছে। সে মেয়েটী অতি চমৎকার। একটা দেখবার ও দেখাবার মত জিনিস।

বেঃ। আমি বলছিলাম কি, যে তার সঙ্গে আমাদের সিরাজের বিবাহ দেব।

আঃ। এই কি সত্য সত্যই তোমার মনোগত ভাব ?

বেঃ। হ্যাঁ সত্যই এটা আমার মনের সাধ।

আঃ। এটাকে তোমার সাধ বলব না খেয়াল বলব তাই আমি ঠিক করতে পারছি না। এযে একেবারে অসম্ভব। সিরাজ যে আমার অবর্ত্তমানে এই মুর্শীদাবাদের মস্‌নদে উপবেশন করবে। তার মহিষী হবে কিনা একটা বাঁদী ! হতে পারে সে পরম রূপবতী, গুণবতী, বুদ্ধিমতী। কিন্তু সে যে বাঁদী সে কথা ত' কেউ ভুলতে পারবে না। একি তুমি পরিহাস করচ ?

বেঃ। আমি পরিহাস করিনি, প্রিয়তম। বিশেষ বিবেচনা না ক'রে একথা তোমায় আমি বলিনি। যদি অন্যায় বুঝতাম তবে এ অনুরোধ তোমায় আমি নিশ্চয় করতাম না। আশা করি এ বিশ্বাস তোমার আছে।

আঃ। সেটা আছে ব'লেই আমি আরও আশ্চর্য্যান্বিত হ'য়েছি।

বেঃ। আচ্ছা তোমার আপত্তিটা কি ! রূপে গুণে ওর থেকে ভাল মেয়ে কোন্ আমীর-ওমরার ঘরে আছে বলতে পার ?

আঃ। না, সে বিষয়ে ওর তুলনা নাই।

বেঃ। হ্যাঁ নাই বটে ওর আভিজাত্য। সেইটেই কি একমাত্র কারণ নয় যার জন্য তুমি মনে করছ ওর বিবাহ আমাদের সিরাজের সঙ্গে হতে পারে না ?

আঃ। এখন অবশ্য অন্য কারণ আমার মনে আসছে না। কিন্তু এও কি একটা দুরতিক্রম্য বাধা নয়।

বেঃ। একথা তোমার মুখে শোভা পায়না প্রভু। তুমিই না বরাবর ব'লে এসেছ জন্মটা একটা আকস্মিক ঘটনা? হিন্দুরা অবশ্য পূর্ব্বজন্মের দোহাই পাড়তে পারে। কিন্তু সত্যিকার মানুষ সম্বন্ধে যখন বিবেচনা করবে, তখন দেখতে হবে খোদা তাকে শরীরের, মনের এবং প্রাণের ঐশ্বর্য্য মুক্তহস্তে দিয়েছেন কিনা; এবং যদি দিয়ে থাকেন তবে তার পর সে নিজে তার উৎকর্ষ সাধন ক'রেছে না অপকর্ষ সাধন ক'রেছে। তুমি তোমার নিজের দৃষ্টান্ত দিয়ে এই কথাই ত' আমায় বুঝিয়েচ। সিরাজের যদি বংশ-মর্য্যাদা কিছু হ'য়ে থাকে তবে সে ত তোমারই সৃষ্টি। তাতে সিরাজের কি বাহাদুরি আছে? আর তোমার পিছনে যে সে রকম কোন বংশ-মর্য্যাদা ছিলনা তাতে তুমিই কি এত হীন হ'য়ে প'ড়েছ?

আঃ। আমি নিজে বংশ-মর্য্যাদা বা আভিজাত্যের কোন দাম আছে ব'লে বিশ্বাস করি না সেটা ঠিক। কিন্তু অপরে ত' ঠিক সে ভাবে দেখে না।

বেঃ। তোমার মুখে এমন দুর্ব্বলতার কথা শুনব আশা করিনি। লোকে কি বলবে, কিম্বা লোকে কি ভাববে এই ভেবে যদি কাজ করতে হ'ত, তবে পৃথিবীতে অনেক ভাল কাজ হ'ত না। তোমার জীবনে ত' এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে, যাতে লোকে তোমার অপযশ করেছে; কিন্তু খোদার কাছে তুমি নির্ম্মল নিষ্পাপ।

তার জন্য কখনও ত তোমায় কোন অনুশোচনা করতে হয়নি। আর তাছাড়া আভিজাত্যের উপর যখন তোমার কোন আস্থা নাই, এর আগে বরাবর ব'লে এসেছ; সেই বিশ্বাস মত কাজ করবারই বা কেন সাহস থাকবেনা? এ কথা ত আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারব না, যে তুমি কোন অভিজাত বংশে জন্মগ্রহণ করনি তাই আভিজাত্যের মূল্য স্বীকার করতে না। কিন্তু এখন যখন সেই দুর্লভ জিনিস তুমি তোমার সন্তান-সন্ততির জন্য সংগ্রহ করেছ, এখন সেটা তোমার কাছে মহামূল্য হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। তুমি কখনও এত নীচ হ'তে পার না। তুমি যে আমার উচ্চ হ'তেও উচ্চ, মহৎ হ'তেও মহৎ।

আঃ। লোকের কথা ছেড়ে দিলেও সিরাজের মনোভাব আমার জানা উচিত। আমি তার উপর কোন বিষয়েই জোর জবরদস্তি চালাতে চাই না। কেউ কেউ হয়ত মনে করতে পারে এটা আমার দুর্ব্বলতা। অবশ্য নাতিদের সঙ্গে ব্যবহারে বুড়োদের যে কোনরূপ দুর্ব্বলতা আসেনা একথা আমি বলছি না। কিন্তু সিরাজকে যে আমি এত স্বাধীনতা দিই তার একটা কারণ তাতে তার দায়িত্ব জ্ঞান আপনা আপনি জেগে উঠবে। মানুষকে জলে ফেলে না দিলে ত' সে সাঁতার শেখে না। তাতে হয়ত দু'একবার জল টল খায়, কিন্তু সেটা আসলে তার সাঁতার শেখবারই সাহায্য করে। লোকে মনে করে এটা হয়ত আমার অত্যধিক স্নেহান্ধতা প্রকৃতিগত দুর্ব্বলতা। কিন্তু বাস্তবিক তা নয়। বিবাহ ব্যাপারে তার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা উচিত। কিন্তু তাই

বলে এ বিষয়টা নিয়ে তাকে ছেলে খেলা করতে দিতেও রাজী নই। আমাকে সব বিষয় জেনে মত দিতে হবে।

আঃ বেগম। এ বিষয়টা জানবার ভার বোধ হয় আমার উপর দিলেও চলতে পারে। কিসে বর্গী আর দেশে না আসে, কিসে রাজ্যে শাসন-শৃঙ্খলা সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে এইগুলো তুমি দেখ যা পারবে। কিন্তু ছোঁড়া ছুঁড়ীদের মনের মধ্যে হিঁদুদের মদন-ঠাকুর কখন ফুলবাণ ছুঁড়লেন, আর তাতে কেই বা আহত হ'ল এসব জানবার ভার আর নাই বা নিলে? সকলে কি সব সময়ে সব ভার বইতে পারে? শুনেছি জন্তু বিশেষ সব ভার বইতে পারে, কিন্তু ভাতের কাঠির ভার বইতে পারে না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

অসীম সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের গুণে সিরাজ বড় বাটীর দুর্গ জয় করিয়া মাতামহের প্রসাদলাভার্থ তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। নবাব আলিবর্দ্দী তাহাকে স্নেহ-সম্ভাষণ জানাইয়া বলিলেন ঃ—

আলি। সিরাজ, যে রণ কৌশল, সাহস ও অকুতোভয়তা সহকারে তুমি বড় বাটীর দুর্গ জয় করেছ, তা বাস্তবিকই যে কোন সেনাপতির পক্ষে গৌরব ও আকাঙ্ক্ষার বিষয়, তোমাকে কার্য্য-কুশল দেখলে যে আমার কি পর্য্যন্ত আনন্দ হয় তা হয়ত তুমি জান না।

সিরাজ। দাদু সাহেব, আমার প্রতি আপনার স্নেহ, সে ত সর্ব্বজন বিদিত। তাই আমার সামান্য কিছু ভাল দেখলেই আপনি সেটাকে বড় ক'রে দেখতে চান।

আলি। ভাই, এটাকে স্নেহের স্বাভাবিক গুণই বল আর দুর্ব্বলতাই বল, যাই বল একটু হয়ত আছে। কিন্তু কেন এমন হয় জান? তুমি যে আমার বড় আদরের ধন দাদু। আমার আমিনা-মায়ের আনন্দ পুত্তলি তুই। তোর মধ্যে আমার লুপ্ত-যৌবন ফিরে পাই। তুই যে এ বৃদ্ধের একমাত্র অবলম্বন। তা ছাড়া এখন শরীর ক্রমশঃ জরাগ্রস্ত হ'য়ে পড়ছে, অথচ আত্মীয়, কুটুম্ব, পারিষদ এদের মধ্যে স্বার্থপরতা, লোভ ও বিশ্বাসঘাতকতা যেন ক্রমশই ফুটে

উঠছে দেখতে পাচ্ছি। এই সোনার বাংলার উপর লোলুপ-দৃষ্টি অনেকেরই আছে। বহিঃশত্রু, গুপ্তশত্রু দুইয়েরই বাড়াবাড়ি। এ সব সামলাতে ত' তোমাকেই হবে। তাই তোমার মধ্যে যখন কার্য্যকুশলতা বা রণনৈপুণ্য দেখি তখন হৃদয়টা বড়ই আনন্দিত হয়। একটা দুর্ব্বহ চিন্তার বোঝা যেন ক্ষণেকের তরেও মাথা থেকে নেমে যায়। এই স্বর্ণপ্রসূ বঙ্গভূমি, একে আমি বড় ভালবাসি। যখন এই মুর্শিদাবাদের মস্‌নদে প্রথম উপবেশন করি, সেই শুভক্ষণে মনে মনে প্রতিজ্ঞা ক'রেছিলাম, যে আমার বড় সাধের এই জন্মভূমিতে আদর্শ রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করব। এই আমার যৌবনের স্বপ্ন এবং পরিণত বয়সের সাধনা।

সিরাজ। দাদু সাহেব, আপনার জীবনব্যাপী সাধনার ফলে আজ বাংলা দেশের এই অবস্থা। ঐ পার্ব্বত্য দস্যু মারহাট্টার লোলুপ দৃষ্টিতে অন্যান্য প্রদেশ ত' উৎসন্ন যেতে বসেছে। কিন্তু সর্ব্ববিধ আত্মসুখ বিসর্জ্জন দিয়ে প্রজার মঙ্গলের জন্য যে আপনি জীবনপাত করছেন, ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হ'য়েও পর্ব্বতে জঙ্গলে নদী-সৈকতে ও প্রান্তরে কত বিনিদ্র-রজনী যাপন ক'রছেন, এত কষ্ট কি বৃথায় যাবে। সাধনায় আপনার সিদ্ধি হবেই হবে। ভাগীরথীর উভয় তীরে যে অগণিত পণ্যবাহী তরণী শ্রেণীবদ্ধ শুভ্র বলাকার ন্যায় তাদের পাল' তুলে ধীর মন্থর গতিতে চলেছে, তাতে আপনারই যশ ও কীর্ত্তি দিগ্‌দিগন্তে বিঘোষিত হচ্ছে।

আলি। সিরাজ, আমার এই বাংলাদেশ যে প্রকৃতি দেবীর রম্য-নিকেতন। তিনি তাঁর ঐশ্বর্য্য-ভাণ্ডার একেবারে উজাড় ক'রে

এই দেশ সাজিয়েছেন। পূর্ব্বদিকে চেয়ে দেখ,—স্বচ্ছ-সলিল ধারা অযুতধারে তার সর্ব্ববিধ কালিমা ধুয়ে এই দেশকে নিত্য উর্ব্বর ক'রে তুলছে। পশ্চিমে খনিজ সম্পদের অফুরন্ত ভাণ্ডার। দক্ষিণে লবণাম্বুরাশির অক্ষয় সম্পদ। উত্তরে উত্তুঙ্গ শৈলমালার নিভৃত কন্দরে অপ্রমেয় গুপ্ত রত্নরাজি। আর তার বুকের মধ্যে অমৃত করুণ কাব্যগাথা। এখানকার স্বর্ণরেণু আহরণের নিমিত্ত পৃথিবীর প্রান্তদেশ থেকে উদ্যমশীল মানবেরা ছুটে আসছে। এমন দেশ আর কোথায় পাবে? এ দেশের সাতকোটী লোক একই ভাষায় তাদের মনের ভাব ব্যক্ত করে। এখানকার জল বায়ু, এখানকার স্বাস্থ্য-সম্পদ অতুলনীয়। পণ্ডিতের অভাব নাই, অথচ তারা অল্পে সন্তুষ্ট। নিরহঙ্কারী, নিরভিমান দেশবাসী আমার প্রত্যেকে যেন সরলতার প্রতিচ্ছবি। শিল্পে এবং কলায় এমন উন্নত আর কোন দেশ আছে? মহাপরাক্রমশালী, অমিত-তেজা, সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন, মহাজাতি সংগঠনের সর্ব্ববিধ উপাদান এমন আর কোথায় পাবে? পরমপূজ্য বাপুদেব শাস্ত্রী মহাশয়ের অনুপ্রেরণায় আমার এই মহান ব্রত আরম্ভ হ'য়েছিল, এখন খোদা জানেন এ মহাব্রত উদ্‌যাপিত হ'তে কত দেরী। তিনি বলেন, পুরুষ সিংহ শিবাজী ও তাঁর গুরুদেব রামদাস স্বামী কত সামান্য উপাদান নিয়ে তাঁদের কার্য্য আরম্ভ ক'রেছিলেন। কিন্তু আমাদের উপাদান, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, সুযোগ ও সুবিধা অনেক বেশী। হয়ত আমার শ্রম ও সাধনা এ জীবনে সাফল্য মণ্ডিত হবে না। কিন্তু এই নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের শেষ স্ফুলিঙ্গ দিয়ে তোমার জীবনদীপ প্রজ্জ্বলিত ক'রে যেতে চাই। আর সেই

জন্যই তোমার শৌর্য্যে ও কর্ম্ম কুশলতায় আমি এত আনন্দ পাই।

সিরাজ। আপনি আশীর্ব্বাদ করুন আমি যেন আপনার এই মহান্ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত উপযুক্ত হ'তে পারি। কিন্তু, এ-ত একার কার্য্য নয়। সকলের সমবেত চেষ্টা না হ'লে কি কোন বড় কাজ জগতে কখন হ'য়েছে? গত বিহারের যুদ্ধে আপনার ভগিনীপতি মীরজাফর ও আপনার স্নেহভাজন আতাউল্লার ব্যবহার মনে হ'লে যে ভবিষ্যতে আশা করবার কিছু থাকে না।

আলি। এত অল্পে নিরাশ হোয়োনা সিরাজ। অনেকবার কাল মেঘ এসে সমস্ত আঁধার ক'রে দেবে; কিন্তু সেটা ক্ষণিকের, আর কি জান, স্বার্থত্যাগী, আত্মভোলা সন্ন্যাসীর দল সৃষ্টি ক'রে নিতে হবে। একদিকে যেমন আতাউল্লা ও মীরজাফরকে দেখছো, অন্যদিকে তেমনি নন্দকুমার ও জানকীরামকে দেখ।

সিরাজ। মীরজাফরকে যদিও সহ্য করতে পারি, কিন্তু আতাউল্লাকে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারি না। সেই ঘৃণিত নর-পিশাচের দূতটাকে সেই গভীর রাত্রে ভীষণ জঙ্গলের মধ্যে যদি ধরতে না পারতাম, তবে আমাদের অবস্থাটা কি হ'ত ভাবুন দেখি। আপনি বলবেন সৎকর্ম্মে খোদা সাহায্য করেন। হয়ত সেই জন্যই দূতটা ধরা প'ড়েছিল। কিন্তু ক্ষমারও একটা সীমা থাকা উচিত। যে নিমকহারাম এত বড় বিশ্বাসঘাতক হ'তে পারে, তাকে ক্ষমা করা আমার পক্ষে অসাধ্য।

(আলিবর্দ্দী বেগমের প্রবেশ)

আঃ বেগম। কাকে ক্ষমা করা সিরাজ ?

আলি। আতাউল্লার কথা হ'চ্ছিল।

আঃ বেগম। তুমি যে আতাউল্লার মেয়ের সঙ্গে সিরাজের বিবাহ সম্বন্ধ করছিলে, তাই বুঝি আতাউল্লার যত অপরাধ ? তা এটা সিরাজ কেমন ক'রে ক্ষমা করবে বল ? সিরাজ যে এখন লুৎফন্নেসার।

আলি। না বেগম সাহেবা, সে গোপনে মারহাট্টাদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করছিল এবং সিরাজ তার দূতকে মুঙ্গেরের জঙ্গলে ধরেছিল। সে বিশ্বাসঘাতকের অপরাধ বাস্তবিকই অমার্জ্জনীয়।

আঃ বেগম। আহা হা, বেচারা, বড় আশায় ছিল, যে সে সিরাজের শ্বশুর হ'য়ে বসবে। যখন দেখলে সেটা হবার নয়, তখন বুঝি মারহাট্টার সঙ্গে যোগ দিতে গিয়েছিল ?

সিরাজ। না দিদিমা, সে হ'লে তবুও তার পক্ষে একটা কথা বলবার থাকত, কিন্তু তা নয়। মুর্শিদাবাদ হ'তে যুদ্ধ যাত্রার পূর্ব্বে সেই পাপিষ্ঠ ও মীরজাফর উভয়েই কোরাণ স্পর্শ ক'রে প্রতিজ্ঞা করেছিল, যে আমার পিতৃহন্তা বিদ্রোহী আফগান সমসের খাঁ ও সর্দ্দার খাঁ ভ্রাতৃদ্বয়ের ছিন্নমুণ্ড এনে দাদুর চরণে উপঢৌকন দেবে। কিন্তু তার পরিবর্ত্তে আমাদের বিরুদ্ধে,—যখন আমরা সেই দুর্ব্বৃত্তদের দমনে নিযুক্ত, সেই সুযোগে আমাদেরই বিরুদ্ধে তাদের অধীনস্থ সৈন্যবাহিনী নিয়ে মারহাট্টার সঙ্গে যোগ দিতে গিয়েছিল। উচ্ছিষ্ট-ভোজী

ঘৃণিত কুক্কুর, তার নামোচ্চারণ করতেও আমার জিহ্বা সঙ্কুচিত হয়।

আঃ বেগম। দাদু তোমার ক্ষমার অবতার।

আলি। যাক, আর অপ্রিয় আলোচনায় দরকার নাই। বেগম সাহেবা যখন স্বয়ং এসে প'ড়েছেন, তখন মধুরেণ সমাপয়েৎ হোক। সিরাজ তোমারা দিদিমা কি আরজি পেশ ক'রেছেন জান? তোমার বিরুদ্ধে ভীষণ অভিযোগ! তুমি নাকি তাঁর আদরের লুৎফন্নেনাকে ছিনিয়ে নিচ্ছ। এরূপ পরাস্বপহরণ মুর্শিদাবাদের ধর্ম্মভীরু নবাব কিছুতেই মার্জ্জনা করতে পরেন না।

আঃ বেগম। আমি ত' সুধু অভিযোগ ক'রেই ক্ষান্ত হইনি, চোরের শাস্তি প্রার্থনাও ক'রেছি।

আলি। শাস্তির বিধান করব বই কি? অপরাধীর দণ্ড নিশ্চয় হবে, চোরকে তার বামাল শুদ্ধ মনসুরগঞ্জের হীরাঝিলে বন্দী হ'য়ে থাকতে হবে।

আঃ বেগম। এ দণ্ড সিরাজ নত মস্তকে গ্রহণ করবে। কি বল ভাই? কিন্তু সিরাজ, সত্যি বল দেখি, তুমি বিহারের যুদ্ধে জয়লাভ ক'রে বেশী খুসী হ'য়েছ, না লুৎফ লাভ ক'রে বেশী খুসী হ'লে?

সিরাজ। নিশ্চিত থেকে অনিশ্চিতের মাদকতা একটু বেশী হয় বই কি দিদিমা। লব্ধ থেকে অলব্ধ আনন্দ চিরদিনই বেশী মধুর।

আঃ বেগম। তোমার দাদু সাহেবের কাছে কিন্তু তা

নয়। যুদ্ধ জয়ের আনন্দের চেয়ে আর কোন আনন্দ ওঁর কাছে বেশী নয়।

আলি। সিরাজ যে আমার তার জবাব দিয়েই দিয়েছে। লুৎফ এখনও তার অলব্ধ, কিন্তু তুমি যে আমার লব্ধ।

আঃ বেগম। তাহ'লে আর বেশীদিন অলব্ধ থেকে কাজ নেই বাপু। তোমার ত' আবার কবে মারহাট্টা এসে হানা দেবে। তার আগেই এই শুভ কাজটা সেরে ফেলতে হবে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মহাসমারোহে বিবাহের পর নব-দম্পতি নবনির্ম্মিত হীরাঝিল প্রাসাদে সমাসীন। উভয়েই প্রেমের স্বপ্নে বিভোর।

সিরাজ। হিম-কুহেলির পর বসন্ত-রজনীর শুভ্র সুষমা কত মনোরম। স্মিত-জ্যোছনা ধরণীর বুকে এলায়িত অঙ্গে ঘুমিয়ে প'ড়েছে। নির্ব্বাক বিশ্ব অনিমেষ নয়নে চাঁদের পানে চেয়ে র'য়েছে। হে জাগ্রত প্রাণময়ী মানস প্রতিমা আমার, তুমি অনেক বাধা অতিক্রম ক'রে ঊর্দ্ধের ঐ সুধা নির্ঝরের মত উদিত হ'য়ে আমার হৃদয়াকাশ বিমল জ্যোতিতে উদ্ভাসিত ক'রেছ।

লুৎফ। কেন আমায় লজ্জা দিচ্ছ প্রিয়তম! জন্ম যার আবিলতাময় পঙ্কে, বৃদ্ধি যার লোক চক্ষুর অন্তরালে অন্ধকার জল-তলে, সে পঙ্কজিনী তখনই হয়, যখন তার চিরবাঞ্ছিত ঊর্দ্ধ হ'তে কৃপা কটাক্ষে তার দিকে চান। সেই চিরভাস্বর, চির পবিত্রের কনককিরণ স্পর্শে তবে না সৌন্দর্য্য ফুটে ওঠে। তার সমস্তই যে একান্তই সেই প্রেমময় দয়িতের দান প্রিয়তম।

সিরাজ। যদি তাই-ই হয়, তবুও ত দয়িত তার মুগ্ধনেত্রে সারাটি দিন ধ'রে তারই দিকে চেয়ে থাকে, আর তারই রূপ-মাধুরি পান ক'রে জীবনকে ধন্য করে। চল প্রিয়ে, ঐ বকুলতলে ঐ শ্বেত মর্ম্মর-বেদিকার পরে তোমার তনুলতা এলায়ে দাও। ঐ পাপিয়ার

গানের ঝঙ্কারে সুখের আতিশয্যে বৃন্তচ্যুত বকুল তোমার এ কমনীয়-মাধুরীর মাঝে মোহ-মরণ লাভ ক'রে তার পুষ্পজন্ম সার্থক করুক।

লুৎফ। না প্রিয়তম, এই জ্যোৎস্নাময়ী মাধবী-রজনীর শুভ্রতার মাঝে যখন সদ্যোদ্ভিন্ন বেলা-চম্পা-যূথিকারাজি প্রেমময়ের উদ্দেশে তাদের পূজার অর্ঘ্য সাজাচ্ছে, তখন আমিও কেন আমার আরাধ্য-দেবতাকে পুষ্পভূষণে মনের মত ক'রে সাজাই না? আর সঙ্গে সঙ্গে ভক্তিনম্র-হৃদয়ে একটীবার তাঁর রাজীব-চরণে প্রণত হ'য়ে ধন্য হই না?

সিরাজ। না প্রিয়ে, ঐ শোন—চন্দ্র-কিরিটী-ভূষণা লাস্যময়ী ঊর্ম্মিমালার নূপুর নিক্কণের তালে তালে প্রতিধ্বনি তুলে কলনাদিনী ভাগীরথী প্রেমের গান গেয়ে চ'লেছে, আর সেই প্রেম-সঙ্গীতে সুর মিলিয়ে পাপিয়া কেমন আকাশ মথিত ক'রে তুলেছে। তাদের সুরে সুর মিশিয়ে তুমিও কেন গাও না। অনেক দিন তোমার গান শুনিনি। তোমার গানের তরঙ্গে তরঙ্গে প্রাণ আমার অজানা দেশে ভেসে যায়। যখন ফিরে আসে আর কিছু মনে থাকে না—থাকে শুধু একটা অনাবিল আনন্দ!

লুৎফ। গান

চন্দ্রমা সুধা বরষে।
অম্বর হ'তে শতধারে নামি
ভাসাইছে আজি গিরি-নদী-ভূমি
শত-বিভঙ্গে নাচিছে ঊর্ম্মি
মুগ্ধ স্বপন রভসে।

পুষ্প রাগ মাখিয়া অঙ্গে
আকুল অনিল বিলাস-রঙ্গে
উঠে পড়ে কত নৃত্য ভঙ্গে
হৃদয় পূর্ণ হরষে।
পরিপূরিত সকল শূন্য
ধৌত কালিমা বিগত দৈন্য
সার্থক আজি জীবন ধন্য
পুণ্য প্রেমের পরশে।

নবম পরিচ্ছেদ

বিবাহের পর সিরাজের নিজস্ব ব্যয় সংকুলনার্থ নবাব আলিবর্দ্দী তাঁহাকে নবনির্ম্মিত প্রাসাদ হীরাঝিলের সন্নিকটস্থ মনসুরগঞ্জে নূতন বাজার প্রতিষ্ঠার সম্মতি দিয়াছেন। বহু অর্থব্যয় করিয়া নূতন বাজারও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইতে যথোচিত আয় হইতেছে না দেখিয়া সিরাজ মোহনলালকে আহ্বান করিয়াছেন। জিজ্ঞাসা করিলেন :—

সিরাজ। মোহনলাল, এই গঞ্জ আজ প্রায় ছয় মাস প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে, অথচ এখনও এ থেকে আশানুরূপ আয় হ'ল না কেন? এ গঞ্জের প্রতিষ্ঠার পর রহমানের উপর ভার দিয়েছিলাম। তাকে বিশেষ ক'রে ব'লে দিয়েছিলাম, যেন বিক্রেতাদের এখানে কোন অসুবিধা না হয়। ক্রেতাদের স্বার্থের উপরও যেন বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়। স্বাস্থ্যের দিক থেকে এখানকার পরিচ্ছন্নতার বিশেষ বন্দোবস্ত ক'রতে ব'লেছিলাম। আরও ব'লে দিয়েছিলাম বড় বড় মহাজনেরা যাতে এখানে তাদের গোলা খোলে। কেন না তা না হ'লে গঞ্জের স্থায়ী উন্নতির আশা করতে পারা যায় না। কিন্তু তার কার্য্যের ফল মোটেই সন্তোষজনক হ'ল না। তোমার সততা ও কার্য্যকুশলতার উপর আমার বিশেষ আস্থা আছে। তা তোমাকে পুনরায় বলা বোধ হয় নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু বুঝতে পারছি না,

আমার এই সাধের মনসুরগঞ্জ কখন আমার মনের মত হবে। সেদিন কাশিমবাজারে গিয়ে দেখি লোকে লোকারণ্য। শুনলাম রোজই সেই রকম হ'য়ে থাকে। এর কারণ কি মোহনলাল, আমায় বুঝিয়ে বলতে পার? এই প্রশ্নটাই সেদিন আমার মনে জেগেছিল, অথচ কোন সদুত্তর পাই নি।

মোহন। এর উত্তর যে প্রভু না জানেন তা আমার মনে হয় না; না জানলে এমন পরিষ্কার ভাবে এ প্রশ্ন করতে পারতেন না। আপনার যা সন্দেহ তা অমূলক নয়। বাদসাহের নিকট হ'তে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করবার ফরমাণ, আর তার সঙ্গে ইংরাজ-ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর অসাধু কর্ম্মচারীর অতিরিক্ত লোভ,—এই দুইএ মিলে যত অনিষ্টের কারণ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। বিনা শুল্কে সুধু যদি কোম্পানীর ব্যবসা চ'লত তবুও কতকটা রক্ষা ছিল। বাদসাহের ফরমাণ কেবলমাত্র ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর নিজের ব্যবসায়ের জন্য দেওয়া হ'য়েছিল। কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা যাচ্ছে কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ স্বনামে ও বেনামে ন্যায্য শুল্ক ফাঁকি দিয়ে সর্ব্ব-রকম ব্যবসা চালাচ্ছে। এর ফলে এই দাঁড়াচ্ছে যে এরা সুধু রাজ-কর ফাঁকি দিচ্ছে তাই নয়; এদের এই অসাধু উপায়ে অর্থোপার্জ্জনের জন্য দেশীয় বণিকগণও অন্যায় প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে পারচে না। যারা দেশের প্রজা, সাধু উপায়ে বাণিজ্য-ব্যাপারে লিপ্ত থেকে দু-পয়সা রোজগার করতে চায়, তাদের কষ্টার্জ্জিত মুখের গ্রাস এরা কেড়ে খায়। আপনি যে এ-কথা না জানেন বা না বোঝেন, আমার তো সে রকম বোধ হয় না। আমার মনে হয়

একবার শুনেছিলাম যে নবাব বাহাদুরের মেদিনীপুর যাওয়ার আগে তাঁর কাছে আপনি এ সম্বন্ধে নিজেই কি অনুযোগ ক'রেছিলেন।

সিরাজ। তুমি যা শুনেছ তার কতকটা ঠিক। তবে তখন আমি এতটা জানতাম না। ঐ ফিরিঙ্গি সওদাগরের কর্ম্মচারী-গুলোর অন্যায় লোভের ফলে, যে আমার বড় সাধের মনসুরগঞ্জের বাজার পর্য্যন্ত ভাল ক'রে জমতে পারবে না এটা আমি ভাবতেই পারি নি। দাদুসাহেব এবার মেদিনীপুর অঞ্চলে যাওয়ার আগে আমায় ব'লে গিয়েছিলেন, যে যখন এই গঞ্জ আমার যত্নে চেষ্টায় ও আগ্রহে প্রতিষ্ঠিত হ'চ্ছে, তখন এর থেকে যা আয় হবে তা সবই আমার প্রাপ্য। এই আয়ের এক কপর্দ্দকও নেজামত সরকারে জমা হবে না। এটা আমার 'ডেউঢ়ী মহাল' ব'লে গণ্য হবে। তাই যাতে এর আয় বাড়ে তার জন্যে আমি এত ব্যস্ত ও আগ্রহান্বিত। কিন্তু আশানুরূপ ফল পাচ্ছি না ব'লে গোপনে কারণ অনুসন্ধান আরম্ভ করি। এবং সেই জন্যই প্রচ্ছন্নভাবে আজিমগঞ্জ, জিয়াগঞ্জ, জাফরাগঞ্জ, চক ও কাশিমবাজার এই সব স্থানে যাই। গিয়ে এই মনসুরগঞ্জের শ্রীবৃদ্ধি কেন হয় না। কতকটা বুঝতে পারি। কিন্তু তুমি যখন এই কার্য্যের ভার নিয়ে আছ, তখন তোমার কিছু বলবার আছে কিনা জানতে ইচ্ছা হয়েছিল। আমার ধারণা ভুলও ত' হ'তে পারত। তাই তোমাকে জিজ্ঞাসা ক'রছিলাম। এখন দেখছি আমার খুব ভুল হয় নি।

মোহন। নবাব বাহাদুরকে যখন এ সম্বন্ধে কিছু ব'লেচেন, তখন তিনি ফিরে এসে এবার নিশ্চয় কিছু প্রতিবিধান করবেন।

সিরাজ। তার কোন আভাসই তাঁর নিকট থেকে পাই নি। বরং যদি কিছু বুঝতে পেরে থাকি, তবে সেটা এই যে তিনি এ সনন্দে হাত দেওয়া যুক্তিযুক্ত মনে করেন না। আমি তাঁকে ব'লেছিলাম, আজকাল যখন দিল্লীর নামমাত্র বাদসাহের সঙ্গে আমাদের আর পূর্ব্বের সম্বন্ধ বজায় নাই, তখন কেন আমরা এই অন্যায় ফরমাণ মেনে চলব। এই রাজধর্ম্ম বিগর্হিত ফরমাণের উপর তাঁর অহৈতুকী ভক্তি আমার ভাল লাগে না, সে কথা আমি স্পষ্টই তাঁকে জানিয়ে দিলাম। এই ফরমাণ মেনে চলার অর্থ আমরা অযথা একটা খুব বড় রকমের বাণিজ্য-শুল্ক হ'তে বঞ্চিত হচ্ছি। ইংরাজ-কোম্পানীর বাণিজ্য যে কত বহু-বিস্তৃত, তা ত' তুমি জান। আমাদের নিজের স্বার্থের দিক্ থেকে তাঁকে এই কথা বলি। তাছাড়া তাঁকে আরও জানিয়ে দিই, যে ন্যায় ও রাজধর্ম্মের দিক্ থেকেও এ ফরমাণ মেনে চলা উচিত নয়। কেননা যারা আমাদের দেশের ব্যবসায়ী, তাদের শুল্ক দিতে হবে, আর এদের দিতে হবে না; তার ফলে এই অন্যায় প্রতিযোগিতায় দেশীয় ব্যবসায়িগণ দাঁড়াতে পারবে না। অবশ্য অপর বিদেশীয় বণিক-গণেরও বিশেষ অসুবিধা হবে। কিন্তু তার জন্যে আমাদের বিশেষ কিছু আসে যায় না। আমরা যখন দেশের রাজা, তখন নিজের প্রজাদের উপর এ অবিচার রাজধর্ম্মে সইবে কেন? তাই বলেছিলাম হয় এই ফরমাণ অগ্রাহ্য ক'রে সকলের নিকট হ'তেই বাণিজ্য-শুল্ক

আদায় করা হোক, নয়তো কারও নিকট থেকেই নিয়ে কাজ নেই। তাতে দাদু বললেন মারাঠা সেনা স্থলপথে যে আগুন জ্বালিয়েচে তাই নিভাতে পারচি না, এ সময়ে ইংরাজের রণতরি যদি সমুদ্রে অগ্নিবৃষ্টি করে তবে সে আগুন কেমন করে নেভাব? আর একেবারে বাণিজ্য-শুল্ক উঠিয়ে দেবার প্রস্তাবে জানালেন যে সেটা অসম্ভব; কেন না যুদ্ধ-ব্যয় নির্ব্বাহে রাজকোষ শূন্য প্রায়। আমি কিন্তু তাঁর সঙ্গে কিছুতেই একমত হ'তে পারি নি। আমার মনে হয় এটা আমার জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ দাদু সাহেবের অতি সাবধানতা। আমার হাসি পায় মোহনলাল, তিনি যখন এই ইংরাজদের সম্বন্ধে সমীহ ক'রে কথা কন'। যাক্, যতদিন তিনি আছেন, তাঁর অমতে কিছু করছি না ঠিক; কিন্তু ঐ কোম্পানীর কর্ম্মচারীগুলোকে সমুচিত শিক্ষা দেব। এ অন্যায়ের পথ এখন থেকেই যতটা সম্ভব রোধ করব।

মোহন। রাজাই প্রজার মা বাপ। আপনি প্রজার দুঃখ না বুঝলে কে আর বুঝবে?

দশম পরিচ্ছেদ

হীরাঝিল প্রাসাদে লুৎফন্নেসার গান

ওগো চির সুন্দর, রূপ গুণ নির্ঝর
ওগো পূত-সুধা-ধারা-বাহী।
শুষ্ক এ চিত মম ধন্য হইতে চায়
পুণ্য ও নীরে অবগাহি।
অনুকারিছে তব জয়গীতি নব হে
কাননে কোকিলা বধূ গাহি।
মর্ম্মরি উঠে ঘন মৌন কুঞ্জবন
তোমারই সুষমা পানে চাহি।

(সিরাজের প্রবেশ)

সিরাজ। কি লুৎফ, কি গান হ'চ্ছিল ?

লুৎফ। ও কিছু না।

সিরাজ। কেন, আমি কি কিছুই শুনতে পাব না ?

লুৎফ। কি তোমায় বলি না ?

সিরাজ। তবে বল লক্ষ্মীটি, সেই আগেকার কথা,—যখন তোমার এই অপ্রমেয় প্রেম ঐ বুকের মধ্যে লুকিয়ে রাখতে হ'ত। ব্যথায় কোমল হৃদয়খানি টন্ টন ক'রে উঠত,

অথচ বাইরে সে ভাব প্রকাশ করতে পারতে না। দেখা হ'লে পাশ কাটিয়ে চ'লে যেতে ; পাছে আমার দীন লুব্ধ প্রাণ সে ভাবটা ধ'রতে পেরে কোনরূপে একটুখানিও প্রশ্রয় পায়। কি পাষাণ-ভার বুকে চাপিয়ে তোমার ঐ হৃদয়খানিকে পিষ্ট, চূর্ণ-বিচূর্ণ ক'রে ফেলছিলে।

লুৎফ। কে বল্লে ? মিথ্যা কথা। আমার কেন কষ্ট হ'তে যাবে ?

সিরাজ। এটুকু স্বীকার করতেও লজ্জায় সঙ্কুচিত হ'য়ে পড়ছ। তোমার এ লজ্জাটুকুও মিষ্টি, বড় মিষ্টি।

লুৎফ। আরে না, না, না। ওটা শিকারীদের স্বভাব। এই বঁড়শীতে লোকে মাছ ধরে দেখ নি ? বঁড়শীতে মাছটা যখন বেশ ভাল ক'রে গেঁথে যায়, এবং সেটা যখন মানুষ টের পায়, তখন তাকে খেলিয়ে তোলবার একটা স্বাভাবিক আমোদ তাকে পেয়ে বসে।

সিরাজ। আমি যে তোমায় ভাল করে জানি প্রিয়ে। এতটা নিষ্ঠুর হওয়া ত' দূরে থাক, তার চিন্তাও তোমাতে সম্ভবে না। সামান্য একটা হাঁসের কষ্টে যার প্রাণ কেঁদে ওঠে, সে কি কখনও মানুষের প্রাণ নিয়ে ও নিষ্ঠুর আমোদ করতে পারে ?

লুৎফ। বিশ্বাস হ'ল না ? তোমার বালসুলভ সরলতায় সন্তুষ্ট হওয়া গেল ? আচ্ছা এখন বলত, সেই মেদিনীপুরে বৃদ্ধ দাদুসাহেবকে একা ফেলে যে চ'লে এলে, বীরবর, তার কারণটা কি ? আমি ত' আর লোকের ঠাট্টার চোটে পেরে উঠি না।

সিরাজ। তার দুটো কারণ। প্রথম সেখানকার সীমাহীন সর্ব্বত্যাগী গৈরিক প্রান্তর, মধ্যাহ্নের তাপদগ্ধ উষ্ণ নিশ্বাসবাহী আকাশ, আর বাতাসের কেমন উদাস ভাব, এই সব মিলে আমার বুভুক্ষু হৃদয়ে হাহাকার জাগিয়ে তুলত। তখন ভিখারী মন আমার, শান্তির জন্য ছুটে আসত পুতসলিলা ভাগীরথীর শীকরসিক্ত প্রীতি স্নিগ্ধ এই কুসুমিত সৌধকক্ষে; যেখানকার কুসুমরাণী হ'চ্ছে এই মুখখানি। আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে,—

লুৎফ। নাঃ, তুমি একেবারে অচল হ'য়ে উঠলে দেখছি। আর আমি কেমন ক'রে বিরহ-যাপন ক'রেছি শুনবে? তবে শোন,—এই সকালবেলা ঘুম আর ভাঙ্গতে চাইত না, তবে স্নান করবার সময় বাঁদীদের উৎপীড়নে একবার উঠতে হ'ত। তার পরে ঐ পোলাও কোর্ম্মা কালিয়ে এগুলো এই বিরহের চোটে কেমনতর ভুলে ভুলে একটু বেশীই খাওয়া হ'য়ে যেত। তার পর সখীদের সঙ্গে একটু হাসি গল্প, আমোদপ্রমোদ, চাইকি একহাত বিন্তি খেলা! কখনও বা হ'ল একটু দিবানিদ্রা, আর তার পরেই বন্ধুদের অনুরোধে সামান্য কিছু জল-টল খাওয়া, তা ফলের ভাগই বেশী। মিষ্টির মধ্যে ছানার জিনিস গোটা-কতক, তাও আবার রসের জিনিস যেমন রসগোল্লা, চম্‌চম্‌, ক্ষীরমোহন! আর ভাজা জিনিস এই ধর না দুটো বা পানতুয়া, একটা বা ছানাবড়া, এর বেশী তো খেতামই না। তবে সন্দেশটা আমার চিরকালই প্রিয় কিনা, তাই ওটার উপর একটু পক্ষপাত হ'ত। তবে কেষ্টনগরের সরপুরিয়া বা সরভাজার কথা যদি বল, তা সেটা

ত' আর রোজই রুচতো না। বিকেলবেলা জলখাবারের সময় নোন্তা জিনিস খেতাম না ব'ল্লেই চলে। এই খান্ কতক লুচি, খাস্তা-কচুরি যদিও বা খেতাম—হিংয়ের কচুরি—নেহাৎ মুখ বদলাবার জন্যে ছাড়া বড় একটা খেতাম না। তুখানা একখানা নিমকি, আর গোটা কয়েক সিঙ্গাড়া, কিছু পাঁপর ভাজা! এই সামান্য জলযোগের পর একটু বায়ু সেবন, তার পর ঐ ফুলবনে সঙ্গীতালাপ বিরহ-যাপন হা হুতাশ এবং তার পরে বয়স্যাদের নিয়ে একটু রহস্যালাপ। অবশেষে বিরহের দীর্ঘ রজনীর মধ্যে পাছে আবার ক্ষুধার উদ্রেক হয়, এই ভয়ে কিছু রাবড়ী মাথার কাছে রেখে রাত্রির ভোজন শেষ করতে যাওয়া। বিরহের রজনী দীর্ঘ তা'ত জানই। তাই রাত্তির বেলাটা সখীদের নিয়ে একটু দীর্ঘকাল ধ'রেই খাওয়া চ'লতো। কিন্তু সে খাওয়া কী সাদাসিদে! তুমি দেখলে অবাক হ'য়ে যেতে। প্রায় সব জিনিসই মুরগীর। তুম্বার মাংসের স্রধু হাঁড়িকাবাব আর রোগন যুষ। ডিমের জিনিস বড় বেশী খেতাম না। এখন তোমার দ্বিতীয় কারণটা কি শুনি।

সিরাজ। আর আর থাক। সময়ান্তরে এ বিষয়ের আলোচনা তোমার সঙ্গে করব।

লুৎফ। কেন আজকার অপরাধটা কি? হঠাৎ গম্ভীর হ'য়ে প'ড়লে কেন?

সিরাজ। না, তেমন বেশী কিছু নয়। তবে দাতুসাহেবের শরীরটা ভাল নয়।

লুৎফ। দাতুসাহেবের শরীর ভাল নয়, কই এর আগে ত'

একথা তুমি বলনি? কেন, কি অসুখ হ'য়েছে? এ সময় তা হ'লে কেন তুমি ওঁকে একা ফেলে চ'লে এলে? তোমায় যে তিনি বড় ভালবাসেন। এ কয় দিনের মধ্যে এ কথা তুমি একদিনও বল নি কেন? তা হ'লে চল আমরা দুজনেই কাল রওনা হই।

সিরাজ। না, তেমন কিছু নয়। উপস্থিত কোন অসুখ নাই। তবে তাঁর বয়স ত' ক্রমশঃ হ'য়ে আসছে। এ বয়সে এত মানসিক দুশ্চিন্তা, শারীরিক পরিশ্রম সইবে কেন? শরীর ত' ভেঙ্গে পড়তে পারে?

লুৎফ। তা তুমি কি করতে চাও? সে দুর্দ্দিনের জন্য কি ব্যবস্থা ক'রবে মনে ক'রেছ?

সিরাজ। এখনও কিছু স্থির ক'রে উঠতে পারি নি। কিন্তু এটা বুঝতে পেরেছি, যে এখন থেকেই আমাকে সেই দুর্দ্দিনের জন্য প্রস্তুত হ'তে হবে। নইলে আমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে আলোচনা ক'রে একটা পরামর্শ স্থির করতে হবে। এইটেই আমার তাড়াতাড়ি এখানে ফিরে আসবার দ্বিতীয় কারণ। ক্রমশঃ ব্যাপার এমন হ'য়ে দাঁড়িয়েচে দেখতে পাচ্ছি, যে আমি আর ভরসা ক'রে নিজের মনের সব কথা অপরের নিকট ব্যক্ত করতে পারছি না। তাই তোমার সঙ্গে যুক্তি ক'রে ঠিক করতে চাই, আমার এখন কি করা উচিত।

লুৎফ। ভবিষ্যতে অমঙ্গলের সূচনা কিসে দেখলে?

সিরাজ। নোয়াজেম ও আহম্মদ এঁদের দুজনেরই ব্যবহার

আজকাল ক্রমশই সন্দেহজনক হ'য়ে পড়ছে। এঁরা যেন কেবলই নিজেদের বলবৃদ্ধির চেষ্টা করছেন। এঁদের উভয়েরই লোলুপ দৃষ্টি এই মুর্শিদাবাদের মসনদের উপর। শুধু অবসরের প্রতীক্ষা করছেন। খোদা না করুন, কিন্তু এই অসময়ে দাতুসাহেবের যদি ভাল মন্দ কিছু হয়, তাহ'লে আমাকে বড়ই বিপন্ন হ'তে হবে। পুর্ণিয়া প্রদেশের বিশাল রাজ্য আহাম্মদের করতলগত। এখন আর সে যথারীতি মালগুজারি এখানে পাঠায় না। কেবল লোকচক্ষুর অন্তরালে নিজের ধনবল ও জনবল বৃদ্ধির জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করছে। আর নোয়াজেম, সে ত মুর্শিদাবাদে এসে হানা দিয়েছে। কুটবুদ্ধি রাজবল্লভ ঢাকা প্রদেশের বিশাল জনপদ শোষণ করে এসে এখানে ব'সে আমার বিরুদ্ধে একটা ভীষণ ষড়যন্ত্র পাকিয়ে তুলছে। এখানকার জনসাধারণকে নিজের দলে টেনে নেবার জন্য তুহাতে সেই ধনভাণ্ডার উন্মুক্ত ক'রে দিয়েছে। সাধারণকে জানাতে চায় নোয়াজেমের মত উদার, ন্যায়পরায়ণ, পরহিতব্রত ব্যক্তি আর দ্বিতীয় নাই। আবার সেই সঙ্গে সঙ্গে দূর দেশ-দেশান্তরে আমার নামে নানাবিধ অলীক অপযশের কথাও রটনা করছে। এই সব মিথ্যা অপবাদ রটনার জন্য সে বেতনভোগী লোক নিযুক্ত ক'রেছে।

লুৎফ। তোমার নামে মিথ্যা কলঙ্ক রটালে লোকে বিশ্বাস করবে কেন? আর যা মিথ্যা তার জন্য চিন্তিত হবার প্রয়োজন আছে ব'লে মনে করি না। তবে যদি শক্তি-পরীক্ষার দিন সত্য সত্যই আসে তার জন্য অবশ্য প্রস্তুত হ'তে হবে বই কি। আহম্মদ-

সাহেবের যেমন ধনধান্যশালী উর্ব্বর পূর্ণিয়া প্রদেশ আছে, নোয়াজেম সাহেবের যেমন বাণিজ্য বহুল নদীমাতৃকা ঢাকা প্রদেশ আছে, তোমারও তেমনি সর্ব্বৈশ্বর্য্যমণ্ডিত বেহার প্রদেশ আছে।

সিরাজ। তা আছে সত্য, কিন্তু সেটা নামে। আমি ত' কপর্দ্দকশূন্য তন্‌খা-ভোগী মাত্র। এখন আমার বলতে কি আছে? কিছুই নাই। তাই ভাবছি এখন থেকে পাটনা গিয়ে সেখানকার শাসনভার নিজ হস্তে গ্রহণ করব। পাঠান সর্দ্দারের বিশ্বাস-ঘাতকতায় সেখানকার রাজকোষ শূন্য। অবশ্য দাদুসাহেব বলেন প্রভুভক্ত জানকীরামের সুশাসনে সেখানে এখন শান্তি-প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাই মনে করছি এখন থেকে সমস্ত নিজের হাতে রাখব।

লুৎফ। এ সম্বন্ধে দাদুসাহেবকে কিছু ব'লেছিলে? তাঁর মত না নিয়ে সেখানে যাওয়া কি ভাল হবে?

সিরাজ। তা তাঁকে এখনও কিছু বলি নি। সেখানকার অবস্থাটা একবার নিজে দেখে এসে, তার পরে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে কর্ত্তব্য অবধারণ করা যাবে। এখন একবার বেড়াতে গেলে কি রকম হয়? তুমি সঙ্গে যাবে?

লুৎফ। সে ত খুব ভাল কথা। তোমার সঙ্গে বেড়াতে যাব মনে হ'লেও খুব আনন্দ হয়। কত দেশ দেখা যাবে। কিন্তু একবার দাদুসাহেবের মতটা নিয়ে যেতে পারলেই ভাল হ'ত।

সিরাজ। আমাদের ফিরে আসতে বড়জোর দু' সপ্তাহ লাগবে। বেশী লোকজন সঙ্গে নিয়ে যাব না। শুধু নেসার খাঁ আর জনকয়েক পার্শ্বরক্ষী নিয়ে যাব।

লুৎফ। কবে যাবে মনে করছ ?

সিরাজ। দুএকদিন মধ্যেই রওনা হওয়া যাবে। নেসার খাঁর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে সেটা ঠিক করছি।

একাদশ পরিচ্ছেদ

হীরাঝিল প্রাসাদে মেহেদী নেসার খাঁ ও তাঁহার অধীনস্থ জনৈক সেনানী মহম্মদ খাঁ

নেশার। মহম্মদ খাঁ, তুমি বলছিলে হোসেন কুলি খাঁ আজ তোমায় মতিঝিলে ডেকে পাঠিয়েছিল। কি কি কথা হ'ল সব আনুপূর্ব্বিক ব'লে যাবে। একটী কথাও যেন বাদ না যায়।

মহম্মদ। আমি সেখানে গেলে হোসেন কুলি খাঁ সাহেব ও রাজা রাজবল্লভ, উভয়েই আমার প্রতি বিশেষ সদয় ব্যবহার ক'রলেন। এবং হুজুর আলি নবাব বাহাদুরের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে জিজ্ঞাসা ক'রতে লাগলেন। কিন্তু আমার মনে হয় শাজাদা কেন হঠাৎ মেদিনীপুর থেকে চ'লে এলেন, সেইটে জানবার জন্যই ওঁরা বড় উৎসুক হ'য়ে প'ড়েছেন। আমাকে বেশ ক'রে বুঝিয়ে বল্লেন, যে যদি আমরা তাঁদের অধীনে চাকরি স্বীকার করি, তাহ'লে আমাদের উন্নতির পথ সুগম হবে। তা ছাড়া আমাকে পারিতোষিক স্বরূপ পঞ্চাশ থান আসরফি ও একজোড়া কাশ্মিরী শাল দিয়েছেন।

(সিরাজের প্রবেশ)

মেহেদী। আচ্ছা তুমি এখন যেতে পার।

[মহম্মদ খাঁর প্রস্থান।

সিরাজ। খাঁ সাহেব আপনার কথা আমি ভেবে দেখেছি এবং অবিলম্বে পাটনা যাব স্থির ক'রেছি। তবে আমি এখান থেকে গোপনে যেতে চাই। সৈন্য সামন্তও বেশী সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই না। সামান্য কয়েকজন বিশ্বাসী দেহরক্ষী সঙ্গে থাকলেই চ'লতে পারে।

মেহেদী। হুজুর যে গোপনে যাবেন স্থির করেছেন এটা খুবই ভাল কথা, এ বিষয়ে হুজুরের সঙ্গে আমার এক মত। কিন্তু মাত্র কয়েকজন শরীররক্ষী নিয়ে যাবেন, আর কোন সৈন্য বা যুদ্ধোপকরণ সঙ্গে থাকবে না, এটা আমার বিবেচনায় সমিচীন ব'লে বোধ হয় না।

সিরাজ। তার অর্থ ?

মেহেদী। তার অর্থ অতি সোজা। যদি পথে কোন বিপদ হয় ? আপনার ত' শত্রুর অভাব নাই। এই ধরুন, নোয়াজেস্ সাহেবের নায়েব-দেওয়ান যদি ঘূণাক্ষরে হুজুরের গূঢ় অভিসন্ধি টের পায়, তাহ'লে আর পাটনা পর্য্যন্ত পৌছুতে পারবেন কিনা সন্দেহ। এইমাত্র আমি মহম্মদ খাঁর নিকট শুনলাম, যে তারা আপনার হঠাৎ মুর্শিদাবাদ প্রত্যাবর্ত্তনে বড়ই সন্দিহান হ'য়ে প'ড়েছে, এবং আপনার গতিবিধি অতি সাবধানতার সহিত পর্য্যবেক্ষণ করছে।

সিরাজ। তার জন্যে আমি মোটেই চিন্তিত নই।

মেহেদী। কিন্তু এমনও ত' হ'তে পারে যে আপনি পাটনায় উপস্থিত হ'লেন, অথচ রাজা জানকীরাম,—যিনি এখন আপনার

প্রতিনিধি রূপে বিহারপ্রদেশের শাসনদণ্ড পরিচালন ক'রছেন, যিনি এখন প্রকৃতপক্ষে সেখানকার রাজা,—তিনি স্বেচ্ছায় আপনার পিতৃ-সিংহাসন প্রত্যর্পণ করলেন না! তখন ত' যুদ্ধ ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না?

সিরাজ। এটা ঠিক, তখন আমার পিতৃ-সিংহাসন নিজের বাহুবলে অধিকার করতে হবে। কিন্তু এ যে কল্পনারও অতীত। তিনি ত' আমার প্রতিনিধি মাত্র। আমি সেখানে স্বয়ং উপস্থিত হ'লে প্রতিনিধির ত' কোন প্রয়োজনই থাকতে পারে না। তিনি কোন্ সাহসে আমাকে বাধা দেবেন?

মেহেদী। তিনি কোন্ সাহসে আপনাকে বাধা দেবেন তা আমি বলতে পারি না! কিন্তু যদি সত্যি সত্যি এমন অঘটনই ঘটে, তার জন্যে ত আমাদের প্রস্তুত হ'য়ে যাওয়া উচিত।

সিরাজ। দেখুন খাঁ সাহেব, আপনারা যুদ্ধ-ব্যবসায়ী। যুদ্ধেই আপনাদের আমোদ। বোধ হয় স্বপ্নেও যুদ্ধ ক'রে থাকেন। কিন্তু সব সময় রজ্জুতে সর্পভ্রম করলে চ'লবে কেন?

মেহেদী। আমায় মাফ করবেন হুজুর। আমি কায়মনোবাক্যে আপনার শুভানুধ্যায়ী। তাই কোন বিষয়ে যদি আমার মনে সন্দেহ হয়, সেই সন্দেহ নিরসনের জন্য আমি অকপটে সব কথা আপনার নিকট ব্যক্ত করি। যখনই আমার মনে আহম্মদ সাহেব ও নোয়াজেস্ সাহেবের ব্যবহারে সন্দেহের ছায়াপাত হ'য়েছিল, আমি সে কথা তৎক্ষণাৎ হুজুরের নিকট প্রকাশ ক'রেছিলাম। এখন

আপনি নিজেই বুঝতে পেরেছেন, সে সন্দেহের মূলে কোন সত্য ছিল কিনা।

সিরাজ। খাঁ সাহেব, আপনি আমার মঙ্গলের নিমিত্ত যে বাস্তবিকই কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করেন, সে কথা আমার অপরিজ্ঞাত নয়। সময় ও সুযোগ পেলে আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশে কার্পণ্য করব না। আশা করি এ বিশ্বাস আপনার আছে। আপনি যে আহম্মদ ও নোয়াজেস্ সাহেবের চক্রান্তের বিষয় আমায় ব'লেছিলেন, আমি বিশেষ অনুসন্ধান ক'রে জেনেছি সে কথা অতি নির্ম্মমভাবে সত্য। রাজবল্লভকে আমি বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান ও শক্তিশালী ব্যক্তি ব'লে জানতাম। সে নোয়াজেসের প্রভুভক্ত, অনুগত এবং বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ব'লে আমার ধারণা ছিল। সে তার প্রভুর মঙ্গলের নিমিত্ত যে আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র করবে সেটাও বুঝতে পারি। কিন্তু সে যে এত নীচ ও জঘন্য রুচির লোক তা শুনেও প্রথমটা বিশ্বাস করতে পারি নি। সে রাজধানীর সাধারণ লোকদের নিকট দেখাতে চায়, যে নোয়াজেস্ অতি সদাশয়, বিনয়ী, উচ্চনীচে সমজ্ঞানী, কর্ত্তব্যপরায়ণ, এবং পরদুঃখ-কাতর। এই জন্য সে মুক্তহস্তে ধন বিতরণ করছে। এটা বেশ ভাল কথা। একটা কিছু গূঢ় উদ্দেশ্য নিয়েও লোকে যদি ভাল কাজ করে তাও ভাল। জগৎ শেঠ ইত্যাদিকে স্বার্থের লোভ দেখিয়ে নিজের দলে টানবার চেষ্টায় আছে। তাদের বুঝিয়েছে যে নোয়াজেস্ অতি সরল প্রকৃতির লোক কার্য্যতঃ সমস্ত ক্ষমতা সাধারণের হাতেই থাকবে এবং তারা এই সোনার বাংলাকে চ'ষে ফেলে

নিজেদের উদর পূর্ত্তি করতে পারবে। এতেও আমি তার দোষ দিই না। এতে তার প্রভু ভক্তি প্রকাশ পায়। কিন্তু সে দূর দেশ-দেশান্তরে লোক রেখেছে শুধু আমার নামে কুৎসিত, কদর্য্য, অলীক নিন্দা প্রচার করবার জন্যে। তারা প্রজাসাধারণের মধ্যে আমার চরিত্র অতি ভয়াবহ হিংস্র-পশুর মূর্ত্তিতে চিত্রিত করছে। যে পরের জন্য এতটা মিথ্যা ও নীচতার আশ্রয় নিতে পারে, সে যে নিজের প্রয়োজন হ'লে নির্ব্বোধ নোয়াজেসের গলায় ছুরী দেবে না, তাই বা কে বলতে পারে?

মেহেদী। হুজুর হয়ত মনে মনে বিরক্ত হবেন। কিন্তু হুজুরের ও জনাব-আলি নবাব বাহাদুরের যে অতিরিক্ত হিন্দুপ্রীতি, সেটা আমাদের অনেকেরই ভাল লাগে না।

সিরাজ। আমাদের মধ্যে কারো কারো নেক নজরটা হিন্দুদের উপর কিছু বেশী দেখতে পাই। গত তিন বৎসর ধরে দাদুসাহেবের সঙ্গে রাজকার্য্যে ব্যাপৃত থেকে আমার অভিজ্ঞতাটা কিন্তু অন্যরূপ হ'য়েছে। এই ধরুন দাদুসাহেবের পরমাত্মীয় মীরজাফর আলি খাঁ সাহেব প্রথমে উড়িষ্যা প্রদেশে এক দফা বিশ্বাসঘাতকতা করলেন। এখানে ফিরে এসে উদার দাদুসাহেব তাঁকে মার্জ্জনা করলেন। বিহার যুদ্ধে যাবার পূর্ব্বে তিনি কোরাণ-শরীফ স্পর্শ ক'রে শপথ করলেন, কিন্তু মুঙ্গেরে পৌঁছুতে না পৌঁছুতে সে শপথ ভুলে গেলেন। আতাউল্লার বিশ্বাস-ঘাতকতা বোধ হয় ক্ষমার অবতার এক দাদুসাহেব ভিন্ন কেউ মার্জ্জনা করতে পারে না। মুস্তাফা খাঁ, যে অমন সাহসী বীরপুরুষ,

দাতু সাহেব যাকে সন্তানের অধিক স্নেহ করতেন, তার বিশ্বাস-ঘাতকতার কথা মনে করলে কোন মুসলমানের উচ্চশির না লজ্জায় অবনত হ'য়ে পড়ে? পাঠান সর্দ্দার সমসের খাঁর কাপুরুষোচিত ক্রূর এবং নির্দ্দয় নির্ম্মম বিশ্বাসঘাতকতার কথা মনে হ'লে রোষে ক্ষোভে এখনও আমি ক্ষিপ্তপ্রায় হ'য়ে পড়ি। আর বেশী ব'লতে গেলে নিজেরই গায়ে এসে কথাগুলো বিঁধবে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত একজন হিন্দুরও বিশ্বাসঘাতকতা কার্য্যক্ষেত্রে আমি দেখতে পাইনি।

মেহেদী। হয়ত দেখতে পাননি। কিন্তু তাতে এটা সপ্রমাণ হয় না যে ভবিষ্যতে পাবেন না। আমার গোস্তাকি মাফ করবেন। হুজুর-আলির একটা ব্যবস্থা আমি কিছুতেই ভাল চোখে দেখতে পারি না। আপাত দৃষ্টিতে কোন দোষ না থাকলেও তাঁর দূর-দর্শিতার প্রশংসা করা চলে না। এই বাংলা দেশের জমিদারেরা ত' প্রায় সকলেই হিন্দু, অথচ তারাই এখন প্রকৃতপক্ষে দেশের মালিক। ভূতপূর্ব্ব নবাব সরফরাজ খাঁর সময় বা তৎপূর্ব্বে জমিদারদের এত প্রভুত্ব ও ক্ষমতা ছিলনা। দেশের আভ্যন্তরীণ শাসনভার ত' তাদের হাতেই র'য়েছে। এখন তারা এতটা ক্ষমতাপন্ন হ'য়ে প'ড়েছে, যে এই মুর্শিদাবাদের মসনদে যাকে খুসী বসাতে পারে। তারাই এখন প্রকৃত পক্ষে সর্ব্বময় কর্ত্তা, দেশের ভাগ্যবিধাতা।

সিরাজ। জমিদারদের দাতুসাহেব যে কেন এত স্বাধীনতা দিয়েছেন, তার কারণ বোধ হয় আপনি সম্যক অবগত নন।

তাই তাদের উপর আপনার এই বক্র-ইঙ্গিত, এবং দাদুসাহেবের দূরদৃষ্টিতে আপনি সন্দিহান ! আপনি একা ব'লে নন, আমাদের আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে অনেকে মনে করেন যে আমার দাদুসাহেব হিন্দুদের বড়ই পক্ষপাতী। শ্রদ্ধাস্পদ বাসুদেব শাস্ত্রীর সঙ্গে সম্বন্ধই সে সন্দেহের প্রধান কারণ। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাঁদের এ সন্দেহ একেবারে ভিত্তিহীন। এই রকম কথা শুনে শুনে আমারও মনে একটু খট্‌কা বেধেছিল। একদিন আমি সত্য সত্যই তাঁকে ব'লেছিলাম, যে দেশের আভ্যন্তরীণ শাসন সম্বন্ধে জমিদারদের অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া উচিত নয়। প্রজা সাধারণের নিকট তারাই দেশের মালিক। তাদের ক্ষমতা ও প্রতাপ এত বেড়ে উঠেছে যে তাদের সমবেত চেষ্টা যেদিন যাকে খুসী এই মুর্শিদাবাদের মসনদে বসাতে পারে। তার উত্তরে তিনি যা বল্লেন,—তাতে বুঝতে পেরেছি যে তাঁর দূরদৃষ্টি কত গভীর, তাঁর হৃদয় কত উদার, আর তাঁর এই জন্মভূমি বাংলা দেশকে তিনি কত ভালবাসেন। তিনি কি বল্লেন জানেন খাঁ সাহেব ? তিনি বল্লেন যে সম্রাট আকবর শা'র হিন্দুপ্রীতি মোগলের সিংহাসন হিন্দুস্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রেছিল। কিন্তু সম্রাট আউরাংজেব সেই উদার নীতি পরিত্যাগ ক'রে যখন সংকীর্ণতার আশ্রয় গ্রহণ করলেন, তখনই মোগলের গৌরব-সূর্য্য অস্তমিত হ'ল। আমাদের কর্ত্তব্য হবে বহিঃশত্রু থেকে দেশকে রক্ষা করা, এবং দেশে অবিচ্ছিন্ন শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত রাখা। আর তার জন্য যতটুকু প্রয়োজন হবে, শুধু ততটুকু কর মাত্র প্রজাদের নিকট হ'তে গ্রহণ করা। দেশের

জমিদার বা ভূম্যধিকারিগণ—যাঁরা প্রজা সাধারণের সঙ্গে এক সঙ্গে বাস করেন, তাঁরাই দেশের আভ্যন্তরীণ শাসন কার্য্যের ভার গ্রহণে অধিকারী। কেননা তাঁদের সুখ দুঃখ প্রজা সাধারণের সুখ দুঃখের সঙ্গে সমসূত্রে গ্রথিত। তাঁদের শাসনের মধ্যে একটা প্রাণের দরদ থাকবে। প্রজা সাধারণের উপর একটা সহজ সহানুভূতি থাকবে। স্থানীয় উন্নতিকল্পে সর্ব্ববিধ প্রচেষ্টা থাকবে। ফলে দেশ শিল্প-বাণিজ্যে সমৃদ্ধ হ'য়ে উঠবে, স্থানীয় গুণিগণ সমাদর প্রাপ্ত হবে, দেশের সর্ব্ববিধ কল্যাণ সাধিত হবে। তাত চোখেই দেখা যাচ্ছে। বর্গীর হাঙ্গামায় এখন অন্যান্য সমস্ত প্রদেশগুলি শ্মশানে পরিণত হ'য়েছে। কিন্তু আমাদের এই সোনার বাংলার দিকে চেয়ে দেখুন, কোথাও মারীভয় বা দুর্ভিক্ষ দেখতে পাবেন না। বরং দেখতে পাবেন পূর্ব্ববঙ্গে ঢাকা অঞ্চলে কার্পাস-শিল্প, দক্ষিণবঙ্গে মেদিনীপুর অঞ্চলে লবণ-গোলা, পশ্চিমবঙ্গে সিংভূম অঞ্চলে লৌহশিল্প, মধ্যবঙ্গে বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে রেশম ও অন্যান্য কুটীর শিল্প, এবং উত্তরবঙ্গে পূর্ণিয়া অঞ্চলে কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্পের একত্র সমাবেশ। তবে আপনি যে বললেন আমাদের স্থায়িত্ব নির্ভর করে সমবেত জমিদার-মণ্ডলীর শুভেচ্ছার উপর সেটা সত্য, এবং দাদুসাহেব তাই চান। কেননা তাঁর উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে যদি কেউ উচ্ছৃঙ্খল-স্বভাব বা পাপাচারী হয়, তবে তাদের মসনদ হ'তে অপসারিত করবে এই জমিদার সম্প্রদায়। তিনি বলেন যে একটা ভয়ের কারণ যদি না বিদ্যমান থাকে, তবে ক্ষমতা-মদগর্ব্বিদের অবিমৃষ্যকারী হওয়ার সম্ভবনাও সেই সঙ্গে খুব বেশী থাকে।

মেহেদী। হুজুর, গোলামের প্রগল্‌ভতা মার্জ্জনা করবেন। একজন যদি ক্ষমতার অপব্যবহার করতে পারে, তবে সকলে মিলে কি তা পারেনা ?

সিরাজ। দাদুসাহেবের বিশ্বাস, ক্ষমতা যখন তাদের হাতে দেওয়া হ'য়েছে, তখন ঐ ক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গেই দায়িত্ব-জ্ঞানও আপনা আপনি আসবে।

মেহেদী। এইটাই কি স্বতঃ সিদ্ধ ? তা যদি হ'ত তবে ত' ক্ষমতার অপব্যবহার কোন কালেই হ'ত না ?

সিরাজ। প্রথম প্রথম ক্ষমতার অপব্যবহার হ'তে পারে বটে, কিন্তু কিছুকাল ধরে ক্ষমতার ব্যবহার ক'রলে তার মাদকতা কেটে যায়। জিনিসটা স্বাভাবিক হ'য়ে প'ড়লে তার অপব্যবহারও বড় একটা হয় না। তাছাড়া, যাদের উপর এই ক্ষমতা অর্পিত হ'য়েছে তারা ত' সকলেই এই দেশের লোক। তাদের মধ্যে দেশাত্ম-বোধের উন্মেষ হওয়া মাত্র এই ক্ষমতার উপরও মমত্ব-বুদ্ধি জন্মাবে। সুতরাং তার অপব্যবহারের ভয়ও কেটে যাবে।

মেহেদী। কিন্তু যতদিন সেটা না হয় ততদিনই ভয়! হিন্দুরা এই পাঁচশ-বছর গোলামী ক'রে আসছে। এতটা বোধ হয় সইবে না। গুরুভোজন হ'য়ে না দাঁড়ায়!

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

সিরাজ পাটনায় আসিয়া যথা-সময়ে নিজ আগমনবার্ত্তা রাজা জানকীরামকে দেন। কিন্তু রাজা দুর্গদ্বার উন্মোচন করিয়া না দেওয়ায় সিরাজের মুষ্টিমেয় সৈন্যগণ দুর্গ আক্রমণ করে। রাজার সৈন্যগণ তাহাদিগকে পরাভূত ও বিধ্বস্ত করে। তাহাতে নাগরিকগণের মধ্যে ভীষণ চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় এবং তাহাদের অনেকেই নগর পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে।

১ম নাঃ। কি হে শান্তলাল, এত সকাল সকাল এমন হন্‌হন্ ক'রে কোথায় চ'লেছ? ব্যাপারখানা কি বল দেখি।

২য় নাঃ। এখন সময় থাকতে ধনপ্রাণ নিয়ে এখান থেকে পালাতে চাই। এখনও স্বর্গ-নরক আছে। এখনও কলি ওল্টাতে দেরী আছে। এখনও চন্দ্র সূর্য্য উঠছে। এখনও রাত দিন হয়। এত কি ধর্ম্মে সয়? রাজার পাপেই প্রজা নষ্ট। এই দু'দিনের মধ্যেই দেখবে রাজা প্রজা সব রসাতলে যাবে। কিছু থাকবে না, কিছু থাকবে না।

১ম নাঃ। কেন বল দেখি ভাই শান্তলাল?

২য় নাঃ। আর কেন? কাল'কার মধ্যে মাগ ছেলে নিয়ে সব পাটনা ছেড়ে পালা। নইলে দেখবি দুদিনের মধ্যেই

মুখসুদাবাদের নবাবী ফৌজ এসে এই পাটনা সহরটাকে মাঝ গঙ্গার জলে ডোবাবে আর তুলবে, ডোবাবে আর তুলবে !

১ম নাঃ। আমারও ভাই মনে মনে সেই ভয়ই হ'চ্ছে।

২য় নাঃ। ভয় হবে না ? "যার ধন তার ধন নয়, নেপোয় মারে দই !" একি কখনও ধম্মে সয় ? রাজা সাহেবকে এবার কোমর পর্য্যন্ত মাটীতে পুতে, ডালকুত্তা দিয়ে খাওয়াবে তবে ছাড়বে।

১ম নাঃ। ওরে চুপ, চুপ, কে আবার শুনতে পাবে ? তখন তোরও গর্দ্দানা যাবে, আমারও গর্দ্দানা যাবে।

২য় নাঃ। তোর গর্দ্দানা যেতে পারে, কিন্তু আমার গর্দ্দানা যাবে কেন ?

১ম নাঃ। কেন ? এই ত' রাজা সাহেব সম্বন্ধে অমন সব কথা বললি ?

২য় নাঃ। কিন্তু জানিস, আমার চাচা কেল্লাদারের সহিস্। কার এমন মাথার উপর মাথা যে আমার কথার উপর কথা বলতে পারে ? চাচা থাকতে আমার সাত খুন মাফ।

১ম নাঃ। তা যেন হ'ল। এখন তা হ'লে আমাদেরও ছেলে-পিলেগুলো নিয়ে এখান থেকে পালাতে হয়। যদি সত্যি সত্যি সহরটাকে গঙ্গার জলে ডুবিয়ে দেয়, চাই কি সব ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়।

২য় নাঃ। তা আবার দেয় কিরে, নিশ্চয় দেবে। আমি কার ভাইপো জানিস তো ? আমার কথার কি নড়চড় হবার যো আছে ? এ যে একেবারে নির্য্যস সত্যি।

১ম নাঃ। আচ্ছা ভাই শান্তলাল, তোর চাচা তাহ'লে তোদের সকলকে এখান থেকে পালিয়ে যেতে বলেছে? সব জিনিস পত্তর নিয়ে?

২য়। আমি ত' সেই জন্যই হরিয়া মাঝির কাছে চ'লেছি। আমাদের তিনখানা নৌকা চাই। একথা তুই যেন কাউকে বলিস না। আমার ফুফেরা বহিনের গৌনা হবে তাই বলে আমরা এখান থেকে যাচ্ছি। চাচা এই কথা সবাইকে বলতে বলে দিয়েছে।

১ম। আচ্ছা ভাই আমিও তাহ'লে আজই পালাব। কিন্তু রাজা সাহেবের নামে অমন অকথা কুকথা তুই বললি কেন, সত্যি ক'রে বল না ভাই।

২য়। তুই যেন একদম হাবা। আচ্ছা বল ত এ রাজ্য কার?

১ম। কেন, রাজা সাহেবের।

২য়। রাজা সাহেবেরও ত' বাবার বাবা আছে। এ সব মুল্লুক মুখসদাবাদের বাদসাজাদার খোরপোষ মহাল। তা মালিক নিজে এল, আর রাজা কিনা তাকে সহরে ঢুকতে দিলে না! উল্টে তার সিপাহী-লোক-লস্করদের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে তাদের মেরে ফেলেছে। কিন্তু এখন ঠেলা সাম্‌লাবেন কি ক'রে? এইবার ঘুঘু ফাঁদে প'ড়েছেন।

১ম। তা' ভাই এমন অধর্ম্মের কাজ করলে কেন? রাজা সাহেব ত' খুব ধর্ম্মশীলে, গরীব দুঃখীদের কত দান ধ্যান করে। এমন মতি হল কেন?

২য়। কেন আবার, গেরো গেরো। বাবা গোখরো সাপ নিয়ে খেলা। এখন ছোবল খাও।

১ম। ষাঁড়ে ষাঁড়ে যুদ্ধ হয় উলুখড়ের বিনেশ। রাজা দোষ করলে ব'লে সহরশুদ্ধ পুড়িয়ে মারবে?

২য়। পুড়িয়ে মারবে না ত কি আদর করবে?

১ম। তাহ'লে সময় থাকতে থাকতে আজই সকলকে নিয়ে স'রে পড়ি। তোমরাও ত' যাচ্ছ?

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

পাটনার গঙ্গাতীরবর্ত্তী প্রাসাদে সিরাজ ও লুৎফন্নেসা।

লুৎফ। এত ম্রিয়মাণ হ'য়ে প'ড়েছ কেন, প্রিয়তম? আমি সব সইতে পারি, কিন্তু তোমার মলিন মুখ দেখলে যে আর নিজেকে সাম্‌লাতে পারি না। আমার প্রাণের ভিতরটা অসহ্য যন্ত্রণায় হাহাকার ক'রে ওঠে। ভুল ভ্রান্তি ত' মানুষেরই হয়। কিন্তু তার জন্য এতটা অধীর হ'য়ে পড়বে কেন? এ দুর্ব্বলতা পুরুষ মানুষের শোভা পায় না।

সিরাজ। কি অদৃষ্টের পরিহাস বল দেখি। এ যে একেবারেই অপ্রত্যাশিত। কেউ কি কখন কল্পনাও করতে পারে? এই বিহার প্রদেশের প্রকৃত অধিকারী আমি। আমারই নামে এই বিশাল প্রদেশ শাসিত হ'চ্ছে। রাজা জানকীরাম সে ত' আমারই ভৃত্য, আমারই প্রতিনিধিরূপে এখানকার শাসন-দণ্ড পরিচালিত করছে। আমার পিতৃপিতামহের এই সিংহাসন আমি উত্তরাধিকার-সূত্রে লাভ ক'রেছি। এখানকার দুর্গ, এখানকার রাজকোষ লোকতঃ ধর্ম্মতঃ আমারই। অথচ আমি আজ সশরীরে স্বয়ং এসে সিংহদ্বারে উপস্থিত, আর দুর্গদ্বার রুদ্ধ হ'ল! একে অদৃষ্টের পরিহাস বলব না তবে কি বলব লুৎফ? এই অচিন্ত্যনীয় অন্যায় ধৃষ্টতার প্রতিকার ক'রতে গিয়ে প্রভুভক্ত মেহেদী নেসার খাঁকে প্রাণ বিসর্জ্জন করতে হ'ল! আর তুমি,—এই বাংলা-বিহার-

উড়িষ্যার ভাবী অধিশ্বরী তুমি, তোমাকে নিয়ে কি না পর্ণকুটীরে আমার রা'ত কাটলো! অথচ তোমায় নিয়ে এসেছিলাম আমার নিজের রাজ্যে, সাধ ক'রে নিয়ে এসেছিলাম তোমারই নিজের প্রজা সাধারণের সুখ দুঃখ দেখাতে! নেসার আমায় নিষেধ ক'রেছিল, আমার অকৃত্রিম হিতাকাঙ্ক্ষী নেসার, দূরদর্শী, কর্ত্তব্য-পরায়ণ রাজনীতিক নেসার,—আমারই অবিমৃষ্যকারিতায় অকালে তোমায় হারালেম। ওঃ এখনও যে উন্মাদ হ'য়ে যাই নি, এখনও যে প্রকৃতিস্থ হ'য়ে আছি এই ঢের। আমার এখন মনে হ'চ্ছে কি জান? আমি যদি এখন জানকীরামকে আমার আয়ত্তের মধ্যে পাই, তবে তাকে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে কেটে ফেলে কুকুরকে খাইয়ে তার বিশ্বাসঘাতকতার ও ধৃষ্টতার সমুচিত শাস্তি দিই।

লুৎফ। নিষ্ফল ক্রোধের বৃথা আস্ফালন কাপুরুষেরাই ক'রে থাকে, তোমার শোভা পায় না প্রভু। রোষের বশবর্ত্তী হ'য়ে আত্মহারা হবে কেন? আমার মনে হয় তুমি হয় ত তার উপর অত্যন্ত অবিচার ক'রছ।

সিরাজ। এর পরও তুমি ব'লছ আমি তার উপর অবিচার করছি? তার এতদূর স্পর্দ্ধা বাড়িয়েছেন আমারই কোমল প্রকৃতি দাদুসাহেব। তার এই আচরণের জন্য, এই বর্ব্বরোচিত ধৃষ্টতার জন্য, প্রত্যক্ষভাবে না হ'লেও পরোক্ষভাবে দাদুসাহেবই দায়ী। আমি তাঁকেও মার্জ্জনা ক'রতে পারব না। একথা তাঁকে স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছি।

লুৎফ। এ কি বলছ তুমি প্রিয়তম? সত্য বল তুমি কি সেই

মহানুভবের স্নেহ-প্রবণ চিত্তে ব্যথা দেবার মত কোন রূঢ় কথা লিখেছ? আমি যে কিছুতেই একথা বিশ্বাস করতে পারছি না। এ তুমি কি ক'রেছ? কোন একটা উত্তেজনার মুখে কি তোমার আত্ম-বিস্মৃত হওয়া শোভা পায়?

সিরাজ। কিন্তু জানকীরামের ধৃষ্টতা কি সত্যসত্যই অমার্জ্জনীয় নয়?

লুৎফ। তুমি যখন এতটা উত্তেজিত, তখন যে আমার কথায় তোমার মত পরিবর্ত্তিত হবে, এ আশা আমি করতে পারি না। তবে একথা তোমায় না ব'লেও থাকতে পারছি না, যে আমার বিশ্বাস—রাজা জানকীরামের কিছু অপরাধ হ'য়ে থাকলেও তার মাত্রা এত বেশী নয় যে তাকে অমার্জ্জনীয় বলা যায়।

সিরাজ। এর অর্থ?

লুৎফ। এর অর্থ খুঁজতে খুব বেশী দূর যেতে হবে না। সে যদি সত্যসত্যই তোমার কোন অনিষ্ট সাধন করতে ইচ্ছা ক'রত, তাহ'লে তোমার ও আমার নশ্বর দেহ নিয়ে এখানে এই তর্কবিতর্ক করা সম্ভব হ'ত না। এবং তোমার পক্ষেও পরমস্নেহশীল করুণাময় সেই দেব-হৃদয় দাদুসাহেবের প্রাণে নির্ম্মম আঘাত দেওয়ার অবসর থাকত না। ছোট-খাটই হোক আর অকিঞ্চিৎকরই হোক একটা যুদ্ধ যখন হ'ল, এবং সেই যুদ্ধের সীমানার মাঝখানে যখন আমরা ছিলাম, তখন বন্দুকের গুলিগুলো যে মোটেই আমাদের দিকে এল না, কেবল নেসার খাঁর দিকে গেল, সেটার কি কোনই অর্থ নাই?

সিরাজ। অতটা তার সাহসে কুলোয় নি ব'লে।

লুৎফ। অর্থাৎ তোমার বা আমার কোন অনিষ্ট ঘটলে দাদুসাহেব তাকে মার্জ্জনা করতেন না, এই ভয়ে? কিন্তু ভুলে যাচ্ছ কেন যে তার কৈফিয়ৎ খুব সোজা ছিল। সে বলতে পারত যে সৈন্যদের বিশেষরূপে সাবধান ক'রে দেওয়া সত্ত্বেও কোন এক অজ্ঞাত নামা সৈনিকের অসাবধানতায় এমনতর একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। আর তার জন্য সে নিজেই অত্যন্ত মর্ম্মাহত হ'য়েছে; ইত্যাদি। তাছাড়া সে ত তোমায় সমস্ত বুঝিয়ে দেবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা ক'রে দাদুসাহেবের নিকট পত্র লিখেছিল, এ কথা ত তুমি তাঁর পত্রেই অবগত হ'য়েচ। অবশ্য তোমার বক্তব্য এই, যে সে তোমার ভৃত্য; কেননা সে তোমার প্রতিনিধি। কিন্তু তাকে নিযুক্ত ত' তুমি করনি। যিনি তাঁকে নিযুক্ত ক'রেছিলেন, তোমাকে সব বুঝিয়ে দেবার পূর্ব্বে একবার তাঁকে জানান, রাজার পক্ষে ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ উচিত। অন্ততঃ তিনি এই রকমই ভেবেছিলেন। একে তাঁর বোঝবার ভুল বল'তে পার, কিন্তু তাঁর বিশ্বাসঘাতকতা বা ধৃষ্টতা বলা চলে না। আর যদি তোমার কথাই ধরে নিই, যে সে ভয়ে আমাদের শারীরিক কোন অনিষ্ট করতে সাহস করেনি; কিন্তু কা'ল যে পর্ণকুটীরে রাত্রি যাপন ক'রতে হ'য়েছিল, অথচ আজ আমাদের অজ্ঞাতসারে এই বিশাল সৌধপুরীতে অশেষবিধ সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের আয়োজন হ'য়েছে, এরও কি কোন অর্থ নাই?

পরিচারিকার প্রবেশ

সিরাজ। কি সংবাদ?

পরিচারিকা। হুজুর আলি, মেদিনীপুর হ'তে জাঁহাপনা দ্রুতগামী সোয়ার মারফৎ এই পত্র পাঠিয়েছেন।

সিরাজ। (পত্র পাঠান্তর) সেখানকার অন্য কোন সংবাদ এই সোয়ারের নিকট শুনেছ?

পরিচারিকা। অন্য কিছু শুনিনি। কেবল শুনলাম জাঁহাপনা দুই এক দিন মধ্যে এখানে আসছেন।

সিরাজ। আচ্ছা তুমি যেতে পার।

[পরিচারিকার প্রস্থান।

লুৎফ। কি লিখেছেন দাদুসাহেব?

সিরাজ। কিছু না, শুধু সেই অমর কবির কয়েকছত্র কবিতা! এই দেখ—

লুৎফ। পত্রপাঠ

ধর্ম্মতরে ত্যজি প্রাণ, বীর খ্যাতি লভে;
অক্ষয় অতুল কীর্ত্তি, রেখে যায় ভবে।
সংসার সংগ্রামে কিন্তু স্নেহ অত্যাচার,
মর্ম্ম ছিঁড়ে উপাড়িয়ে ফেলে দেয় যার;
নির্ব্বাক অটল তবু সহে যেই জন,
বীরত্ব তাহার নহে, সামান্য কথন।

আ, হা, হা! স্নেহ পারাবার দাদু আমার! তাঁকে না জানি কত কষ্টই দিয়েছ। এযে প্রত্যেক ছত্রে ছত্রে করুণ বিলাপ!

তোমার স্নেহের অত্যাচার দেখছি সত্যি সত্যি তাঁর মর্ম্ম ছিঁড়ে উপড়ে ফেলে দিয়েছে। কেন এমন রূঢ় কথা তাঁকে লিখলে? কেন তাঁর উপর এমন অবিচার করলে? তোমার হৃদয় ত' এত কঠোর নয়। তবে কেমন ক'রে সেই দেব-দুর্লভ অপ্রমেয় স্নেহের অমর্য্যাদা করলে? আহাহা দাদু আমার!

সিরাজ। ঘটনার স্রোত এমনি অপ্রত্যাশিত গতিতে প্রবাহিত হ'য়েছিল, যে আমি সব বিষয়টা স্থির ভাবে চিন্তা ও ধারণা ক'রে নেবার সময় পাইনি। তাছাড়া নৈরাশ্যে, অপমানে ও অবস্থা বিপর্য্যয়ে আমি উন্মত্ত প্রায় হ'য়ে উঠেছিলাম। এখন বুঝতে পারছি দাদুসাহেবকে ওরূপ উদ্ধত ও নির্ম্মম লেখনীতে বিদ্ধ করা আমার ভাল হয়নি। এখন তার জন্য আমি লজ্জানুভব করছি। তিনি যখন এখানেই আসছেন, তখন আমার কৃতাপরাধের জন্য নতজানু হ'য়ে মার্জ্জনা ভিক্ষা করব। কিন্তু জানকীরামকে সহজে ক্ষমা করতে পারব বলে মনে হয়না!

লুৎফ। ভুল বুঝতে পেরে সেটা স্বীকার করা এবং তার জন্য অনুতপ্ত হৃদয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করা, তোমারই বীর হৃদয়ের উপযুক্ত কাজ প্রিয়তম। আর রাজা জানকীরামের কথা বলছ? সেও যদি কোন ভুল ক'রে তার জন্য অনুতপ্ত হ'য়ে ক্ষমাপ্রার্থী হয়, তবে হে উদার, হে মহান্, সেই কি তোমার ক্ষমা লাভে বঞ্চিত হবে? উত্তপ্ত মেদিনী যখন খোদার নিকট করুণা বারি-কণা যাচ্ঞা করে, তখন কি তিনি সে করুণা দানে কার্পণ্য করেন, না তাঁর আকাশ-ভাণ্ডার হ'তে শেষ বিন্দুটি পর্য্যন্ত দিয়ে তবে নিশ্চিন্ত হন?

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

পাটনার দুর্গ মধ্যে নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ পদার্পণ করিয়াছেন, এবং তাঁহাকে প্রত্যুদ্গমন করিবার নিমিত্ত রাজা জানকীরাম সসম্মানে দণ্ডায়মান।

আলিবর্দ্দী। রাজা জানকীরাম, সিরাজের আমার সার্ব্বাঙ্গীন কুশল ত?

জানকীরাম। হাঁ জাঁহাপনা, এ অধীনের ধমনীতে রক্ত-বিন্দু থাকতে শাজাদার কোন প্রকার অমঙ্গলের সম্ভাবনা কোথায়?

আলিবর্দ্দী। তার নিজের বা পৌরজনের কোনরূপ অসুবিধা হয়নি? তাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রেখেছিলে?

জানকীরাম। এ বান্দা সমস্ত বন্দোবস্তই যথাযথরূপে ক'রেছে।

আলিবর্দ্দী। কিন্তু এই বৃথা রক্তপাতের নিমিত্ত আমি বড়ই দুঃখিত।

জানকীরাম। জাঁহাপনা আমায় মার্জ্জনা করবেন। আমি যে এই কয়দিন কি অনুশোচনা ভোগ করছি, তা এক এই হৃদিস্থিত ভগবান ভিন্ন অন্যের জানা সম্ভব নয়। আমি যে আজ্ঞাবহ ভৃত্য মাত্র, সে কথা তা কিছুতেই ভুলতে পারিনা। ভৃত্যের ধর্ম্ম সে তার প্রভুর আজ্ঞা নির্ব্বিচারে পালন করবে। নতুবা সে তার ধর্ম্মে

পতিত হবে। প্রভুর অনুশাসন উল্লঙ্ঘন ক'রে নিজের মতে চ'লতে আমার শক্তি নাই। প্রভুর নির্দ্দিষ্ট আদেশ ছিল, যে আপনার নিকটতম আত্মীয়ের পক্ষেও দুর্গের দ্বার রুদ্ধ থাকবে। এই ছিল আপনার অলঙ্ঘনীয় বিধান। নিমকহালাল ভৃত্যের পক্ষে এ আদেশের মর্য্যাদা রক্ষা না করা যে অসম্ভব প্রভু। সে যে তা হ'লে নিমকহালাল না হ'য়ে নিমকহারাম ব'লে গণ্য হবে। সর্ব্ব প্রথমে ও সর্ব্বপ্রযত্নে যদি শৃঙ্খলা ও রাজানুশাসন পালিত না হয়, তবে যে রাজকার্য্য একেবারে অচল হ'য়ে পড়ে। হুজুর, ভৃত্যদের জীবন বিধি-বিড়ম্বিত, কেমন একটা অভিশাপ যেন তাদের সারা জীবনের প্রত্যেক কার্য্যে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে। আজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে গিয়ে আজ আমি আপনার দুঃখের কারণ হ'য়েছি। আমি শাজাদার নামে, তাঁরই প্রতিনিধি-রূপে এখানকার শাসনদণ্ড পরিচালনে ব্যাপৃত ছিলাম। তিনি যখন স্বয়ং রাজধানীতে উপস্থিত, তখন তদ্দণ্ডেই, তাঁর আগমনবার্ত্তা শ্রবণমাত্রই দুর্গদ্বার উন্মুক্ত ক'রে তাঁকে অভিনন্দিত করা আমার কর্ত্তব্য ছিল; একথা আমি মনে প্রাণে অনুভব করছিলাম। কিন্তু আপনি আমার প্রভু অন্নদাতা; আপনার আদেশ অন্যরূপ থাকায় সে আদেশ কিছুতেই লঙ্ঘন করতে পারিনি। তাই তৎক্ষণাৎ সমস্ত অবস্থা বিবৃত ক'রে আপনার নিকট দ্রুতগামী সোয়ার পাঠিয়ে-ছিলাম, কিন্তু উপদেশ ত পাই নাই।

আলিবর্দ্দী। না রাজা, তোমার কোন দোষ নাই। তোমার মত বিশ্বাসী, প্রভুভক্ত কর্ম্মচারী আমার খুব কমই আছে। এ

একটা দৈব-বিড়ম্বনা বলতে হবে। তুমি কেন বৃথা ক্ষুব্ধ হ'চ্ছ? আমার যাঁরা নিজজন, যাঁরা আমার আত্মীয়-স্বজন, তাঁরা যদি তোমার মত হতেন, তবে ত' এরূপ আদেশ দেওয়ার কোন প্রয়োজনই আমি অনুভব করতাম না। এই পলিতকেশ বৃদ্ধের চারধারে যদি সর্পের ন্যায় ক্রূর বিশ্বাসঘাতকতা উদ্যত ফণা বিস্তার ক'রে কেবল বিষ-উদ্গীরণ না করত, তবে নিশ্চিতই এরূপ আদেশ আমায় কখনও দিতে হ'ত না! যখন এরূপ আদেশ তোমায় দিয়েছিলাম, তখন ভাবতেই পারিনি, যে সিরাজ এরূপভাবে আমায় কোন সংবাদ না দিয়েই নিজে এসে দুর্গদ্বারে উপস্থিত হবে। যাক, এই যথেষ্ট যে খোদার অনন্ত করুণায় সিরাজের বা আমার স্নেহময়ী লুৎফন্নেসার কোন শারীরিক অমঙ্গল ঘটে নাই। আমি এই ভয়ে এতই বিব্রত হ'য়ে প'ড়েছিলাম, যে নিজের এই অসুস্থতা দুর্ব্বলতা এবং সেখানকার সমস্ত কার্য্য বিশৃঙ্খলভাবে ফেলে রেখে আসা, এসব কোন চিন্তাই আমার মনে স্থান পায়নি। যতক্ষণ তাকে একবার নিজের কাছে না দেখছি ততক্ষণ সুস্থির হ'তে পারছিনা।

প্রহরীর প্রবেশ

প্রহরী। জাঁহাপনা, শাজাদা দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ করছেন, কিন্তু একেবারে একক ও নিরস্ত্র—

আলিবর্দ্দী। বাধা দিও না, সসম্মানে নিয়ে এস।

[প্রস্থান।

শুনলে রাজা জানকীরাম, শুনলে, প্রহরী কি ব'লে গেল শুনলে ? সিরাজ আমার একাকী আসছে, একবারে নিরস্ত্র। পিতৃহীন বালক, সে যে তার দাদুসাহেব ভিন্ন আর কিছু জানে না। না জানি সে কত মানসিক ক্লেশ ভোগ ক'রেছে। এ সবই আমার দোষ। কি মারাত্মক ভুলই ক'রেছিলাম।

সিরাজের প্রবেশ ও আলিবর্দ্দীর চরণচুম্বন

এস দাদু আমার। আমার কাছে ব'স। না জানি কত কষ্টই পেয়েছ। আমার উপর রাগ কর'না। আমারই সমস্ত দোষ। আমারই ভুলে এই বিভ্রাট ঘ'টেছে। আমায় ক্ষমা করতে পারবে ?

জানকী। সমস্ত দোষ আমার, শাজাদা, অপরাধীকে শাস্তি দিন।

আলিবর্দ্দী। না বৎস, প্রকৃত অপরাধী আমি।

সিরাজ। অপরাধ যে আমার, তা আমি নিঃসন্দেহে বুঝতে পেরেছি। তাই প্রকৃত অনুতপ্ত অপরাধীর ন্যায় নিজে এসে ধরা দিয়েছি। আমার উপর যে শাস্তির বিধান হবে তাই আমি মাথা পেতে নেব। রাজা, আপনার বিরুদ্ধে আর আমার কোন নালিশ নাই। আপনাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা ক'রেছি।

আলিবর্দ্দী। আচ্ছা দাদু, কেন এমন ক'রলে ? কেন এখানে আসবার আগে আমায় সংবাদ দিলে না ? মেহেরবান খোদা ! তাঁর অনন্ত করুণা বর্ম্মের মত ঘিরে রেখে তোমায় মৃত্যুর মুখ হ'তে

ফিরিয়ে এনে দিয়েছে। তাঁর দয়ার যে তোমাকে অক্ষত শরীরে ফিরে পেয়েছি এতেই আমি ধন্য। কিন্তু, কেন এমন ক'রলে দাদু ?

সিরাজ। দাদু সাহেব, আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন। আমি সমস্ত কথা অকপটে আপনার নিকট নিবেদন করছি।

আলিবর্দ্দী। স্নেহ কি চাওয়ার অপেক্ষা রাখে ভাই ? তোমার চাওয়ার আগেই তোমায় মার্জ্জনা ক'রেছি। বল তুমি নিঃসংকোচে সব কথা ব'লে যাও।

সিরাজ। মেহেদী নেসার খাঁর নিকট প্রথম জানতে পারি, যে পুর্ণিয়ার নবাব সৈয়দ আহম্মদ ও ঢাকার নবাব নোয়াজেস্ এঁরা দুজনেই সিংহাসনের প্রতি লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে র'য়েছেন। উভয়েই নিজের নিজের ধনবল ও জনবল বাড়িয়ে আত্মশক্তি প্রতিষ্ঠায় ব্যস্ত হ'য়ে প'ড়েছেন। এই সংবাদ পেয়েই মনটা কেমন বিজাতীয় ঘৃণায় ভ'রে উঠল। প্রথমতঃ নেসার খাঁর কথায় বিশ্বাস স্থাপন ক'রতে প্রবৃত্তি জন্মাল না। অথচ এও শুনলাম যে আপনার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ায় তাঁরা এখন থেকে ভবিষ্যৎ বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হ'চ্ছেন। নিজের ভাগ্যাকাশে ভীষণ মেঘের সঞ্চার হ'চ্ছে টের পেয়ে অধীর হ'য়ে প'ড়লাম। কিন্তু একথা আপনার কর্ণগোচর ক'রে আপনার মানসিক শান্তি নষ্ট করা উচিত বিবেচনা করলাম না। বিশেষতঃ কেবলমাত্র নেসার খাঁর মুখের কথা ব্যতীত অন্য প্রমাণ আমার ছিল না। এবং এই প্রমাণের উপর আমি নিজেই সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন ক'রতে পারি নি। আমি তাই অবিলম্বে আপনার

অনুমতি গ্রহণ ক'রে মেহেদী সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে মুর্শিদাবাদে প্রত্যাবর্ত্তন করি। সেখানে এসে বিশেষরূপে অনুসন্ধান ক'রে তার কথার যথার্থ অনুভব করি। শুধু তাই নয়, সে যা জানত না এমন অনেক বিষয় টের পাই। আমায় ক্ষমা করবেন দাদুসাহেব, তখন আমার মনে হ'ল আপনার অবর্ত্তমানে এরূপ প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হ'লে একমাত্র নিজের বাহুবল ছাড়া গত্যন্তর নাই। তখন স্বতঃই মনে পড়ল আমার পিতৃসিংহাসন ও এই পাটনার কথা। এখানকার অবস্থাটা একবার নিজে চোখে দেখবার সাধ হ'ল। এখানেও বিশ্বাসঘাতকতা তার লোলুপ জিহ্বা বিস্তার ক'রে আছে কিনা, জানবার জন্য একটা উদগ্র কৌতুহল ও সংশয় নিজের মনের মধ্যে জেগে উঠল। তাই সকলের অজ্ঞাতসারে ভ্রমণের ব্যপদেশে সামান্য কয়েকজন মাত্র অনুচর সঙ্গে নিয়ে এখানে উপস্থিত হই। কিন্তু সিংহদ্বারে উপস্থিত হ'য়ে নগর-প্রবেশের নিমিত্ত যখন রাজা জানকীরামের নিকট সংবাদ প্রেরণ করি, তখন দুর্গদ্বার রুদ্ধ হ'য়ে গেল। আমারই পিতৃরাজ্যে,—আমারই রাজধানীতে, আমারই প্রবেশ নিষিদ্ধ। মনে হ'ল বুঝি মুর্শিদাবাদের বিশ্বাসঘাতকতা পাটনা পর্য্যন্ত সংক্রামিত হ'য়েছে। তখন আমি হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হ'য়ে বাহুবলে দুর্গ অধিকারের আদেশ দিই। আমার সে সময়ের মানসিক অবস্থা বিবেচনা ক'রে আমায় মার্জ্জনা ক'রবেন। আমি পুনরায় কৃতাপরাধের নিমিত্ত ক্ষমা চাচ্ছি।

আলিবর্দ্দী। এতে তোমার কোন দোষ নাই, সিরাজ। রাজা

জানকীরামের উপর আমার আদেশ ছিল, যে আমার নিকটতম আত্মীয় এখানে এলেও যেন আমার বিনানুমতিতে দুর্গদ্বার উন্মুক্ত না হয়। আমাদের আত্মীয়-স্বজনগণ নিজ স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত বিশ্বাসঘাতকতা, কি যে কোনওরূপ পাপ কার্য্য অম্লানবদনে করতে পারেন, এত' তুমি জান। তুমি ত' নিজেই এসব বিষয়ে অনুসন্ধান করে জানতে পেরেছ। তাই তোমারই স্বার্থের দিকে চেয়ে, তোমারই তরফ থেকে, তোমারই প্রতিনিধিকে আমি এইরূপ আদেশ দিয়েছিলাম। তখন ঘুণাক্ষরেও কি মনে হ'য়েছিল যে তুমি নিজে এরূপভাবে এখানে আসবে। মানুষ মনে করে এক, খোদা ঘটান্ আর। যাক্ যা হ'য়ে গেছে তার আর উপায় নাই। এখন আমার অবর্ত্তমানে সিংহাসনের পথ যাতে তোমার পক্ষে নিষ্কণ্টক হয়, এখনই আমাকে তার ব্যবস্থা ক'রতে হবে। রাজা জানকীরাম এ বিষয়ে তোমার মতামত কি ?

জানকীরাম। জাঁহাপনার উক্তি সর্ব্বথা সমীচীন। গৃহ-বিচ্ছেদের বীজ অঙ্কুরোদ্গমের পূর্ব্বেই নষ্ট করা উচিত। এখন থেকে এমন ব্যবস্থা করা উচিত, যাতে ভবিষ্যতে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন বা তর্ক না উঠতে পারে।

আলি। তোমার মতে এমন কি কাজ এখন করতে পারি, যাতে এ প্রশ্ন আমার অবর্ত্তমানে আর না উঠতে পারে ?

জানকী। আগামী কল্য শাজাদা পিতৃসিংহাসনে প্রথম উপবেশন করবেন ব'লে একটা দরবার হবে। জাঁহাপনা ত' সেই দরবারে উপস্থিত থাকবেন। সেই সময় যদি আপনি শাজাদাকে

সিংহাসনের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী ব'লে ঘোষণা করেন, তবে আমার মনে হয় এই প্রশ্নটার একটা সুমীমাংসা হ'য়ে যায়। কিন্তু কেবল মাত্র এই ঘোষণা দ্বারা সব কাজ হবে ব'লে আমার মনে হয় না। এই সঙ্গে সঙ্গে শাজাদাকে যুবরাজের সমস্ত ক্ষমতা প্রদান করতে হবে। আপনার প্রতিনিধিরূপে যেন এখন থেকে সব কাজ তিনি ক'রতে পারেন। এর ফলে দেশও শাজাদাকে তার সর্ব্বময় ভবিষ্যৎ-কর্ত্তা ব'লে চিনবে, আর শাজাদাও রাজকার্য্যে অভিজ্ঞতা লাভ ক'রবেন। প্রথম প্রথম গুরু কর্ত্তব্যভার হাতে এলে ভুল-ভ্রান্তি হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু মাথার উপর আপনি থাকবেন ব'লে এই ভুলভ্রান্তিগুলো বেশী হ'তে পাবে না, আর হ'লেও আপনি সুধ্‌রে নিতে পারবেন। এই জন্যেই আমাদের হিন্দুদের মধ্যে যৌবরাজ্যে অভিষেকের ব্যবস্থা ছিল এবং তা থেকে সুফলই পাওয়া যেত।

আলি। রাজা, আমি তোমার সঙ্গে এবিষয়ে একমত। আমিও ঠিক এইরকম একটা ব্যবস্থা ক'রব ব'লে মনে মনে সংকল্প ক'রে রেখেছিলাম। তাহ'লে এ বিষয়ে আর দেরী ক'রব না। আগামী কল্য দরবারের সময় আমি এই ঘোষণা প্রচার ক'রব।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

মুর্শিদাবাদ দরবার কক্ষে নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ, সিরাজ, মীরজাফর, জগৎশেঠ, রায় দুর্লভ ও অন্যান্য প্রধান রাজকর্ম্মচারিগণ উপবিষ্ট।

আলি। ভাই জাফর আলি, শেঠজী এবং পাত্রমিত্রগণ, আপনারা সকলেই অবগত আছেন, যে আমি পাটনার দরবারে আমার পরম স্নেহাস্পদ দৌহিত্র সিরাজকেই যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত ক'রেছি। আমার অবর্ত্তমানে সিরাজই এই মুর্শিদাবাদের মসনদে উপবেশন ক'রবে। ভবিষ্যতে সিরাজই বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার নবাব সুবাদার। আশা করি আপনারা সকলেই এখন হ'তে তাকে রাজকার্য্যে সহায়তা ক'রবেন। সিরাজ তেজস্বী, তীক্ষ্ণধী যুবক। রণক্ষেত্রে তাহার সাহস ও কার্য্য-কুশলতা দর্শনে আমি মুগ্ধ হ'য়েছি। আপনাদের সহায়তায় ও সৎপরামর্শে সে প্রজাপালন ও শাসন-কার্য্যে উত্তরোত্তর দক্ষতা লাভ ক'রবে, এইরূপ ভরসা আমার আছে।

মীরজাফর। সিরাজকে এখনও বালক বলা চলে। কিন্তু সে কুশাগ্র-বুদ্ধি। মুঙ্গের ও রাঢ়ের যুদ্ধে সে যে রণপাণ্ডিত্য দেখিয়েছিল, অনেক প্রবীণ সেনাপতির মধ্যেও সেরূপ দেখা যায় না। আমরা সকলেই কায়মনোবাক্যে তাঁর মঙ্গল প্রার্থনা করি। খোদা তাঁর মঙ্গল ক'রবেন।

জগৎ শেঠ। আমরা সকলেই যুবরাজের শুভানুধ্যায়ী।

আলি। সিরাজ, এঁরা সকলেই উপদেষ্টা ও বন্ধুরূপে তোমার সহায়তা ক'রবেন। খোদার উপর বিশ্বাস কখনও হারিয়ো না। রাজার প্রধান কর্ত্তব্য, রাজ্যের ও প্রজার—যাতে উভয়ের মঙ্গল হয় এমন কাজ করা। প্রজার মঙ্গলের উপরেই রাজ্যের মঙ্গল সম্পূর্ণ-ভাবে নির্ভর করে, একথা কখনও ভুলে যেও না। প্রজার সন্তোষের উপরই রাজার সিংহাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। ভয়ে শ্রদ্ধা জন্মায় না। আর বাস্তবিকই যদি প্রজার হৃদয়ে শ্রদ্ধার আসন পেতে চাও, তবে সেটা সহজ ও স্বাভাবিক উপায়েই পেতে হবে। ভয় দেখিয়ে, জোর জবরদস্তি ক'রে বা ঘুষ দিয়ে সে জিনিস পাওয়া যায় না। যা পাওয়া যায়, সেটা অবিমিশ্র কপটতা। তারা যদি প্রাণে উপলব্ধি করে যে তুমি তাদের মঙ্গলের জন্য সর্ব্বান্তঃকরণে চেষ্টা ক'রছ, তাহ'লে তাদের সহজাত কৃতজ্ঞতা হ'তে শ্রদ্ধা আপনি ফুটে উঠবে। দেশের যাতে ঐশ্বর্য্য বাড়ে, প্রজাসাধারণ যাতে সমৃদ্ধিসম্পন্ন হয়, তাই রাজার একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। খালি পেটে ধর্ম্মই বল, আর কাব্যই বল, আর শিল্পই বল, এসব কিছু জন্মাতে পারে না। আমার ধ্রুব বিশ্বাস, ক্ষুধার তাড়নে এমন কিছু অকর্ম্ম নাই যা মানুষ ক'রতে পারে না। এইটাই সাধারণ মানব ধর্ম্ম। সুতরাং দেশে অন্নাভাব যাতে কখনও না হয়, তার চেষ্টা রাজার সর্ব্বপ্রথমে করা উচিত। সেই জন্য কৃষি-শিল্প ও বাণিজ্যে দেশকে সমৃদ্ধ করতে হবে। তাহ'লেই দেখবে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ধর্ম্ম, নীতি এসব আপনা আপনি জেগে উঠবে। রাজশক্তি দেশকে বহিঃশত্রুর

আক্রমণ থেকে রক্ষা ক'রে আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা এনে দেবে; এবং যত প্রকারে সম্ভব দেশকে ঐশ্বর্য্যশালী করবার জন্য তার কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের সহায়তা করবে। নিজের ধর্ম্ম, বিবেক, সর্ব্বস্ব খুইয়ে আমার জন্মভূমির জন্য শান্তি ক্রয় ক'রেছি। এখন আমার যৌবনের সোনার স্বপনকে কার্য্যে পরিণত করবার ভার—সিরাজ, তোমার উপর আর তোমার সম্মুখস্থ বন্ধু ও উপদেষ্টাগণের উপর দিয়ে জরাজীর্ণ বৃদ্ধ আমি—পরকালের পথে চ'লেছি। খোদা তোমাদের সাহায্য করবেন।

সিরাজ। জনাব আলি, আপনার উপদেশ শিরোধার্য্য। এসব কথা আপনি ইতিপূর্ব্বেও অনেকবার ব'লেছেন, এবং আমিও বিশেষ মনঃ-সংযোগসহকারে এই কাজে হাত দিয়েছি। আর এতে কৃতকার্য্য হবার যা প্রধান অন্তরায়, সে বিষয়েও আপনার মনোযোগ আকর্ষণের প্রয়াস পেয়েছি। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ কাজে বেশীদূর অগ্রসর হ'তে পারি নি। আমাদের দেশের কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যের জন্য ক্রেতা যাতে বিদেশ হ'তে পাওয়া যায়, সেই চেষ্টা আমাদের সর্ব্বপ্রথমে করতে হবে। আমাদের দেশজাত-দ্রব্যের পরিবর্ত্তে যাতে অপর দেশ হ'তে ধন রত্ন আহরণ করতে পারি, সেই চেষ্টা ক'রতে না পারলে আমার দেশবাসী প্রজাগণ ত' সমৃদ্ধিশালী হ'তে পারবে না। খোদার দয়ায় এখন অবশ্য পৃথিবীর সব দেশ থেকেই ব্যবসায়িগণ এখানে এসেছে, এবং বাণিজ্যে ব্যাপৃত আছে। এখন আমাদের কর্ত্তব্য তাদের সকলকেই সমান সুবিধা দেওয়া এবং তার ফলে একটা সন্নীতি-সম্মত প্রতিযোগীতার সৃষ্টি

করা। কেননা ক্রেতাদের মধ্যে এই প্রতিযোগীতা না থাকলে আমার দেশবাসিগণ তাদের পণ্যের যথোচিত মূল্য পাবে না। এই প্রতিযোগীতার সৃষ্টি সুধু যে ক্রেতাদের জন্য দরকার তা নয়, বিক্রেতাদের জন্যও দরকার। কেননা তা না থাকলে উৎপন্ন দ্রব্যের আদর্শ ক্রমশঃ হীন হ'য়ে পড়ে। কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি সকলকে আমরা সমান সুবিধা দিই না। অন্য সকল দেশের ব্যবসায়িগণকে শুল্ক দিতে হয়, কিন্তু ইংরাজদের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে কোন শুল্ক দিতে হয় না। এটা সর্ব্বপ্রকার স্বাভাবিক ও সন্নীতিসম্মত প্রতিযোগীতার পরিপন্থী।

জগৎ শেঠ। শাজাদা কি জানেন না, যে দিল্লীর বাদশাহের ফরমান ইংরাজের স্বপক্ষে?

সিরাজ। জানি শেঠজী সে কথা, যে দিল্লীর নাম-সর্ব্বস্ব বাদশাহের ফরমান ইংরাজের স্বপক্ষে। এবং আরও জানি যে এখানকার কেউ কেউ স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত ইংরাজের স্বপক্ষে। কিন্তু দিল্লীর বাদশাহ কি অন্যান্য দেশের বণিকগণের বাণিজ্য-পোত লুণ্ঠন করবার অধিকারও ইংরাজ বণিকদের দিয়েছেন?

আলিবর্দ্দী। কি বল্লে সিরাজ, ইংরাজ বণিকের ধৃষ্টতা কি এতদূর বেড়েছে, যে তারা অসঙ্কোচে অপরের বাণিজ্য-পোত লুণ্ঠন করে? শেঠজী কি এ বিষয়ে কিছু জানেন?

শেঠজী। না জাঁহাপনা, এরূপ সংবাদ কই কখনও ত' পাই নি। তাহ'লে তাদের সমুচিত শাস্তি বিধান করা কর্ত্তব্য।

সিরাজ। শেঠজী একথা জানতে না পারেন, জনাবআলি,

কিন্তু আমি জানি। এবং আমি আজ তারই বিচারপ্রার্থী। এই দেখুন হুগলীর বণিকগণ এই অভিযোগপত্র পাঠিয়েছেন। এঁদের নাম প'ড়ে দেখবেন, এঁদের মধ্যে সৈয়দ আছেন, মোগল আছেন, আরমানি আছেন। শুধু এঁদের অভিযোগ আমি বিশ্বাস করতে বলছি না। এই দেখুন হুগলীর ফৌজদার নন্দকুমারের পত্র। তিনি সেখান থেকে লিখছেন যে নিজে প্রত্যেক ঘটনা তদন্ত ক'রেছেন, এবং সেগুলির সত্যতা সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হ'য়ে তবে তাদের মূল অভিযোগপত্রসমূহ পাঠিয়েছেন। এণ্টনী নামক একজন বণিক তার বহুলক্ষ টাকার পণ্যদ্রব্যের সঙ্গে আমাদের জন্য কতকগুলি মূল্যবান উপঢৌকন আনছিলেন, সে জাহাজখানিও এরা লুণ্ঠন ক'রেছে।

(অভিযোগ পত্রগুলি আলিবর্দ্দীর হস্তে প্রদান)

আলিবর্দ্দী। রাজা রায়দুর্লভ, আপনি এই দণ্ডেই ইংরাজের কলিকাতাস্থ প্রধান কর্ম্মচারী বারওলকে পত্র লিখুন যে "হুগলির বণিকগণ অভিযোগ করিয়াছেন, তোমরা নাকি তাহাদের মূল্যবান পণ্যদ্রব্যপূর্ণ কয়েকখানি জাহাজ লুঠ করিয়াছ। এণ্টনি নামক একজন মহাজন বহু লক্ষ টাকার পণ্যদ্রব্যের সহিত আমার নিমিত্ত কতকগুলি বহুমূল্য উপঢৌকনদ্রব্য আনিতেছিলেন। শুনিলাম যে সে জাহাজখানিও তোমরা লুঠিয়া লইয়াছ। এই সকল মহাজনগণ রাজ্যের কল্যাণ সাধন করিতেছেন। আমি তাঁহাদের অভিযোগ আর উপেক্ষা করিতে পারি না। আমি তোমাদিগকে বাণিজ্য

করিতেই অধিকার দিয়াছি, দস্যুতা করিতে ক্ষমতা প্রদান করি নাই। এই রাজাদেশ প্রাপ্তিমাত্র তোমরা যদি সহজে এই সকল ক্ষতিপূরণ না কর, তবে আমি বিশেষ কঠিন দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিব।”

সিরাজ। এখনও কি ইংরাজ বিনাশুল্কে বাণিজ্য ক'রতে পারবে?

আলিবর্দ্দী। যদি সপ্তাহ মধ্যে তারা সকল ক্ষতিপূরণ না করে, তবে তাদের এই অধিকার হ'তে বঞ্চিত করব।

মীরজাফর। অতি সমীচীন ব্যবস্থা।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

রাজ্য পরিদর্শনে বহির্গত হইয়া সিরাজ হুগলিতে পদার্পণ করিয়াছেন। পূর্ব্বাহ্ণে স্থানীয় দেশীয় প্রজা ও বিদেশীয় বণিকগণ তাঁহাকে মহাসমারোহে অভিনন্দিত করিয়াছেন। অপরাহ্ণে তিনি খোজা ওয়াজেদ ও নন্দকুমারের সহিত বিশ্রম্ভালাপে নিযুক্ত।

সিরাজ। খোজা সাহেব, আমার পরমপূজ্য নবাব বাহাদুরের ইচ্ছানুসারে, রাজ্যের আভ্যন্তরীণ অবস্থা নিজে পর্য্যবেক্ষণ করবার আশায় ও উচ্চনীচ সকলেরই সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরিচিত হব ব'লে, আমি রাজ্য পরিদর্শনে বহির্গত হ'য়েছি। স্থানীয় প্রজাগণ প্রায় সকলেই আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রতে এসেছিলেন, ফরাসী, পর্ত্তুগীজ, দিনেমার প্রভৃতি বিদেশীয় বণিকগণও এসে ছিলেন। কিন্তু ইংরাজদের ত' দেখলাম না। এর কারণ কিছু অনুমান করতে পারেন কি ?

খোজা। আমিও সেটা লক্ষ্য ক'রেছি, কারণ কিছু খুঁজে পাই নি।

সিরাজ। (নন্দকুমারের প্রতি) আপনার কি মনে হয় ?

নন্দ। এ বিষয়ে নিশ্চিত ভাবে কিছু বলা না গেলেও অনুমান করা খুব শক্ত নয়। ইতিপূর্ব্বে কয়েকখানি জাহাজ লুণ্ঠন ব্যাপারে আপনি তাদের সমুচিত দণ্ড দিয়েছেন। যেটা কেউ কখনও

স্বপ্নেও ভাবতে পারত না, আপনি তাই ক'রেছেন। আপনি দিল্লীর বাদশাহের প্রদত্ত ফরমান অগ্রাহ্য ক'রে তাদের বিনাশুল্কে ব্যবসায় বন্ধ ক'রেছেন। আপনার পূজ্যপাদ মাতামহের নামে এ কার্য্য হ'লেও তারা বিশেষভাবে জানে, যে আপনি ভিন্ন আর কেউ এ কাজ ক'রতে সাহস করে না।

সিরাজ। আমি এই ইস্তাহার জারি না ক'রলে আপনি মনে করেন কি, যে ওরা সহজে আমার নিরীহ প্রজাদের ক্ষতিপূরণ করত? মুষ্টিমের নগণ্য বৈদেশিক বণিক ও তার পৃষ্ঠপোষক দিল্লীর বাদশাহ ত' কোন ছার! সমস্ত পৃথিবীর লোক যদি একযোগে, এইরূপ নির্ম্মমভাবে, আমার সোদরপ্রতিম স্বদেশবাসী প্রজার স্বার্থ পদদলিত ক'রত, তবে ধমনীতে রক্তবিন্দু প্রবাহিত থাকতে আমি তাও সহ্য ক'রতাম না। দুর্ব্বলকে গলা টিপে মেরে যে প্রবল তার বাহু আস্ফালন ক'রবে, এ আমি কিছুতেই বরদাস্ত ক'রতে পারব না। তবে তাদের উপর আমার কোন জাতক্রোধ নাই। যে মুহূর্ত্তে আমি সংবাদ পেয়েছি, যে তারা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণের লুণ্ঠনজনিত সমস্ত ক্ষতিপূরণ ক'রেছে, তৎক্ষণাৎ নূতন ইস্তাহার জারি ক'রেছি। যে প্রকারেই অর্জ্জিত হোক, তাদের সুবিধা থেকে ত' বঞ্চিত করি নি। তবে কোম্পানীর নামে যে ইংরাজমাত্রই এই মারাত্মক সুবিধা ভোগ ক'রবে, তা হ'তে পারে না। যতদিন আমরা রাজা, ততদিন প্রজার স্বার্থরক্ষা করতে ধর্ম্মতঃ বাধ্য র'য়েচি। হ্যাঁ তারপরে আপনি যা বলছিলেন শুনি।

নন্দ। তারপর প্রত্যেক ঘাটীতে আপনার শক্ত পরোয়ানা

প্রচারিত হ'য়েছে, যেন ইংরাজের পতাকাবাহী প্রত্যেক বাণিজ্য-পোত আটক ক'রে বিশেষভাবে অনুসন্ধান করা হয়, যে তন্মধ্যস্থ পণ্যদ্রব্য সত্য সত্যই কোম্পানীর, না কোম্পানীর নামে তাদের কর্ম্মচারী বা অনুগৃহীত ব্যক্তিবৃন্দের। এই নিয়ে কলিকাতার ইংরাজ-মহলে এক মহা আতঙ্কের সৃষ্টি হ'য়েছে। এই সেদিন হলওয়েলের "মেরী" নামক পোতখানা ধরা প'ড়েছে। এমন দিন নাই যে কোন না কোন ঘাটীতে এমনি দুই একখানি ছোট-খাট বাণিজ্য-তরণী না ধরা প'ড়ছে। কোম্পানীর প্রায় প্রত্যেক কর্ম্মচারী এই অসাধু উপায়ে নিজেদের উদর পূর্ত্তি ক'রত। এখন তারা পদে পদে নিগৃহীত ও লাঞ্ছিত হ'চ্ছে। এই সব কারণে আমার মনে হয়, তারা সাধারণের সঙ্গে অভ্যর্থনায় যোগ না দিয়ে, আপনার মনস্তুষ্টি বিধানের নিমিত্ত কোন বিশেষ আয়োজন করছে।

সিরাজ। তারা কি আমাকেও ঘুষ দিয়ে বশ করতে চায়?

নন্দ। তাদের কোন দোষ অন্ততঃ এ বিষয়ে আমি দিতে পারি না। কেন না তারা জানে, আপনি নবাব বাহাদুরের প্রতিনিধি। ঢাকা অঞ্চলে নোয়াজেস সাহেবের প্রতিনিধি রাজবল্লভকে তারা মন্ত্রৌষধি দ্বারা বশীভূত ক'রে এসেছে। এবং ইতিপূর্ব্বে তারা অন্যত্রও এই মন্ত্রে সফলকাম হ'য়েছে। সুতরাং নবাব বাহাদুরের প্রতিনিধি হিসাবে তারা আপনার উপরও সেই মন্ত্র প্রয়োগ করবে, তাতে আর আশ্চর্য্য হবার কি আছে? তারা এত দূরদেশে এসেছে সুধু অর্থ-সঞ্চয় ক'রতে; ন্যায় ধর্ম্মের সঙ্গে তাদের কোন সম্বন্ধ নাই, এবং সেটা আশাও করা যায় না।

সিরাজ। এইখানে ওদের বোঝবার গোড়ায় গলদ র'য়ে গেছে। রাজবল্লভ বা অন্য কোন ফৌজদার মধ্যে মধ্যে ওদের এমনি ক'রে জব্দ ক'রত, এবং ওদের দোহন ক'রে বেশ ভাল রকম অর্থ শোষণ করত ; আর তার পরই অবস্থা পূর্ব্ববৎ বজায় থাকত। এর কারণ, তারা রাজপ্রতিনিধি হ'লেও চাকর। বাস্তবিক রাজ্যের মঙ্গলের দিকে তাদের মত অসাধু কর্ম্মচারীদের কোন দৃষ্টি থাকে না। প্রজা, রাজ্য, সমস্ত জাহান্নমে যাক, তাতে কোন ক্ষতি নাই ; তাদের নিজের স্বার্থসিদ্ধি হ'লেই হ'ল। কিন্তু আমার ত' তা ক'রলে চ'লবে না। ইংরাজ জাতকেই অবাধ বাণিজ্যের অধিকার দেওয়ার অর্থই হ'চ্ছে দেশের রক্ত শোষণের অধিকার দেওয়া। তা যে আমি কিছুতেই দিতে পারি না—পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ ঘুষ দিলেও না।

নন্দ। আমার মনে হয় সম্প্রতি বর্দ্ধমানের জমীদার তিলক সিংএর উপর আপনি যে আদেশ প্রদান ক'রেছেন, তাইতে তাদের মনে একটু ক্ষীণ আশার সঞ্চার হ'য়েছে।

সিরাজ। দেখুন, যে রাজধর্ম্মের নিমিত্ত ওদের অবাধ বাণিজ্যের প্রসার বন্ধ করতে চাই, ঠিক সেই কারণ বশতই তাদের অন্য সব সুবিধা ক'রে দিতে চাই। আমাদের নিজ দেশের ধনবৃদ্ধির নিমিত্ত বৈদেশিক বণিকগণের সহিত বাণিজ্য ব্যাপারে আমাদের আদান-প্রদান একান্ত আবশ্যক। আমাদের শিল্পজাত সামগ্রীর রপ্তানি না ক'রতে পারলে ত' দেশের ধনবৃদ্ধি হ'তে পারে না। বর্দ্ধমানের তিলক সিং তার জমিদারীর মধ্যে ইংরাজদের

সমস্ত কুঠী বন্ধ ক'রতে চেয়েছিল। এতে মুখ্যতঃ তাদের ক্ষতি হ'লেও গৌণভাবে আমাদেরই দেশবাসী শিল্পীদের ক্ষতি হ'ত। আমি তিলক সিংএর প্রতি যে হুকুম জারি ক'রেছি, তা ইংরাজের মঙ্গলের দিকে চেয়ে নয়, আমারই স্বদেশবাসী প্রজা ও শিল্পীদের মঙ্গলের দিক চেয়ে।

নন্দ। ওদের কিন্তু মনে হ'য়েছিল, যে আপনি তাদের সুবিধা ক'রে দিতে অ-রাজী নন, তবে এখন যে তাদের অসুবিধায় ফেলছেন, সেটা সুধু কেবল কিছু বেশী রকম অর্থ সঞ্চয়ের নিমিত্ত।

সিরাজ। কৃপার পাত্র এই বেণের জাত। তারা মনে করে মানুষ বেঁচে থাকে সুধু নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ নিয়ে। প্রত্যেক কাজেই সে নিজের স্বার্থবুদ্ধির-দ্বারা পরিচালিত হয়।

প্রহরীর প্রবেশ

প্রহরী। ইংরাজ কোম্পানীর প্রতিনিধি, নানাবিধ উপঢৌকন নিয়ে উপস্থিত হ'য়েছে। সে নবাব সরকারের সাক্ষাৎপ্রার্থী।

সিরাজ। তাকে আসতে বল।

(ইংরাজ প্রতিনিধির প্রবেশ ও জানুপাতিয়া সিরাজের পদ চুম্বন) (ইংরাজ প্রতিনিধিকে) বসুন। আপনি দেখছি, অনেক মূল্যবান দ্রব্য উপহার এনেছেন।

নন্দ। আজ্ঞে হাঁ। এই ফিরিস্তি সঙ্গে আছে।

১।	৩৫ থান মোহর	৫৭০৲
২।	নগদ টাকা	৫৫০০৲

৩।	মোমের বাতি	১১০০৲
৪।	ঘড়ি	৮৮০৲
৫।	দু'জোড়া আরসি	৫৩০৲
৬।	দু'খানি শ্বেতমর্ম্মর	২২০৲
৭।	একটি পিস্তল	১১০৲
৮।	একটি হীরার আংটি	১৪৩৬৲
৯।	আলিবর্দ্দী বেগমের নজর ২৬ খান মোহর	৪২৯৲
১০।	ফকির বিদায়	১৮৪৲
১১।	হুগলির সেখগণ	৭৫৬৲
১২।	হুগলির ফৌজদারের নজর	৭৭০৲

সিরাজ। থাক আর পড়তে হবেনা। আপনি এঁর বাসস্থান ও আহারের সুব্যবস্থা করবার আদেশ দেন। আর ওঁকে জানিয়ে দেবেন, যে কোম্পানীর বাণিজ্য সৎপথে পরিচালিত হ'য়ে উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করুক, আমার তাহাই কামনা।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

হীরাঝিল কুসুমোদ্যানে লুৎফন্নেসা ও রোসেনা সখীদ্বয় প্রদোষ-প্রকৃতির সৌন্দর্য্য সুধা নির্নিমেষ নয়নে নিরীক্ষণ করিতেছেন।

লুৎফ। এই শান্ত সন্ধ্যাসমাগমে উপরের ঐ শ্যামায়মান বিশাল নীল-আকাশে আস্তে আস্তে কেমন দুটি তারকা ফুটে উঠল। আমার কিন্তু ওদের দেখতে বড়ই ভাল লাগে। কেমন সুন্দর, কেমন স্নিগ্ধোজ্জ্বল!

রোসেনা। তা ভাল লাগবে বই কি ভাই। ঐ তারকা দুটি দেখলে শাজাদার অমনি কান্তোজ্জ্বল চক্ষু দুটি মনে পড়ে।

লুৎফ। তা যে পড়েনা আমি সেকথা বলছিনা। তবে এখন আমি অন্য কথা বলতে যাচ্ছিলাম। শান্ত ও উজ্জ্বল এই দুটো ভাবের একত্র সমাবেশে কমনীয়তা কেমন আপনা আপনি ফুটে ওঠে। সেটা কত মধুর, কত নয়ন-রঞ্জন। সত্যিকারের যা সুন্দর তা আমার মনে হয় এমনি মিষ্টি, এমনি তীব্রতার জ্বালা-লেশহীন।

রোসেনা। কেন লুৎফ, মিলনের জন্য বিরহীর যে অধীর আগ্রহ, তার তীব্রতা কি কম মিষ্টি? যৌবনের উদ্বেল হৃদয়ের আকুল-উচ্ছ্বাস কি কম মিষ্টি? বাঞ্ছিতের মিলনাকাঙ্ক্ষায় পশ্চিমাকাশে দিগ্‌বধূর প্রেমের যে আবেগময়ী রক্তরাগ—তার ঔজ্জ্বল্য কি কম মধুর?

লুৎফ। এ সবের মাধুর্য্য বা সৌন্দর্য্য নাই একথা ত' আমি বলিনি। আমি শুধু বলছিলাম যে উদ্দামতার পরিণতি শান্তি। এই যেমন বরষার প্রবৃদ্ধবেগা কুলপ্লাবিনী উচ্ছ্বাসময়ী তরঙ্গিনী মহাসাগর-সঙ্গমে এসে তার সমস্ত উচ্ছ্বাস হারিয়ে ফেলে। শান্ত গম্ভীর ভাবের মধ্যে তার সমস্ত চঞ্চলতা ডুবে যায়।

রোসেনা। তাই নাকি? এত শীগ্‌গীর? কেন, শাজাদার উপর আজ অভিমান হ'য়েছে বুঝি?

লুৎফ। তার উপর অভিমান করা যায় কি?

(সিরাজের প্রবেশ)

সিরাজ। উঠছ কেন রোসেনা, বোস।

রোসেনা। আমার একটু বিশেষ প্রয়োজন আছে, শাজাদা আমায় মার্জ্জনা করবেন।

সিরাজ। অবশ্য তোমার বিশেষ প্রয়োজন থাকলে আমার কিছু বলবার নাই। তবে আমায় এখানে আসতে দেখবামাত্র যে তোমার বিশেষ প্রয়োজনের কথাটা মনে প'ড়ে গেল, তাই আশঙ্কা হ'য়েছিল বুঝি তোমাদের অসময়ে বিরক্ত ক'রলাম।

রোসেনা। আমায় যে বিরক্ত করেন নি, সে কথা আমি জোর ক'রে বলতে পারি। কিন্তু আমার বোনটিকে জিজ্ঞাসা ক'রবেন, আপনার এই অপ্রত্যাশিত আগমনে সে মনে মনে বিরক্ত হ'য়েছে কিনা। তার মনের কথা আমি হয়ত নাও জানতে পারি।

সিরাজ। তোমার স্নেহের ভগিনী মহাশয়ার নিকট ত' আমি

শত অপরাধী। এ নয়ত আর একটা বাড়ল। বোঝার উপর শাকের আঁটি বই ত' নয়। আর তাছাড়া কি জান, ওঁর দয়ার শরীর কিনা; তাই যখন অপরাধীরও শাস্তি বিধান করেন, তখন সেটাও কঠোর না হ'য়ে মধুর হ'য়ে পড়ে। আমাদের রহমৎউল্লা কাজি সাহেবের দণ্ডবিধির সঙ্গে ওঁর দণ্ডবিধির এই যা প্রভেদ! (লুৎফের প্রতি) তুমি চোখ রাঙাচ্ছ কেন? রোসেনা এখানে দাঁড়িয়ে র'য়েছে। ও যদি দেখতে পায়!

রোসেনা। না লুৎফ, আমি কিছু দেখতে পাইনি। আমি এখন যাই। শাজাদার অপরাধ হ'য়ে থাকলে তুমি তার উপযুক্ত শাস্তির বিধান কর। তবে সেটা সাধারণ লোকের চক্ষুর অন্তরালে হ'লেই ভাল হয়। কেননা ভবিষ্যৎ নবাবের তাতে মর্য্যাদাহানির সম্ভাবনা আছে।

(রোসেনার প্রস্থান)

লুৎফ। তুমি দিন দিন কি যেন হ'য়ে প'ড়ছ। আর তোমার বেয়াদপি দেখছি মাত্রা ছাড়া।

সিরাজ। সত্যি নাকি? তবে কি জান, মনটা যখন বড়ই চিন্তাভারক্লিষ্ট হ'য়ে পড়ে, তখন একটু বাইরের তরলতা দিয়ে সেটাকে হাল্কা ক'রে নেওয়া দরকার হয়।

লুৎফ। কেন, আজ আবার কিছু নূতন ষড়যন্ত্রের সংবাদ পেয়েছ নাকি?

সিরাজ। আজ যা শুনেছি, তা তোমায় ব'লতেও লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে। ক্ষোভে, রোষে, দুঃখে আমি আর

নিজেকে নিজে সামলাতে পারছিনা। ভেবেছিলাম একথা আর কারো কানে যাওয়ার আগে আমি সমস্ত শেষ ক'রে ফেলব। কিন্তু হোসেন কুলীর দণ্ডবিধানের পর তুমি আমায় অনুযোগ ক'রেছিলে। তাই তোমায় জানাতে এসেছি ; এখন তুমি কি বল তাই শুনতে চাই। এ বিষয়ে ধীরভাবে চিন্তা করাও আমার অসহ্য হ'য়ে প'ড়েছে।

লুৎফ। এমন কি কথা প্রিয়তম, যার স্মরণেও তুমি এতটা উত্তেজিত হ'য়ে প'ড়ছ? আমাকে ব'লতেও ইতস্তত করছ? আমি কি তোমার স্থধু সুখের ভাগ নেব? আর যত দুশ্চিন্তা, দুঃখ, ক্লেশ সব তুমি একলা নিজে ভোগ করবে?

সিরাজ। আমি তোমায় কি জানিনা লুৎফ? তুমি যে আমার একাধারে স্ত্রী, সচিব ও সখী। তোমার সঙ্গে এ বিষয়ে একটা কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের নিমিত্ত পরামর্শ ক'রব ব'লেই এসেছি। তবে কথাটা এমনি মর্ম্মান্তিক ও গ্লানিকর, যে তোমায় ব'লতে গিয়েও সেটা মুখে বেধে আসে। ইতিপূর্ব্বে হোসেন কুলীখাঁকে যে অপরাধে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ক'রেছিলাম, আজ রাজবল্লভও সেই অপরাধে অপরাধী।

লুৎফ। হায় হতভাগিনী বিধবা! কিন্তু তখনকার ও এখনকার যে প্রভেদ অনেক। তখন নোয়াজেস্ সাহেব জীবিত ছিলেন। তাঁর অনুরোধে তাঁর উত্তেজনায় ও দাদুসাহেবের অনুমত্যানুসারে তুমি যে কাজ ক'রেছিলে, লোকে না জানলেও খোদার কাছে তার জন্য তোমার কোন দায়িত্ব ছিলনা। কিন্তু এখন নোয়াজেস্

সাহেব জীবিত নাই। আমাদের একমাত্র ভরসা দাদুসাহেব, তিনিও মৃত্যুশয্যায়। এমন সময় তাঁর নিজের বিধবা কন্যার এই কদর্য্য কলঙ্কের কথা অন্তিমকালে তাঁকে শোনান অত্যন্ত হৃদয়হীনতার কাজ হবে। তাঁকে এমন নিষ্ঠুর আঘাত তোমায় আমি কিছুতেই করতে দেবনা।

সিরাজ। কিন্তু এই বীভৎস কাণ্ডের প্রতিবিধান ত' আমায় করতেই হবে। আমি তা জেনে শুনে এর প্রশ্রয় দিতে পারিনা। আবার আমি নিজে কিছু ক'রতে গেলেই লোকে এর অন্য অর্থ করবে। একেই ত' হোসেন কুলীর মৃত্যুর পর থেকে রাজধানীর লোকে হতভাগিনী ঘেসেটীবেগম সম্বন্ধে নানা কথা বলে। এর পর আবার রাজবল্লভকে দণ্ডিত করলে সে কুৎসা, সে কলঙ্ক-কাহিনী পুনরুজ্জীবিত হ'য়ে সহস্র জিহ্বায় প্রচারিত হবে। সুতরাং আমার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হবে। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে কৃতঘ্ন স্বার্থান্ধ ষড়যন্ত্রকারীর দল প্রচার করবে, যে নিজের সিংহাসন আরোহণের পথ বিপদমুক্ত করবার জন্যই রাজবল্লভের উপর মিথ্যা দোষারোপ ক'রে তাকে দণ্ডিত ক'রেছি।

লুৎফ। না এখন তাকে কোনরূপেই দণ্ড দেওয়া যায়না। তাতে হিতে বিপরীত হ'য়ে উঠবে। তাঁর উদ্দেশ্য ঘেসেটী বেগমের নামে তিনি স্বয়ং বাংলা বিহার উড়িষ্যার নবাবী ক'রবেন। কিন্তু নোয়াজেস সাহেবের পোষ্যপুত্র যে তাঁর জীবদ্দশাতেই গতাসু হ'য়েছেন। সুতরাং ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ তাঁর উদ্দেশ্য কিছুতেই সমর্থিত হ'তে পারেনা।

সিরাজ। ন্যায় ধর্ম্ম ছাড়াও গায়ের জোর ব'লে একটা জিনিস আছে। আর দুরাকাঙ্ক্ষার এমন একটা মাদকতা আছে, যে সে ক্রমাগত বেড়েই যায়; কখনও কমে না। দুরাকাঙ্ক্ষা মানুষকে পাপপুণ্য জ্ঞান রহিত ক'রে পশুতে পরিণত করে, বিবেককে পদদলিত করে। উগ্রবীর্য্য সুরার ন্যায় মানুষকে উন্মত্ত ক'রে তোলে। নবাব সরকারের ঢাকাস্থিত ধনভাণ্ডার নিঃশেষে লুণ্ঠন ক'রে, সে এখন পুত্র কৃষ্ণদাসের দ্বারা সেই সমস্ত ধনরত্ন কলিকাতায় ইংরাজের আশ্রয়ে সরিয়েছে। এই অধর্ম্মার্জ্জিত ঐশ্বর্য্য নির্ব্বিঘ্নে ভোগ করবার নিমিত্ত তার এখন মুর্শিদাবাদের মসনদের প্রয়োজন হ'য়েছে। বেশ জানে, যে সে এখন সমস্ত হিসাব নিকাশের জন্য দায়ী। সুতরাং বাংলা বিহার উড়িষ্যার নবাব তাকে হ'তেই হবে। ন্যায় ও ধর্ম্মপথে যখন তা হবার উপায় নাই, তখন অধর্ম্মের আশ্রয় নিয়েই তাকে তা অর্জ্জন করতে হবে। এই জন্য তার প্রধান অস্ত্র ঘেসেটী বেগম। এবং তার সহায় স্বর্ণপ্রসূ বাংলার শোণিতপায়ী, প্রজার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠনকারী পশ্চিম ভারতের জগৎ শেঠ ও উমিচাঁদ, আর ভাগ্যান্বেষী বণিক ইংরাজ।

লুৎফ। রাজবল্লভের পাপের দণ্ড খোদা তাকে দেবেন। কিন্তু আমার মনে হয় বংশের সুনাম ও মর্য্যাদা যাতে রক্ষিত হয়, এমন কাজ তোমার অনতিবিলম্বে করা উচিত। বিধবা মাতৃস্বসার অভিভাবক এখন তুমি। তুমি নিজে মোতিঝিলে গিয়ে তাঁকে বল, যে তাঁর আর এখন পৃথকভাবে থাকা শোভা পায় না। তিনি তোমার মাতার গৌরবে, তোমার মাতা ও মাতামহীর সঙ্গে এই

প্রাসাদে এসে বাস করুন। তাহ'লে আমার বোধ হয় এক ঢিলে দুই পাখী মরে।

সিরাজ। কিন্তু তুমি কি মনে কর রাজবল্লভ এত সহজে তাঁকে এখানে আসতে দেবে? আমি জানি সে সর্ব্বদা মোতিঝিলে দুই সহস্র সশস্ত্র সৈন্য রেখে দিয়েছে। সে কেবল সুযোগ ও সুবিধার অপেক্ষায় ব'সে আছে।

লুৎফ। সে যে সহজে আসতে দেবে না, সেকথা বেশ বুঝতে পারি; এবং যে কোন উপায়ে হোক একটা দ্বন্দ্ব, কলহ বাধিয়ে তোলবার চেষ্টা ক'রবে। কিন্তু তুমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হ'য়ে যাবে, যেন কিছুতেই কোনরূপ কলহ না হ'তে পারে। আর কোন সুযোগে অপরের অলক্ষ্যে বেগমকে নিজের নিকট ডেকে ব'লবে, যে তার সমস্ত অপরাধের কথা তুমি জান; কিন্তু তবুও তাকে তার স্বপদে প্রতিষ্ঠিত রাখবে। পাপীর কোন কালে নৈতিক সাহস থাকে না। সে যখন বুঝবে, যে বাইরের লোকের নিকট তার সম্ভ্রম অক্ষুণ্ণ রইল, তখন আর সে কোনও রূপে তোমায় বাধা দিতে সাহস ক'রবে না। খোদা তোমার সাহায্য করবেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

নবাব আলিবর্দ্দী অন্তিম শয্যায় শায়িত। সিরাজ ও ডাক্তার ফোর্থ তাঁহার শয্যাপার্শ্বে দণ্ডায়মান।

সিরাজ। দাতুসাহেব ঔষধ স্পর্শ ক'রবেন না ব'লছেন।

ডাক্তার। তা হ'লে চ'লবে কেমন ক'রে ?

আলি। আমার আর ঔষধের কোন প্রয়োজন নাই। খোদার নিকট হ'তে ডাক যখন এসেছে, তখন আমায় যেতেই হবে। মানুষের যা সাধ্য তা ত' তোমরা ক'রলে। আর এ বিষয়ে বৃথা চেষ্টা ক'রে কোন ফল নাই। তবে শেষ তুই একটা দিন যা আছি, যেন শান্তিতে থাকতে পাই, এই তোমাদের নিকট আমার অনুরোধ। আমার বড় সাধ ছিল সিরাজকে সুপ্রতিষ্ঠিত দেখে যাই। সে আমার আরব্ধ কাজ শেষ করবে। কত আশায় আর কি মূল্যে যে দেশের শান্তি ক্রয় ক'রলাম, তা একমাত্র খোদাই জানেন। কিন্তু ডাক্তারসাহেব, এখন দেখছি তুশ্চিন্তা আর অশান্তি মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমায় রেহাই দেবে না।

ডাক্তার। কিসের তুশ্চিন্তা খোদাবন্দ ?

সিরাজ। জিজ্ঞাসার কি কিছু প্রয়োজন আছে ? আমার দাতুসাহেবকে দেখতে আসা, এবং প্রতিমুহূর্ত্তে তাঁর শরীরের অবস্থা কেমন হ'চ্ছে, তাই জানবার জন্য আপনার একান্ত আগ্রহ, এ সবের ভিতরে কি কোন গূঢ় উদ্দেশ্য নাই ? আমি সব সইতে পারি, কেবল ন্যাকামিটা বরদাস্ত ক'রতে পারি না।

ডাক্তার। আপনি কি ব’লছেন শাজাদা, তা ত আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

সিরাজ। বুঝতে আপনি ঠিকই পারছেন, তবে অজ্ঞতার ভাণ আপনাকে করতেই হবে। দেশ-দ্রোহী, স্বার্থপর, কুক্কুরাধম, কাপুরুষ, ষড়যন্ত্রকারীদের দূতরূপে আপনি এখানে এসে থাকেন : আমার দাদুসাহেবের শেষ নিশ্বাসবায়ু কখন বহির্গত হবে সেইটা দেখবার জন্য। যদি সাহস থাকে অস্বীকার করুন। আপনারা বিদেশী বণিক হ’য়েও এই মানবকুল-কলঙ্ক ষড়যন্ত্রকারীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। ধর্ম্মতঃ বলুন একথা সত্য কিনা।

আলি। একথা কি সত্য ডাক্তারসাহেব?

ডাক্তার। না, এ কখনই সত্য নয়। আমাদিগকে অপদস্থ করবার প্রত্যাশায় আমাদের শত্রুপক্ষ এরূপ জনরব সৃষ্টি ক’রে থাকবে। ইংরাজ কোম্পানি বণিক, তারা সৈনিক নয়। দেশের রাষ্ট্রবিপ্লবে তারা যোগদান ক’রবে কেন? এই ত প্রায় শতাধিক বর্ষ আমরা এদেশে বাণিজ্য ক’রতে এসেছি, আমরা ত’ চিরদিন কেবল বাণিজ্য ক’রেই সন্তুষ্ট আছি। আমরা ত’ কখনও রাষ্ট্রবিপ্লবে কোন পক্ষই সমর্থন করিনি।

আলি। তোমাদের কাশিমবাজারের কুঠি না কেল্লা? সেখানে কতজন সৈনিক থাকে?

ডাক্তার। যা নিয়ম তার বেশী ত’ থাকে না। কর্ম্মচারী সমেত মোট ৪০ জন মাত্র।

আলি। কখনও কি তার বেশী থাকত না?

ডাক্তার। থাকত, কিন্তু সে কেবল বর্গীর হাঙ্গামার সময়। বর্গীর হাঙ্গামা নিবৃত্ত হওয়ার পর থেকে সে সমস্ত অতিরিক্ত সৈন্য-দলকে ত' কলিকাতায় পাঠিয়ে দেওয়া হ'য়েছে।

আলি। তোমাদের যুদ্ধ-জাহাজ কোথায় থাকে?

ডাক্তার। বোম্বাই অঞ্চলে।

আলি। সে সকল যুদ্ধ-জাহাজ এদেশে আসবে না?

ডাক্তার। আমি তা ব'লতে পারি না। তবে আসার কোন কারণ দেখা যায় না।

আলি। তিন মাস পূর্ব্বেও কি তোমাদের কতকগুলি যুদ্ধ-জাহাজ আসেনি?

ডাক্তার। এসেছিল, এমন দুই একখানা জাহাজ প্রতি বৎসরই এসে থাকে। রসদ সংগ্রহ করাই তার একমাত্র উদ্দেশ্য।

আলি। এ প্রদেশে যুদ্ধজাহাজ আনবার প্রয়োজন কি?

ডাক্তার। কোম্পানীর বাণিজ্য রক্ষা আর ফরাশীযুদ্ধের আশঙ্কা নিবারণ করাই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য।

আলি। ফরাশীদের সঙ্গে তোমাদের আবার কি যুদ্ধ আরম্ভ হ'য়েছে?

ডাক্তার। না, যুদ্ধ এখনও বাধে নাই বটে, তবে শীঘ্রই বাধবার আশঙ্কা আছে।

আলি। আচ্ছা ডাক্তারসাহেব তুমি এখন যেতে পার।

[ডাক্তার ফোর্থের প্রস্থান]

সিরাজ, দাদু আমার, আমি কেবল যুদ্ধক্ষেত্রে অসিহস্তে জীবন-

যাপন ক'রেই সংসার হ'তে অবসর গ্রহণ ক'রতে চ'লেছি। কিন্তু কার জন্য এত যুদ্ধ করলাম, আর কার জন্যই বা কৌশলে রাজ্যরক্ষা করবার জন্য প্রাণপণ করেছিলাম? আমার অভাবে তোমার কি কষ্ট বা অসুবিধা হ'তে পারে, তাই ভেবে কত না রজনী জাগরণে অতিবাহিত ক'রেছি, তুমি ত' তার কিছুই জান না দাদু। আমার অভাবে কে কি ভাবে তোমার সর্ব্বনাশ ক'রতে পারে, তা আমার অপরিজ্ঞাত নাই। দেওয়ান মাণিকচাঁদ তোমার প্রবল শত্রু হ'য়ে উঠত। তাই তাকে রাজপ্রসাদ দানে তুষ্ট ক'রে রেখেছি। এখন আর আমার বেশী কথা বলবার ক্ষমতা নাই। বড়ই দুর্ব্বল হ'য়ে প'ড়েছি। যদি আর সময় না পাই, তাই তোমাকে আমার শেষ উপদেশ দিয়ে যাচ্ছি। ইউরোপীয় বণিকদের কিরূপ শক্তি বৃদ্ধি হয়, তার প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখবে। তারাই তোমার একমাত্র আশঙ্কার স্থল। খোদা আমাকে আরও কিছুদিন পৃথিবীতে জীবিত রাখলে আমিই তোমার এ আশঙ্কা নির্ম্মূল ক'রে দিতাম। কিন্তু তা' আর হ'ল না। এ কাজ এখন তোমাকেই একাকী সাধন ক'রতে হবে। এরা তেলেঙ্গা প্রদেশে যুদ্ধ ব্যাপারে লিপ্ত হ'য়ে যেরূপ কুটিল নীতির পরিচয় দিয়েছে, তাই দেখে তোমাকে সর্ব্বদা সতর্ক থাকতে বলচি। এরা দেশের গৃহ-বিচ্ছেদ উপলক্ষ্য ক'রে, সেই দেশ আপনাদের মধ্যে ভাগ বাঁটোয়ারা ক'রে, প্রজাদের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন ক'রে নিয়েছে। কিন্তু ইউরোপীয় বিভিন্ন শ্রেণীর বণিকগণকে একসঙ্গে পদানত করবার চেষ্টা কোরো না। ইংরাজদেরই সমধিক ক্ষমতা বর্দ্ধিত হ'য়েছে। সেদিন তারা

অষ্ট্রিয়া দেশ জয় ক'রে এসেছে। তাদেরই সর্ব্বাগ্রে দমন ক'রবে। ইংরাজদের দমন ক'রতে পারলে অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকগণ আর মাথা তুলে উৎপাত ক'রতে সাহস করবে না। তাদের কিছুতেই দুর্গ নির্ম্মাণ বা সৈন্য সংগ্রহ করবার প্রশ্রয় দিও না। যদি দাও এ দেশ আর তোমার থাকবে না।

সিরাজ। এ কি; দাদু অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়লেন? দিদি-মা, শীগগীর এস। "জল"—

(আলিবর্দ্দী-বেগমের প্রবেশ)

আঃ বেগম। একি হ'ল সিরাজ? ইনি যে একেবারে এলিয়ে প'ড়েছেন।

সিরাজ। এই যে নিশ্বাস বইছে। শীগ্‌গীর হকিমসাহেবকে আসতে বল। আমার সঙ্গে কথা ব'লতে ব'লতে উত্তেজিত হ'য়ে প'ড়েছিলেন। এ তারই প্রতিক্রিয়া ব'লে বোধ হ'চ্ছে।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

মুর্শীদাবাদ দরবার কক্ষে মীরজাফর, জগৎ শেঠ, রাজবল্লভ মোহনলাল প্রভৃতি অমাত্যগণ আসীন। সকলেরই মুখে একটা অজানিত আশঙ্কা ও দুশ্চিন্তার ছায়া পড়িয়াছে।

জগৎ। খাঁ সাহেব ব্যাপারটা কি ব'লতে পারেন? আমি ত' কিছুই ঠিক করতে পারছি না। ইংরাজ বণিকগণের উপর নবাব-বাহাদুর যেরূপ ক্রুদ্ধ হ'য়েছেন, তাতে ব্যাপার কিছু বেশী দূর গড়াবে ব'লে মনে হ'চ্ছে। সহজে মিটবে ব'লে মনে হয় না।

রাজ। আচ্ছা, গেলেন ত' পূর্ণিয়ার নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ক'রতে। অথচ সমস্ত সৈন্যদের পর্য্যন্ত হঠাৎ রাজমহল থেকে ফিরে নিয়ে এলেন। শুনেছি কলিকাতার গবর্ণর ড্রেক সাহেবের কি পত্র পেয়ে নাকি এতই উত্তেজিত হ'য়ে পড়েন, যে তৎক্ষণাৎ সমস্ত সৈন্য-বাহিনীকে মুর্শিদাবাদ ফিরে আসবার হুকুম দেন। আর এখানে প্রত্যাবর্ত্তন ক'রেই প্রথমেই এই কাশিমবাজার অবরোধ করেন। সে পত্রের মর্ম্ম কি আপনি কিছু অবগত আছেন?

মীর। আমি সব কথা সঠিক্ ব'লতে পারব না। তবে আমাদের রাজা মোহনলাল বোধ হয় এ বিষয়ে অনেক কথা জানতে পারেন। ইংরাজদের সম্বন্ধে নবাবের মনোভাব যে কিরূপ, তা ত' আপনাদের অবিদিত নাই। তাদের প্রত্যেক কাজই উনি সন্দেহের চোখে দেখেন। তার উপর নাকি ওঁর পুনঃ পুনঃ

অনুরোধ সত্ত্বেও ইংরাজ তাদের নবনির্ম্মিত পেরিং দুর্গ এখনও ভেঙ্গে ফেলেনি।

রাজবল্লভ। হাঁ শুনেছি বটে, কলিকাতার সন্নিকটস্থ বাগবাজারে গঙ্গার ধারে তা'রা নূতন দুর্গ প্রতিষ্ঠিত ক'রেছে। ওঁর বিনানুমতিতে এ সব কাজ করা ইংরাজদের অবশ্য মোটেই উচিত হয় নি। এতে ত' সন্দেহ উদ্রেক হবারই কথা। সেইজন্যই সে দুর্গ ভেঙ্গে ফেলবার হুকুম জারি ক'রেছিলেন। তাঁর সেই আদেশ এখনও প্রতিপালিত হয় নি। এতে ত' ক্রোধের যথেষ্ট কারণ আছে। আমিও এই রকমটাই কিছু হবে ব'লে আন্দাজ ক'রেছিলাম। আশা করি রাজা মোহনলাল এ বিষয়ে আমাদের কৌতূহল চরিতার্থ ক'রে বাধিত করবেন। কাশিমবাজার কুঠীর গোমস্তা ওয়াটস্ সাহেবকে আজ আমি সকালে এই কথাই বলছিলাম। আমি তাকে ব'লেছি, যে এ যাত্রা আর সহজে মিটবে ব'লে বোধ হয় না। নিজে হাতে রুমাল বেঁধে এসে নবাব বাহাদুরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, এবং তিনি যে হুকুম করেন অবিলম্বে তা তামিল কর। কাচের পুতুলে এবার আর সানাবে না। এখন উনি দেশের রাজা।

মোহন। আপনারা যা জানেন তদতিরিক্ত আমি যে কিছু বেশী জানি তা নয়। তবে ইংরাজ বণিক অধুনা অত্যন্ত বাড়াবাড়ি আরম্ভ ক'রেছে, তাইতে উনি অত্যন্ত বিরক্ত হ'য়েছেন। নবাব বাহাদুরের বিশ্বাস, যে ওরা দেশে গৃহবিচ্ছেদের সন্ধান পেয়ে গোপনভাবে নিজেদের বল বৃদ্ধির চেষ্টা ক'রছে। দাক্ষিণাত্যেও

নাকি তারা এই রকম ক'রে সেখানকার মালিক হ'য়ে বসেছে। তিনি বলেন যে মদ্রদেশের নাটকের পুনরভিনয় বঙ্গদেশে কিছুতেই হতে দেবেন না।

রাজবল্লভ। তাই নাকি? তাই নাকি?

জানকী। গৃহ-বিচ্ছেদ, গৃহছিদ্র, এ সব কথার অর্থ ত' হৃদয়ঙ্গম ক'রতে পারছি না খাঁ সাহেব। আপনি কিছু বুঝতে পেরেছেন কি?

মীরজাফর। কেমন ক'রে বুঝব, শেঠজী? আমরা ত ক্রমশঃ বুড়ো হ'য়ে পড়ছি, আজকালকার ছেলেদের সব কথা আমরা ভাল করে বুঝতে পারি না।

রাজবল্লভ। আচ্ছা রাজা মোহনলাল, এই গৃহ-বিচ্ছেদ না কি ব'ল্লেন, এ কথাটার তাৎপর্য্য ত' গ্রহণ ক'রতে পারলাম না। আমি সে রকমের কোনই সম্ভাবনা দেখতে পাই না।

মোহন। আমি নিজে সে সম্বন্ধে কিছুই অবগত নই। তবে বৃদ্ধ নবাব আলীবর্দ্দী খাঁ বাহাদুর এই রকম কি একটা কথা, আমাদের বর্ত্তমান নবাব বাহাদুরকে তাঁর মৃত্যুশয্যায় ব'লেছিলেন ব'লে শুনেছিলাম। আমার মনে হয় এটা তারই প্রতিক্রিয়া-সঞ্জাত। এ রকম একটা কিছু বাস্তব জগতে না থাকলেও তাঁর মনে থাকতে পারে।

রাজবল্লভ। তাই সম্ভব।

জানকী। এ ত নিশ্চয়। এতে আর সম্ভাবনার অনিশ্চয়তা কেন? একথা আমি কোরাণ শরীফ ছুঁয়ে ব'লতে পারি। এখানে সবাই রাজভক্ত। আর গৃহ-বিচ্ছেদের বীজই এখানে

জন্মাতে পারে না। কিন্তু মান্দ্রাজ অঞ্চলের যে কথা ব'লছিলে, তা সে দেশে সবই হ'তে পারে। তারা কথা ব'লছে না কিড়ির-মিড়ির করছে, তা বোঝবার যো'টি নাই। সেখানকার মানুষ দেখে পুরুষ কি স্ত্রীলোক ঠিক করা শক্ত। সকলের মাথায় ঝুঁটি। আবার পুরুষগুলো কাছাখোলা, মাগীদের কাছা আঁটা। ও দেশে সবই সম্ভব। কিন্তু ঐ যা বললাম, এই বাংলাদেশের মাটীতে গৃহ-বিচ্ছেদের বীজ অঙ্কুরিতই হতে পারে না। সুতরাং সেই বৃক্ষের ফল কোন বিদেশী এসে ভোগ ক'রবে, এ অতি দূরের কথা। "দিল্লী হনোজ দূরস্থ হ্যায়"।

মোহন। এটা বালিমাটীর দেশ ব'লেই যা ভয়।

রাজবল্লভ। হাঁ, ইংরাজদের সম্বন্ধে কি বলছিলেন, যার জন্য নবাব বাহাদুর তাদের উপর বিরক্ত হ'য়েছেন ?

মোহন। হলওয়েল সাহেব কলিকাতার আসে পাশে প্রায় পঁয়ত্রিশ খানি গ্রামের জমিদারী স্বত্ব কিনেছেন, এবং প্রজাদের উপর অত্যন্ত অন্যায় অত্যাচার করেন। গরীব প্রজাদের ক্রন্দন, দেশের যে রাজা, সে যদি না শোনে তবে শুনবে কে ? এ যে রাজধর্ম্ম !

রাজবল্লভ। আর কিছু ?

মোহন। হ্যাঁ, ইংরাজেরা এমন লোকদের আশ্রয় দিচ্ছে, যারা রাজদণ্ড হ'তে অব্যাহতি পাবার জন্যই সেখানে পালিয়ে যায়। এমন ক'রলে ত' দেশে শাসন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা অসম্ভব হ'য়ে উঠবে। এর প্রতিবিধান একান্ত প্রয়োজনীয়।

জানকী। তাহ'লে ত দেখছি আর ইংরাজের নিস্তার নাই।

মোহন। আমার ত' তেমন মনে হয় না। তিনি যে ইংরাজের উচ্ছেদ কামনা করেন, বা তাদের সর্ব্বনাশ ক'রতে চান, এমন ত' কিছুতেই মনে হয় না। কেননা তা যদি হ'ত তা হ'লে এই সামান্য কাশিমবাজার কুঠীর গোমস্তা ওয়াটস্‌কে ধ'রে আনবার জন্য তাঁকে এতটা কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ ক'রতে হ'ত না। তিনি ত মুহূর্ত্ত-মধ্যে তাদের ঐ কুঠীকে নিশ্চিহ্ন ক'রে দিতে পারতেন, বা ওয়াটসকে জোর ক'রে ধ'রে আনতে পারতেন।

জানকী। হ্যাঁ, এটা ওঁর নীতিজ্ঞান ও কার্য্যকুশলতার হিসাবে গৌরবের বিষয় ব'লতে হবে, যে একবিন্দু রক্তপাত না ক'রেও উনি কাশিমবাজার কুঠী দখল ক'রলেন। এ সব দেখে মনে হয় উনি ইংরাজের বাস্তবিক কোন ক্ষতি করতে চান না, শুধু একটু শিক্ষা দিতে চান।

মোহন। উনি শুধু রাজধর্ম্ম প্রতিপালন ক'রতে চান। সর্ব্ব-প্রযত্নে প্রজার যাতে মঙ্গল হয় তাই ক'রতে চান! প্রকৃতপক্ষে প্রজাসাধারণের উন্নতি ও মঙ্গলের নিমিত্ত ইতিপূর্ব্বে অন্য কোন রাজা এমন বদ্ধপরিকর হ'য়েছিলেন কিনা, সে বিষয়ে আমার ঘোর সন্দেহ আছে। অবশ্য পুরাণবর্ণিত রাজা রামচন্দ্রের কথা আমি বলছি না। আমি মানুষের কথা বলছি, অতি মানুষের কথা নয়!

(সিরাজের প্রবেশ)

সিরাজ। দেওয়ানজী, ওয়াট্‌স সাহেব এসেছে? সে মুচলেকা স্বাক্ষর ক'রতে প্রস্তুত ত'?

রাজবল্লভ। আজ্ঞে হাঁ হুজুর। আপনার আদেশের অপেক্ষায় সে বাইরে অপেক্ষা ক'রছে। আদেশ মাত্র দরবারে উপস্থিত হ'য়ে মুচলেকায় স্বাক্ষর ক'রবে।

সিরাজ। মোহনলাল, মুচলেকা যথারীতি স্বাক্ষরের জন্য প্রস্তুত হ'য়েছে?

মোহনলাল। হুজুরের আদেশ অনুযায়ী সমস্ত সর্ত্তই সন্নিবেশিত ক'রেছি। তার নকল খানি আমার নিকট আছে, এবং আসল খানি যথারীতি স্বাক্ষরের নিমিত্ত মীরমুন্সীর দপ্তরে রক্ষিত হ'য়েছে।

সিরাজ। এখানে যখন সকলেই উপস্থিত আছেন, তাঁদের সকলকেই সেখানি প'ড়ে শোনাও। যদি তাঁদের কিছু বক্তব্য থাকে আমার জানা দরকার। মাত্র মূল সর্ত্তগুলি পড়।

মোহনলালের মুচলেকা পাঠ:—

১। কলিকাতার নবপ্রতিষ্ঠিত শেরিং দুর্গ চূর্ণ করিতে হইবে। ২। যে সকল বিশ্বাসঘাতক কর্ম্মচারী রাজদণ্ড হইতে অব্যাহতি-লাভের নিমিত্ত কলিকাতায় পলায়ন করিয়া থাকে, তাহাদিগকে বাঁধিয়া আনিয়া দিতে হইবে। ৩। বিনাশুল্কে বাণিজ্য করিবার জন্য ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানী যে বাদশাহী সনন্দ পাইয়াছেন, তাহার দোহাই দিয়া অন্য লোকেও বিনাশুল্কে বাণিজ্য চালাইয়া রাজকোষের যত ক্ষতি করিতেছে, তাহার পূরণ করিতে হইবে। ৪। কলিকাতার জমিদার হলওয়েল সাহেবের অন্যায় অত্যাচারে দেশীয় প্রজাবৃন্দ যে সকল নির্য্যাতন সহ্য করিতেছে, তাহা রহিত করিতে হইবে।

সিরাজ। খাঁ সাহেব, শেঠজী, দেওয়ানজী, আপনারা ত' সমস্ত সর্ত্তই শুনলেন। এখন এ বিষয়ে যদি আপনাদের কোন বক্তব্য থাকে তা ব্যক্ত করুন। আমরা আপনাদের মতামতের বিশেষ সম্মান করি।

মীর। এ সমস্ত সর্ত্তই ঠিক হ'য়েছে।

জানকীরাম। আমরা এই সমস্ত সর্ত্তগুলিরই পূর্ণ সমর্থন করি।

সিরাজ। আচ্ছা, তাহ'লে এখন কাশিমবাজারের গোমস্তাকে ভিতরে আসতে বলতে পারেন।

(জনৈক প্রহরীর প্রস্থান ও ওয়াট্‌স সাহেবকে আনয়ন এবং ওয়াট্‌সের তৎকাল প্রচলিত কুর্ণীশ করণ)

সিরাজ। দেখুন ওয়াট্‌স সাহেব, আপনাদের কোম্পানীর কলিকাতাস্থ কর্ম্মচারিগণের ব্যবহারে আমরা বড়ই বিরক্ত হ'য়েছি। আমাদের আজ্ঞাপালনে অবহেলা ক'রলে আমরা তা কিছুতেই ক্ষমা ক'রতে পারব না। আমরা শুনে সন্তুষ্ট হ'য়েছি, যে এক্ষণে আপনি এবং আপনার কোম্পানী আমাদের আদেশ প্রতিপালনার্থ মুচলেকায় আবদ্ধ হ'তে প্রস্তুত আছেন। আপনি মীরমুন্‌সীর দপ্তরে তাঁর সমক্ষে যথারীতি সেই মুচলেকায় স্বাক্ষর ক'রে সেখানি দরবারে পেশ করুন। আমরা তাহ'লে যথাবিহিত আদেশ প্রদান ক'রব।

[ওয়াট্‌সের প্রস্থান।

মোহনলাল, আমরা শুনেছি যে আমাদের সৈন্যগণ শুধু কাশিম-

বাজারে ছাউনি গেড়েছে দেখেই, অনেক ইংরাজ কুঠীয়াল রাত্রির অন্ধকারে তাদের কুঠি ছেড়ে পালিয়েছে। অথচ যুদ্ধ যে কোথায় তার ঠিকানা নাই।

মোহনলাল। হেষ্টিংস নামক একজন ইংরাজ এত ভয় পেয়েছিল, যে কান্ত ব'লে একজন অতি গরীব মুদির কুটীরে তার চা'ল ধান রাখবার কাঁচা মাটীর গোলার মধ্যে তুদিন আত্মগোপন ক'রেছিল।

সিরাজ। সেখানে কি খেলে ?

মোহনলাল। হুজুর, সেখানে ত' রোস্ত-গোস্তের কোন সম্ভাবনা ছিল না। সেই দরিদ্রের পান্তাভাত ছাড়া আর কি পাবে বলুন ?

সিরাজ। এত ভয়! অথচ, যুদ্ধের নাম গন্ধ নাই। বীর-পুরুষ বটে! এরাই আবার বীরত্বের বড়াই করে! হ্যাঁ, বীর পুরুষ বলি সেই অর্থ-সামর্থ্য-শূন্য দীন দরিদ্র মুদিকে, কেননা সরকারী ফৌজের হস্তে তার লাঞ্ছনার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও, আত্ম-প্রাণ তুচ্ছ ক'রে সে আর্ত্তকে আশ্রয় দিয়েছিল। যে এত মহৎ, খোদা তার মঙ্গল ক'রবেন। আর এই কাপুরুষ ফিরিঙ্গী, এদের কথায় আর আমি বিশ্বাস করছিনা।

(ওয়াট্‌সের প্রবেশ ও মুচলেকা প্রদান)

আপনার ব্যবহারে আমরা সন্তুষ্ট হ'য়েছি। আপনার নিজের ব্যক্তিগত সততার উপর আমাদের অবিশ্বাস নাই। তবে আপনার

কোম্পানীর কলিকাতাস্থ কর্ম্মচারিগণের উপর সম্যক আস্থা স্থাপন ক'রবার পূর্ব্বে, এই মুচলেকায় তাদের সম্মতি-জ্ঞাপক পত্র আমাদের হস্তগত হওয়া আবশ্যক বিবেচনা করি। যতদিন সে পত্র না পাই, ততদিন কাশিমবাজারের কুঠী আমাদের দখলে থাকবে, এবং আপনি প্রতিভূ স্বরূপ এখানে অবস্থান ক'রবেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ

নবাব সিরাজদ্দৌল্লার মুর্শীদাবাদস্থ হীরাঝিল প্রাসাদের অন্তঃপুরে লুৎফন্নেসা ও রোসেনা বিশ্রম্ভালাপে রত।

লুৎফ। আচ্ছা রোসেনা দিদি, ব'লতে পার, কিসে মানুষ সব চেয়ে বেশী সুখ পায়?

রোসেনা। তোমার চিন্তার ধারা যে এখন কোন ধারে বইছে, তা কেমন ক'রে ব'লব বল? কেউ বলে ভালবাসা পেয়ে সুখ, কেউ বলে ভালবেসে সুখ; কেউ বলে মিলনে সুখ, কেউ বলে বিরহে সুখ। কেউ বলে দানে সুখ, কেউ বলে গ্রহণে সুখ; কেউ বলে ভোগে সুখ, কেউ বলে ত্যাগে সুখ। এর মধ্যে কোনটা যে সত্যি আর কোনটা যে মিথ্যে, তা বলা বড় শক্ত। ওর প্রত্যেক কথাটাই সত্যি, নয়তো কোনটাই সম্পূর্ণ সত্যি নয়, সুতরাং মিথ্যে।

লুৎফ। তুমি বুঝি কাব্য আর দর্শন ছাড়া কথা ব'লবে না প্রতিজ্ঞা ক'রেছ?

রোসেনা। না, ঠিক সে রকম প্রতিজ্ঞা কোন দিন ক'রেছি ব'লে মনে হয় না। তবে তোমাদের সঙ্গে আজকাল কথা ব'লতে গেলে একটু সমঝে ব'লতে হয়। কেননা, এখন তোমাদের প্রেমের স্বপ্ন-রাজ্যে বাস, প্রাণে কবিতার উৎস, বচনে ছন্দ, হৃদয়ে আনন্দ।

লুৎফ। আচ্ছা দিদি, হৃদয়ের আনন্দ, যেটা তোমার ভাষায় প্রেমের স্বপ্নলোকে বাসের অবশ্যম্ভাবী ফল-স্বরূপ তার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে সম্বদ্ধ, সে জিনিসটা ত' হিঁদুদের নবোঢ়া বধূটীর মত ব্রীড়া-সঙ্কুচিতা হ'য়ে আত্মগোপনের নিমিত্ত সদাব্যস্ত নয়। সে যে স্বতঃস্ফূর্ত্ত; আনন্দের প্রাণই যে আত্মবিকাশ। কিন্তু সেই বিকাশেরও ত' বিভিন্ন পথ ও ধারা আছে। তাই তোমায় জিজ্ঞেস্ করছিলাম।

রোসেনা। এ প্রশ্নের জবাব প্রেমিক-প্রেমিকাই দেবে ভাল।

লুৎফ। দার্শনিক কবির কাছে যে প্রেমের রহস্য সদা উদ্ঘাটিত।

রোসেনা। আমার মধ্যে কাব্যি কোনখানে দেখলে দিদি, যে আমায় কবি ব'লছ? শুধু কবি নয়, একেবারে দার্শনিক কবি! এ উপহাস মন্দ নয়। প্রেমে যে মানুষকে নিত্য নতুন করে তা তোমায় দেখে বুঝছি।

লুৎফ। প্রেমাস্পদ প্রেমিকার চোখে নিত্য নূতন হয় বটে, অন্ততঃ কবিরা এই কথা ব'লে থাকেন। শেষে কি আমায় এই বুঝতে হবে, যে আমার রোসেনা দিদি এই সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালী বিশাল বিপুল পৃথিবীতে, তার মনের মত পুরুষ মানুষ খুঁজে না পেয়ে, অগত্যা আমারই প্রেমে ম'জেছেন!

রোসেনা। উপস্থিত তাই বটে। মধু অভাবে গুড়েও কাজ চলে।

(মিসেস ওয়াট্‌সের প্রবেশ ও জানুপাতিয়া কুর্ণীশ করণ)

লুৎফ। আসুন, বসুন।

মিসেস ওয়াট্‌স। আমি বড়ই বিপন্না। কৃপাপ্রার্থীনী হ'য়ে

আপনার শরণ নিয়েছি। আপনি দয়া না ক'রলে আর আমার কোন উপায় নাই।

লুৎফ। আমার নিকট আপনার সঙ্কোচের কোন প্রয়োজন নাই। নিজের সহোদরা ভগিনীকে যেমন ভাবে সম্বোধন করেন, আমাকেও তেমনি করবেন। আমার দ্বারা যদি আপনার কোন উপকার হয়, তবে আপনাকে কথা দিচ্ছি আমি তা নিশ্চয় ক'রব। অবশ্য আমার সাধ্যের অতীত হ'লে স্বতন্ত্র কথা।

মিসেস ওয়াট্‌স। আমার বোধ হয় আপনি আমায় চিন্‌তে পারেন নি ?

লুৎফ। বড় বেগম সাহেবার মহলে আপনাকে কয়েকবার দেখেছি ব'লে মনে হয়। আপনি কি কাশিমবাজারের ইংরাজ-কুঠীর গোমস্তা ওয়াট্‌স সাহেবের পত্নী ?

মিঃ ওঃ। বেগম-সাহেবার অনুমান যথার্থ। আমিই সেই হতভাগিনী। আপনি বোধ হয় জানেন, আমার স্বামী নবাব বাহাদুরের নিকট একখানি মুচলেকা লিখে দিয়েছেন, এবং তার সমস্ত সর্ত্ত স্বীকার ক'রে নিয়ে, কলিকাতার দপ্তর হ'তে গবর্ণরের সম্মতিসূচক পত্র আনিয়ে দেবেন, এই অঙ্গীকারে আবদ্ধ আছেন। আজ অঙ্গীকৃত ১৫ দিন শেষ হ'য়ে গেল, অথচ এখনও সেরূপ কোন পত্র কলিকাতা হ'তে এল না। এর ফল যে কিরূপ ভয়াবহ, তা ত আপনারা অনুমান ক'রতে পারেন। নবাব বাহাদুরের ক্রোধাগ্নিতে তাঁর জীবন আহুতি দিতে হবে। তাই অনন্যোপায় হ'য়ে আমি আপনার নিকট এসেছি, যদি আমার এই তুচ্ছ জীবনদানে তাঁর

মুক্তি ক্রয় ক'রতে পারি। আমি ভগবান সাক্ষ্য ক'রে ব'লতে পারি তিনি নির্দ্দোষ। কলিকাতার দরবারের হুকুম অনুসারে তিনি পূর্ব্বোক্ত মুচলেকা সহি ক'রেছিলেন। সুতরাং আমার স্বামীর প্রাণদণ্ডের আদেশ হ'লে একের অপরাধে অন্যের শাস্তি হবে। আর আপনিও স্বামীর স্ত্রী, সন্তানের জননী। আপনি আমার দুঃখ না বুঝলে এ অভাগিনীর উপর কে দয়া করবে বলুন। এই কিছুক্ষণ পূর্ব্বে আপনি আমায় আপনাকে ভগিনী ব'লে সম্বোধন করবার অনুমতি দিয়ে গৌরবান্বিতা ক'রেছেন। এখন আপনার ভগিনী আপনার পদতলে তার জীবন ডালি দিচ্ছে, হয় গ্রহণ করুন, না হয় আমার হতভাগ্য নির্দ্দোষ স্বামীর মুক্তির উপায়-বিধান করুন। খোদা আপনার মঙ্গল ক'রবেন।

লুৎফ। ভগিনি, তুমি আমায় বড়ই বিপন্না ক'রে তুল্লে দেখছি। আমি ত' রাজকীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ ক'রতে পারি না। অথচ তোমার কান্নায় আমার প্রতীতি হ'চ্ছে, যে গোমস্তা সাহেব অন্ততঃ এই ব্যাপারে নির্দ্দোষ। একের অপরাধে অন্যে শাস্তি পায়, আমার স্বামীও ত' তা চান না। সুতরাং তাঁকে এ বিষয়ে জানাবার অধিকার আমার আছে, এবং সেটা আমার কর্ত্তব্য তাও বুঝছি। কিন্তু রাজকার্য্যে নিয়ম ও শৃঙ্খলা রক্ষার নিমিত্ত যা কর্ত্তব্য তা ত' তাঁকে ক'রতেই হবে। তুমি একবার বরং মার কাছে যাও, এবং তাঁকে সব কথা বল। মা যদি অনুরোধ করেন, তবে তিনি যে মাতৃআজ্ঞা ঠেলবেন না, একথা আমি জোর ক'রে ব'লতে পারি।

মিঃ ওঃ। আচ্ছা আমি সেইখানেই যাচ্ছি। আপনি যা আদেশ ক'রবেন আমি তাই ক'রব। কিন্তু আমি জানি যে আমার স্বামী যদি মুক্তিলাভ করেন, তবে সে কেবল আপনার দয়ায় হবে।

লুৎফ। ভগিনি, তুমি হয়ত নিজের বিশ্বাস মত কথা ব'লছ। কিন্তু তোমাদের ও আমাদের মধ্যে আদর্শগত অনেক প্রভেদ আছে। সত্য মিথ্যা জানি না, তবে শুনেছি, যে তোমাদের মধ্যে স্ত্রীর প্রভাব স্বামীর উপর যত বেশী এত আর কারুরই নয়। আমাদের দেশে কিন্তু সন্তান কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ব্বিচারে জননীর আদেশ পালন করে। জননীর আদেশের নিকট সন্তানের মাথা কেমন আপনা আপনি নুয়ে আসে। সেই জন্যই বলছি মা'র কাছে যাও, মনঃক্ষুণ্ণ হ'য়ে ফিরতে হবে না।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

গভীর অন্ধকার রজনী। আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন, শাণিত-সৌদামিনী-ছুরিকায় ক্বচিৎ বিভিন্ন। মুর্শিদাবাদের বীভৎস বিশ্বাস-ঘাতকতায় নক্ষত্ররাজি শঙ্কিত, ক্ষুব্ধ ও ঘৃণায় অবগুণ্ঠিত। কেবল জগৎশেঠের মন্ত্রণাভবন সংশয়াচ্ছন্ন আলোকে ঈষদালোকিত। বিশ্বাসঘাতক জগৎশেঠ, মীরজাফর, রাজবল্লভ, দুর্লভরায়, উমিচাঁদ ও মাণিকচাঁদ চিন্তাভারাবনত মস্তকে সমাসীন। সকলের মুখেই উদ্বেগের চিহ্ন।

জগৎশেঠ। রাজা মাণিকচাঁদ, আপনার উপর নবাবের ব্যবহারে আমরা সকলেই অতিমাত্র ক্ষুব্ধ ও মর্ম্মাহত হ'য়েছি। আপনার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের নিমিত্ত সেনাপতি মীরজাফর-আলি খাঁ বাহাদুর, দেওয়ান রাজা রাজবল্লভ, মুন্সী দুর্লভরাম ও আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু উমিচাঁদ, আমরা সকলেই সমবেত হ'য়েছি। আজ আপনার প্রতি যে ব্যবহার তিনি ক'রেছেন, কাল ত' আমাদের এই সমবেত বন্ধুমণ্ডলীর প্রত্যেকের উপর সেই ব্যবহার ক'রতে পারেন। অনতিবিলম্বে এর প্রতিকার আমাদের ক'রতেই হবে। অন্যথায় আমাদের কারও জীবন ও সম্পত্তি নিরাপদ ব'লে বিবেচনা করি না।

উমিচাঁদ। উঃ, বাপ্‌, দশ লাখ টাকা! একেবারে জোর জুলুম? দশ লাখ টাকা জরিমানা আদায়! দশ লাখ টাকা

রোজগার করা কি সোজা কথা? এক কথায় দশ লাখ টাকা বেরিয়ে গেল! এ যে মনে ক'রতেও আমার কলিজাখানা ভেঙ্গে যাচ্ছে। ভাই জগৎশেঠ, বন্ধু মাণিকচাঁদ, আমরা কোন্ সুদূর পশ্চিম ভারতের প্রান্তদেশ থেকে এই বাংলা দেশে এসেছি, যেমন ক'রেই হোক টাকা রোজগার ক'রব ব'লে। আর সেই টাকা, একেবারে দশ লাখ টাকা, নবাবের এক কথায় বেরিয়ে গেল? কি অত্যাচার! স্বীকার করি রাজা মাণিকচাঁদ বজবজ এবং কলকাতার দুর্গ অরক্ষিত রেখেছিলেন বা ইংরেজদের বাধা দেন নি। দুষ্টলোকে বলে তাদের নিমিত্ত গোপনে পলতার বাজার খুলে দিয়েছিলেন। আমি তো বলি উত্তম কাজ ক'রেছিলেন। তা না করলে যে কৃষ্ণের জীব সব না খেতে পেয়ে মারা যেত। নিজের গাঁঠের পয়সা খরচ ক'রে আমরা ছারপোকাদের পর্য্যন্ত খাওয়াই। এমনি আমাদের জীবে দয়া! এ ত' আমাদের ধর্ম্ম!! বিশেষ এক্ষেত্রে ত' ধর্ম্ম অর্থ দুই একসঙ্গে লাভ। এতে যদি কিছু দোষই হ'য়ে থাকে, তবে এমন দোষ ত' আমরা একটু আধটু সকলেই ক'রে থাকি। নির্ব্বোধ নবাব বলে কিনা, রাজা মাণিকচাঁদের দোষে কলিকাতার প্রজাদের সর্ব্বনাশ হ'য়েছে, এবং তাদের ক্ষতিপূরণের নিমিত্ত রাজকোষ থেকে অনেক টাকা বে'র ক'রে দিতে হ'য়েছে। এর ত' কোন প্রয়োজন ছিল না বাপু। আমেদশা আবদালি, নাদির শা ইত্যাদির আক্রমণের পর দিল্লীর প্রজারা বাদশার নিকট হ'তে কত টাকা খেসারৎ পেয়েছিল? এ ত তার তুলনায় একটা ছেলেখেলা মাত্র। অযোধ্যার রাজা রামচন্দ্র কিনা, একেবারে

প্রজার দুঃখে গ'লে গেলেন! একি একটা কথা হ'ল? এ শুধু আমাদের রাজা মাণিকচাঁদকে জব্দ ক'রবার ফিকির। রাজকোষের টাকা কি তাঁর রোজগার করা টাকা! সে ত আর একটা আব-ওয়াব বাড়ালেই তিন দিনে তার ডবল টাকা চ'লে আসতো। এ সুবা বাংলায় সাত কোটী লোকের বাস। একটা হুকুমের ওয়াস্তা বই ত নয়। কিন্তু রাজা মাণিকচাঁদের যে রোজগার করা দশ লাখ টাকা! তিনি ত' নবাবের মত তিন দিনে দশ লাখ টাকা পাবেন না!! তাঁর যে অনেক কষ্টের টাকা। আজ রাজা মাণিকচাঁদের উপর দিয়ে গেল। কাল হবে আমার পালা। ব'লবে তোমারই চক্রান্তে এই কলিকাতার যুদ্ধ হ'ল, তাতে প্রজাদের সর্ব্বনাশ হ'ল, অতএব দাও বিশলাখ। পরশু ভাই শেঠজীকে ব'লবে তুমি কাঞ্চনমূল্যে মুর্শিদাবাদের মসনদ বিলিয়ে দেবার জন্য শওকৎজঙ্গকে খাড়া ক'রে অশান্তি ও যুদ্ধানল প্রজ্বলিত ক'রেছিলে, তাতে প্রজা ধনে প্রাণে মরেছে, কর তাদের ক্ষতিপূরণ, দাও পঞ্চাশ লাখ টাকা। তারপর দেওয়ানজী রাজবল্লভকে বলবে উগ্‌রে ফেল ঢাকার সমস্ত ধন-সম্পদ। আমাদের জাফর খাঁ বাহাদুরের ত দোষের অন্ত নাই। বাকী রইলেন রায়দুর্লভ ভায়া। তা তিনি যে সমস্ত গোপন পত্রাদির ও দলিলের নকল ওয়াটসন সাহেবকে দিয়েছেন, সেই অপরাধে ব'লবে তোমার বাড়ী ঘর সব বাজেয়াপ্ত। অতঃপর আর আমাদের ব'সে থাকলে চ'লবে না। সময় থাকতে বিহিত ক'রতে হবে।

রাজবল্লভ। বন্ধুবর আমিন চাঁদের কথা আপনারা সবাই শুনলেন,

এবং নিজেদের অবস্থা যে কত সঙ্কটজনক তাও বুঝলেন। এর আশু প্রতিকার না ক'রলে আমাদের সমূহ বিপদ। এ বিষয়ে আমি অনেক চিন্তা ক'রেছি। কিন্তু এখনও কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে পারি নি। তবে এটা ঠিক, যে আমাদের নিজেদের স্বার্থের দিক থেকে দেখতে গেলে, নবাব সিরাজদ্দৌলাকে মুর্শিদাবাদের সিংহাসন হ'তে নামাতেই হবে; নতুবা আমাদের ধন প্রাণ মোটেই নিরাপদ নয়। কিন্তু এখন এমন ব্যবস্থা ক'রতে হবে, যাতে আমাদের উদ্যম কিছুতেই নিষ্ফল না হয়। এই আমাদের শেষ চেষ্টা। হয় সাধনায় সিদ্ধি, নতুবা মরণ নিশ্চিত। সরফ্‌রাজ খাঁর সময় যেমন হ'য়েছিল, এবারও তেমনি হ'তে পারত, এবং আমরা অতি সহজে সফলকাম হ'তে পারতাম, যদি জমিদারগণ আমাদের সঙ্গে যোগ দিতেন। নবাব আলিবর্দ্দী দেশের প্রকৃত শাসনভার জমিদারদের হাতেই অর্পণ ক'রে গেছেন। তাঁরা ইচ্ছা ক'রলে যে কোন মুহূর্ত্তে নবাবকে সিংহাসনচ্যুত ক'রতে পারেন, এবং অপর যাকে খুসী সেই সিংহাসনে বসাতে পারেন।

মীরজাফর। আমরা কি সেই চেষ্টা ক'রতে পারি না? শেঠজী ত এ বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট সাহায্য ক'রতে পারেন।

রাজবল্লভ। আমি এ বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা ক'রে দেখছি। কিন্তু এ পথের প্রধান অন্তরায় সংসার বিরাগী বাপুদেবশাস্ত্রী, আর তাঁর শিষ্য মহারাজ নন্দকুমার। জমিদারগণের মধ্যে ধনে,

মানে, ক্ষমতায়, চরিত্রে শীর্ষস্থান অধিকার ক'রে র'য়েছেন রাণী ভবানী। তাঁর প্রভাব এতই বেশী, যে বাংলা দেশে কি জমিদার, কি প্রজা এমন কেউ নাই, যে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে একটী অঙ্গুলি উত্তোলনের সাহস রাখে। তিনি নিজে সন্ন্যাসিনী এবং তাঁর শ্রদ্ধা ও ভক্তি এই সন্নাসী শাস্ত্রী মহাশয়ের উপর অত্যন্ত অধিক। নবাব আলিবর্দ্দীর উপর এই শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রভাব যে অপ্রতিহত ছিল, তা ত আপনারা সম্যক অবগত আছেন। নবাব সিরাজদ্দৌলাও তাঁর অতিশয় প্রিয়পাত্র। এই অল্পদিন আগে নবাব যখন মরুময় আরবের পবিত্র মৃত্তিকা মুর্শিদাবাদে এনে মসজিদ নির্ম্মাণ করেন, তখন হিন্দু হ'য়েও শাস্ত্রী মহাশয় তাঁকে সে বিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহ দিয়েছিলেন। তাঁরই শিক্ষায় সিংহাসনে উপবেশন করার পর হ'তে মদ্যপানাদি সমস্ত ব্যসন নবাব একেবারে পরিত্যাগ ক'রেছেন। অতএব শাস্ত্রী মহাশয়ের সহানুভূতি এই বর্ত্তমান নবাবের উপর থাকা স্বাভাবিক। সুতরাং রাণী ভবানী প্রমুখ জমিদারগণ নবাবের বিরুদ্ধে যাবেন না। আমি প্রকারান্তরে এ বিষয়ে যথেষ্ট চেষ্টা ক'রেছি কিন্তু কৃতকার্য্য হ'তে পারি নি। তবে নবাব সরকারে যথাসময়ে মালগুজারি দিতে অক্ষম, এমন দুই একজন জমিদার আমরা শেঠজীর মারফৎ পেতে পারি। এই উদ্দেশ্যে তিনি কৃষ্ণনগরের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ভূপকে নিযুক্ত ক'রেছেন। কিন্তু তাঁর উপর ত আমরা বেশী আস্থা স্থাপন করতে পারি না। কেননা সিরাজদ্দৌল্লার উচ্ছেদ-সাধন আমাদের প্রাণের দায়ে করতে হবে। আর তাঁর

পক্ষে সেটা উপকার-প্রত্যাশী বন্ধুর সময়োপযোগী সখের চেষ্টা মাত্র!

মীরজাফর। দেওয়ানজী কি ব'লতে চান, আমরা জমীদারদের নিকট কোন সাহায্য পাব না? তা যদি হয় তা'হলে আমাদের মরণ নিশ্চয় জেনে দুরাশার সমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়া হচ্ছে।

রাজবল্লভ। এ কথা যদি এখনও আপনি না বুঝতে পেরে থাকেন, তবে আপনার বুদ্ধির প্রশংসা করতে পারিনা। কিন্তু এই মরণ সমুদ্রের মধ্যে থেকেই জীবনকে উদ্ধার ক'রে আনতে হবে। রাজা মাণিকচাঁদের উপর নবাবের ব্যবহারে এ কথা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়েছে, যে তিনি আমাদের এই বন্ধুমণ্ডলীকে বেশ ভালভাবেই চিনে ফেলেছেন, আমাদের দিন ফুরিয়ে এসেছে। সুতরাং তাঁর উচ্ছেদ সাধন না ক'রতে পারলে মৃত্যু আমাদের অনিবার্য্য। তাই আমাদের অন্য রাস্তা দেখতে হবে। যখন একজনও দেশের লোক আমাদের একাজে সাহায্য করবেনা, তখন অগত্যা বিদেশীর সাহায্য গ্রহণ ক'রতে হবে।

মীরজাফর। বিদেশীর অর্থাত ইংরেজ বণিক! সামান্য—মুষ্টিমেয় বিদেশী বণিক, তারা কি রাজশক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারবে? তারা যে ফুৎকারে উড়ে যাবে।

রাজবল্লভ। ভবিষ্যৎ বাঙ্গালা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব! ফুৎকার কার? সিরাজদ্দৌলার, না সমবেত নবাব-সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক মিরজাফর আলি খাঁ বাহাদুরের? যে রাজশক্তির কথা ব'ললেন, তার অর্থ জনবল বা বাহুবল আর ধনবল। বাহুবল ত'

আপনার বাহুতে। আর ধনবল, ভুবনবিখ্যাত জগৎ শেঠ যখন আমাদের পক্ষে, তখন সে বিষয়ে চিন্তিত হবার প্রয়োজনাভাব।

মীরজাফর। তাহ'লে কি আমরা বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত ক'রে সিরাজদ্দৌল্লার সিংহাসন ভস্মসাৎ ক'রব?

রাজবল্লভ। না, তাহ'লে আমরা কিছুতেই কৃতকার্য্য হ'তে পারবনা। কেননা, দেশবাসী প্রজাসাধারণ ও জমিদারবর্গ এসে নবাবের পতাকাতলে দণ্ডায়মান হবে, এবং তাদের সমবেত ক্রোধবহ্নি আমাদের নিঃশেষে ধ্বংস ক'রবে। আমরা ধরাপৃষ্ঠ হ'তে একেবারে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যাব। আমি চাই নবাব দেশের লোকের নিকট সাহায্যপ্রার্থী হ'য়ে দাঁড়াবার সময় পর্য্যন্ত যেন না পান। গভীর নিশীথে ভীষণ অগ্নির লোল জিহ্বা যেমন অসহায় ঘুমন্ত গৃহস্থের সর্ব্বনাশ সাধন করে, আমাদেরও তেমনি অতর্কিতে তার সর্ব্বনাশ সাধন ক'রতে হবে।

মীরজাফর। আপনার কথা আমি সম্যক উপলব্ধি ক'রতে পারলামনা। সমস্ত জিনিসটা প্রকাশ ক'রে বলুন।

রাজবল্লভ। এই ধরুন, রাজা মাণিকচাঁদ কলিকাতায় যা ক'রেছিলেন, সেইটারই একটু বড় সংস্করণ—

জগৎশেঠ। সাধু, সাধু, সাধু!

উমি। একেই বলে বৈদ্যের বুদ্ধি। তার পরে অনেক দশ লাখ টাকা পাব। কি বলেন বন্ধু মাণিকচাঁদ? লোকসানটা তাহ'লে সুধরে যায়। বাপ, দশ লাখ টাকা লোকসান এক কথায়? বাজারে আজকাল বেজাই "তেজি মন্দা" চলছে।

একটু সাবধান হ'য়ে খেলতে হবে। হয় ক্রোরপতি নয় ফকির। ফাট্‌কা বাজীর দস্তুরই ঐ। দেখা যাক কি হয়। জন্মইস্তক এবং জাত হিসাবে আমরা ত' ফাটকার খেলাই খেলে আসছি। অপরে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করে, আর আমরা ফাটকা খেলে তাদের সারটা লুটে পুটে খাই।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

মুর্শিদাবাদের অনতিদূরে বরনগরস্থ রাজরাজেশ্বরী দেবীর মন্দির সংলগ্ন গদাবাস আশ্রমে মহারাণী ভবানী, ব্যাঘ্রচর্ম্মোপরি উপবিষ্ট দিব্যকান্তি তেজঃপুঞ্জকলেবর তদীয় গুরুদেব বাপুদেব, শাস্ত্রীর চরণবন্দনা করতঃ তাঁহার আদেশক্রমে স্বীয় আসন গ্রহণ করিলেন।

বাপুদেব। আজ এমন কি বিশেষ প্রয়োজন প'ড়েছে মা, যার জন্য এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে স্মরণ ক'রেছ?

রাণী ভবানী। আমি বড় সমস্যায় প'ড়েছি। তার সমাধান নিজে না ক'রতে পেরে আপনার শরণাগত হ'য়েছি। কৃষ্ণনগরের মহারাজা শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র ভূপ বাহাদুর দূত প্রেরণ ক'রেছেন। তাঁর বিশেষ অনুরোধ, যাতে আমি দেশের জমিদারগণের অগ্রবর্ত্তিনী হ'য়ে নবাব সিরাজদ্দৌল্লাকে সিংহাসনচ্যুত করি। এ তাঁর একার অনুরোধ নয়। জগৎশেঠ, রাজবল্লভ, মীরজাফর, এঁদের সকলেরই এই ইচ্ছা।

বাপুদেব। কি রকম ভাবে তাঁরা এই কাজ করতে চান? আর কোন্ ভাগ্যবানকেই বা তাঁরা সেই সিংহাসনে বসাতে চান?

রাণী। তাঁদের উদ্দেশ্য বিদেশী বণিক ইংরাজের সাহায্যে সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত ক'রে, মীরজাফরকে সেই সিংহাসনে বসাতে হবে।

বাপুদেব। একজন সরল প্রকৃতি, তেজস্বী, প্রজার মঙ্গলকামী,

তীক্ষ্ণধী, কর্ম্মক্ষম যুবকের পরিবর্ত্তে, দুর্ব্বলচিত্ত কুক্রিয়াসক্ত অকর্ম্মণ্য স্বার্থান্ধ বিশ্বাসঘাতকের হস্তে এই সাত কোটী নিরপরাধ লোকের জীবন মরণ ও শুভাশুভের ভার অর্পণ ক'রতে হবে? যার ফলে কুচক্রীর দল, ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞানশূন্য স্বার্থান্বেষীর দল, এই সোনার দেশকে নির্ব্বিবাদে চ'ষে ফেলবে, আর প্রকৃতির ললামভূতা এই দেশমাতৃকার শেষ রক্তবিন্দুটী পর্য্যন্ত শোষণ ক'রে নিজেদের দগ্ধোদর পূরণ ক'রবে? আলিবর্দ্দীর প্রেতাত্মা স্বর্গ হ'তে তাই দেখে তার সাধের জমিদারদের নিশ্চয়ই আশীর্ব্বাদ ক'রবে। কারণ সে বড় আশায় জমিদারদের হাতে দেশ-শাসনের প্রকৃত ক্ষমতা ন্যস্ত ক'রেছিল। তার শুভেচ্ছা-প্রণোদিত দানের এত শীঘ্র এমন নির্ম্মম অপব্যবহার হবে, এ যে সে কল্পনাও ক'রতে পারে নি। হায় পরাধীন জাতির মনোবৃত্তি! রাজবল্লভপ্রমুখ ষড়যন্ত্রকারীর দল নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থের নিমিত্ত জাতির মহান স্বার্থ বিলিয়ে দিতে ব'সেছে। দীর্ঘকাল গোলামীর বুঝি এটা অবশ্যম্ভাবী ফল। দেখ, মা, স্বার্থপরতা জীব ধর্ম্ম। আত্মরক্ষার নিমিত্ত জীবমাত্রকেই স্বার্থপর হ'তে হবে। নইলে সে আত্মরক্ষায় সমর্থ হয় না। আত্মপ্রতিষ্ঠার নিমিত্তও স্বার্থপর হ'তে হবে। যাকে আমরা পরার্থে কার্য্য করা বলি, সেও আসলে স্বার্থ-পরতা। তবে তার স্ব-টা একটু ব্যাপক, তার স্বার্থের গণ্ডীটা একটু বৃহত্তর, এই যা তফাৎ। সুতরাং সত্য ক'রে আত্ম-প্রতিষ্ঠালাভ ক'রতে গেলে নিজের স্বার্থের গণ্ডীটা একটু বাড়াতে হবে। তাই যেখানে নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থের সঙ্গে জাতির বৃহত্তর স্বার্থের বিরোধ বাধে, সেখানে প্রকৃত আত্মপ্রতিষ্ঠার নিয়মানুসারে

জাতির বৃহত্তর স্বার্থের যূপকাষ্ঠে নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থকে বলি দিতে হয়। যেখানেই এই সনাতন নিয়মের ব্যতিক্রম হবে, সেইখানেই আত্মধ্বংস অনিবার্য্য। সেখানে ক্ষুদ্র স্বার্থ "স্ব"কে রক্ষা করে না, ধ্বংসের মুখে দ্রুত নিয়ে যায়। পদযুগলের যদি মোটা হবার সখ খুব বেশী হয়, এবং তারা শরীরের অন্যান্য অংশকে ছাপিয়ে নিজেদের স্থূলতা বৃদ্ধির চেষ্টা করে, তাতে তো তাদের স্বাস্থ্যের পরিচয় পাওয়া যায় না। যদিও কার্য্যতঃ শরীরের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ন্যায্য প্রাপ্য রস তারাই ভোগ ক'রে ক্রমশঃ স্থূল হ'তে স্থূলতর হয়। ফলে পদদ্বয়ই প্রথমে অকর্ম্মণ্য হ'য়ে পড়ে এবং পরে সমস্ত শরীরই ব্যাধিগ্রস্ত হয়। আর একটা কথা জান মা, বর্ষের পর বর্ষ ধ'রে বহু পাপের ফলে জাতি পরাধীন হয়। পরাধীনতা বিধাতার একটা প্রচণ্ড অভিশাপ। বহু যুগের সাধনায় ও প্রায়শ্চিত্তে যদি সে পাপের শেষ হয়। জানি না এই নীচ ক্ষুদ্র স্বার্থের উপাসক ষড়যন্ত্রকারীদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত সমস্ত বাংলা দেশকে কতদিন ধ'রে ক'রতে হবে। বিশ্ব-নিয়মে একেবারে ধ্বংস নাই তাই রক্ষে, নতুবা এদের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে বাঙ্গালী জাতটা একেবারে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে মুছে যেত।

রাণী ভবানী। প্রভুর অনুমতি হ'লে আমিই এই ষড়যন্ত্রকারী-গণের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ ক'রতে পারি।

বাপুদেব। যদি সে রকম প্রয়োজন বুঝতাম, তাহ'লে মা, তোমায় অনুমতি দিতে দ্বিধা বোধ ক'রতাম না। কিন্তু সব দিক্ দেখে শুনে আমার মতের অনেক পরিবর্ত্তন হ'য়েছে।

ভগবানের যা অভিপ্রেত তাই হবে। তবে একটা বিষয় আমি দেখতে পাচ্ছি, যে জাতির সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলের নিমিত্ত সেই জাতির সমস্ত নরনারীর চরিত্র গঠিত ক'রতে হবে। প্রথমে আমার যৌবন-স্বপ্ন ছিল রামদাস ঠাকুরের আদর্শে বঙ্গদেশে হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা। তারপর অন্য অনেক কারণে আমার সে চিন্তাধারা পরিবর্ত্তিত হয়। বহু পর্য্যালোচনার পর স্থির করি এমন "বঙ্গরাজ্য" প্রতিষ্ঠিত ক'রতে হবে, যাতে হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ ক্রিশ্চান সকলেরই সমান অধিকার থাকবে। জাতীয়তা মহাবৃক্ষের ছায়াতলে বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বিগণ নিজেদের নির্দ্দিষ্ট আসন গ্রহণ ক'রে বহিঃশত্রুর রৌদ্রতেজ থেকে আত্মরক্ষা ক'রবে, আর তার সুশীতল ছায়ায় স্নিগ্ধ হবে। একই জাতীয়তার রসে আত্ম-বৈশিষ্ট্য রক্ষা ক'রে সকল দলগুলিই যখন ফুটে উঠবে, তখনই সত্যিকার শতদল বিকশিত হবে। আর তাই হবে মায়ের পবিত্র পাদপীঠ। ষড়ৈশ্বর্য্য-শালিনী জননী যে পদ্মা, পদ্মালয়া, পদ্মাসনস্থা। অদূর ভবিষ্যতের আকাশ অন্তরালবর্ত্তিনী মা, তোমায় কোটী কোটী প্রণাম। (ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া) হাঁ বলছিলাম যে নবাব আলিবর্দ্দীর সাহায্যে এই পথে অনেক দূর অগ্রসর হ'য়ে এখন দেখছি, যে দেশ প্রস্তুত না থাকলে, সমষ্টিগতভাবে জাতির চরিত্র গঠিত হবার পূর্ব্বে তার উপর স্বরাজ চাপিয়ে দেওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। শিশুর পেটে ঘৃত সহ্য হয় না। বহুদিনব্যাপী পরাধীনতার ফলে জাতির প্রাণ শরীর একদম পঙ্গু হ'য়ে পড়ে। আজ মা, তুমি এই ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হবে, হয়ত কৃতকার্য্যও হবে, কা'ল আবার নূতন

রাজবল্লভ জন্মাবে, নূতন স্বার্থপর মাড়োয়ারী বা জৈন বণিক আসবে। সুতরাং এ পথে গিয়ে আর শক্তির অপচয় করা ঠিক হবে কিনা সন্দেহ। আমার মনে হয় এখন আমাদের সমস্ত শক্তি ও ক্ষমতা জাতির চরিত্রগঠনে নিয়োজিত করতে হবে।

রাণী ভবানী। আপনি কি মনে করেন না, যে তা হ'লে মুর্শিদাবাদের মসনদ বিদেশী বণিকের হাতে ক্রীড়ার কন্দুক হ'য়ে দাঁড়াবে?

বাপুদেব। যদি মঙ্গলময়ের তাই অভিপ্রেত হয়, তবে তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বৃথা শক্তিক্ষয়ের কিছু প্রয়োজন আছে কি? এমনও ত' হ'তে পারে যে ইংরাজের সংস্পর্শে এসে আমাদের জাতীয়তার জ্ঞান পরিস্ফুট হবে। ইংরাজ যদি কিছু অন্যায় করে ভগবান তাদের শাস্তি দেবেন। কিন্তু যতক্ষণ তারা শ্রমশীল, অকুতোভয়, ততক্ষণ ভগবান তাদের সাহায্য করবেন। এই তাঁর অলঙ্ঘ্য নিয়ম। মা, তোমার স্বদেশদ্রোহী, স্বার্থপর ষড়যন্ত্রকারিগণ যদি এই সোনার রাজ্য তাদের হাতে তুলে দেয় তবে তাদের দোষ কি? দেশের যখন এই অবস্থা তখন দেশের সিংহাসন বিদেশীর হাতের ক্রীড়ার কন্দুক হবে না কেন মা? আমাদের ও ইংরাজের চরিত্রগত কত পার্থক্য দেখ। যখন দিল্লীর বাদশা তাঁর কন্যার সুচিকিৎসার জন্য ইংরাজ ডাক্তারের উপর প্রসন্ন হ'য়ে জিজ্ঞাসা ক'রলেন "তুমি কি চাও?" তখন ডাক্তার নিজের জন্যে এক কপর্দ্দকও চাইলে না, চাইলে তার দেশবাসীর নিমিত্ত এই ভারতবর্ষে বিনাশুল্কে বাণিজ্যের অধিকার।

যে দেশের লোক তার স্বজাতির নিমিত্ত নিজের স্বার্থ এই রকম ভাবে হেলায় পদদলিত ক'রতে পারে, তাদের উন্নতি হবে না ত' কি তোমাদের হবে ? যেখানকার কুক্কুর-প্রবৃত্তি স্বার্থান্ধ স্বদেশ-দ্রোহিগণ নিজের নীচ, ক্ষুদ্র স্বার্থের নিমিত্ত এই সোনার বাংলাকে অপরের চরণে বিলিয়ে দেয়, সে দেশের প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন আছে মা। সোনা পোড়াতে হয় তার শ্যামিকা দগ্ধ ক'রবার জন্য।

রাণী ভবানী। তা হ'লে কৃষ্ণনগরাধিপকে কি উত্তর দেব ?

বাপুদেব। আমার যা বলবার সব ত' শুনলে মা, এখন কি উত্তর দেবে তুমি নিজে স্থির কর।

রাণী ভবানী। এই ব্যাপারে ইংরাজদের সাহায্য নেবে, এই কথা শুনেই এ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আমার মনটা ঘৃণায় ভ'রে উঠেছিল। তাই আপনার আগমনের পূর্ব্বেই তাঁর এই হীন-বুদ্ধি স্ত্রীজনোচিত ব্যবহারের পুরস্কার স্বরূপ তাঁর জন্য একযোড়া শাঁখা ও এক চুপড়ি সিঁন্দূর আনিয়ে রেখেছিলাম। আমি রমণী হ'লেও পুরুষের মধ্যে যখন এত কাপুরুষতা দেখি, তখন কিছুতেই সহ্য ক'রতে পারি না।

বাপুদেব। হায় চরিত্রের দুর্ব্বলতা ! জানিনা মা, তোমার বিদ্রূপের এই তীক্ষ্ণ বাণ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের স্থূল চর্ম্ম ভেদ ক'রবে কি না।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

দিনান্তের সূর্য্য গঙ্গাজলে তাঁহার শেষ রশ্মি বিসর্জ্জন দিয়া পশ্চিমাকাশের জ্বালাময়ী চিতায় ধীরে ধীরে আত্মসমর্পণ করিলেন। জাহ্নবী-তটশোভী হীরাঝিলের পুষ্পোদ্যানে, নির্ম্মল শ্বেত-মর্ম্মর বেদিকায় উপবিষ্টা সিরাজ-মহিষী লুৎফন্নেসা, নিসর্গ-সুন্দরীর প্রাত্যহিক জীবনের মধ্যে, এই অপরূপ মরণ-লীলা সন্দর্শন করিতে করিতে, কি যেন এক অজানিত আশঙ্কায় ম্রিয়মাণা। বিষাদ-ক্লিষ্ট-কান্তি সিরাজ মন্থরগতিতে আসিয়া তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন।

সিরাজ। লুৎফ ব'লতে পার, পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা হতভাগ্য কে? তুমি না পারলেও আমি কিন্তু পারি।

লুৎফ। কেন নিজেকে মন্দভাগ্য মনে ক'রছ? জীবনের পথে কার না কালমেঘ উঠেছে? ঝড়, ঝঞ্ঝা বিদ্যুৎ এসব ত থাকবেই। বীরের মত এসব অতিক্রম ক'রে চ'লতে হবে। খোদার কৃপায় এগুলো ক্ষণস্থায়ী, বিদ্যুৎ সে ত' ক্ষণপ্রকাশ, ঝড় ওঠে ক্ষণেকের জন্য; কিন্তু শান্তভাবই স্থায়ীভাব। মানুষের জীবনেও এগুলো মাঝে মাঝে এসে বিভীষিকা দেখায়। কিন্তু সে ক্ষণেকের তরে।

সিরাজ। তোমার শুভেচ্ছাই পূর্ণ হোক। কিন্তু প্রেয়সি, বল দেখি খোদার সৃষ্ট মানুষকে বিশ্বাস করতে পারব না, একি

কম দুঃখ। নিকটতম আত্মীয়কেও সন্দেহের চোখে দেখতে হবে। এই কি মানুষের স্বাভাবিক অবস্থা? পুরুষ-পুরুষানুক্রমে নিমক খেয়ে আসছে, অথচ সে রকম কর্ম্মচারীও বিশ্বাসঘাতক। আবার তাদেরই নিয়ে কাজ ক'রতে হবে। একি অদৃষ্টের পরিহাস নয়? চারিদিকে কেবল ষড়যন্ত্র, আর বিশ্বাসঘাতকতা! মিত্র ব'লে যাকে গ্রহণ ক'রতে যাই, সেই দেখি মিত্রের মুখোস পরা শত্রু। এই নির্জ্জীব দেওয়ালগুলোকে পর্য্যন্ত মনে হয় বিশ্বাস-ঘাতকদের গুপ্তচর। শুধু আমি কি বলি বা কি করি, তাই পর্য্যবেক্ষণ করবার জন্য নির্ব্বাকভাবে দাঁড়িয়ে র'য়েছে। কি শোচনীয় জীবন!

লুৎফ। আমার মনে হয় তুমি কুচক্রীদের পরামর্শে ফরাসী-সেনাপতিকে বিদায় ক'রে ভুল ক'রেছ।

সিরাজ। আমারও মনে হয় আমি মহাভ্রম ক'রেছি। হয়ত জীবনে আর সে ভ্রম শোধরাতে পারব না। সরলহৃদয় বীরশ্রেষ্ঠ সেনাপতি লাস যাবার সময় চক্ষুজলে ভেসে গেল, আর ব'ল্লে "এই হয়ত এ জীবনে আমাদের শেষ সাক্ষাৎ।" জানিনা তার ভবিষ্যৎ বাণী সত্য হবে কি না। জগৎশেঠ আর উমিচাঁদ ফিরিঙ্গী স্ক্রফটনকে নিয়ে এসে আমার বিশ্বাস উৎপাদনের নিমিত্ত মারহাট্টার পত্র দেখালে। অথচ সপ্তাহ না অতীত হ'তে তাদের মুর্শিদাবাদ অভিমুখে যুদ্ধের অভিযান। এখন বুঝতে পারছি বটে, কিন্তু তখন ত' সন্দেহ ক'রবার অবকাশ পর্য্যন্ত পাইনি, যে ও পত্রখানা জাল হ'তে পারে; শুধু প্রভুভক্ত ফরাসী বীরগণকে সরিয়ে দেবার একটা ছল মাত্র!

লুৎফ। তোমার অপ্রমেয় সৈন্যবল, অফুরন্ত সমর-সম্ভার। এসব দেখেও ফিরিঙ্গিরা কোন্ সাহসে তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, সেটা আমার বুদ্ধির অগোচর।

সিরাজ। গুপ্তচরের নিকট সংবাদ পেয়েছি, আমাকে সিংহাসনচ্যুত ক'রে ফিরিঙ্গীরা মীরজাফরকে এই মুর্শিদাবাদের মসনদে বসাবে। এই প্রলোভনে প্রলুব্ধ হ'য়ে মীরজাফর স্বীকার ক'রেছে, যে সে যুদ্ধায়োজন ক'রবে কিন্তু যুদ্ধ ক'রবে না।

লুৎফ। সৈন্যগণ ত' তোমারই নিমকের ভৃত্য। তুমি নিজে যদি যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাক, তা হ'লেও কি তারা আদেশের জন্য তোমার মুখ পানে চাইবে না? সকলেই কি মীরজাফরের মত নিমকহারাম হবে?

সিরাজ। আমার ততটা বিশ্বাস হয় না বটে। তবু মীরজাফরকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম, অথচ সে এখনও আমার সঙ্গে দেখা ক'রতে এল না। উচ্ছিষ্ট-ভোজী কুক্কুর! তার স্পর্দ্ধা সীমা ছাড়িয়েছে।

লুৎফ। এখন ত' তোমার সংযম হারালে চ'লবে না, প্রিয়তম। পরে সময় পেলে এর প্রতিবিধান ক'রো।

(আলিবর্দ্দী বেগমের প্রবেশ)

আঃ বেগম। সিরাজ, শুনছি নাকি মীরজাফর তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ক'রছে? এ কথা কি সত্য? তুমি কি এ সম্বন্ধে কোন সংবাদ রাখনি?

সিরাজ। সংবাদ পেয়েছি দাদু-মা, কিন্তু বড় দেরীতে। এখন যদি মীরজাফরকে পদচ্যুত ক'রতে যাই, তাহ'লে হয়ত সৈন্যগণ বিদ্রোহী হ'য়ে উঠবে। তা ছাড়া এই ষড়যন্ত্রের নায়ক জগৎশেঠ। সুতরাং ষড়যন্ত্রকারীদের অর্থের অভাব হবে না। ফলে দাঁড়াবে এই, যে আমরা গৃহ-কলহে রত হব, আর ইত্যবসরে রাজ্যলক্ষ্মী শত্রুর অঙ্কশায়িনী হবেন। এখন আমার উভয় সঙ্কট।

আঃ বেগম। মীরজাফর কি চায়? সিংহাসন?

সিরাজ। মীরজাফর সিংহাসনে বসুক, তাতে আমার কিছু মাত্র আপত্তি নাই। এই অভিশপ্ত জাতির অভিশপ্ত সিংহাসনের উপর আমার কিছু মাত্র লোভ নাই। কিন্তু তাই ব'লে জন্মভূমির মর্য্যাদা আমি নষ্ট হ'তে দিতে পারি না। এ দেশের লোক মুর্শিদাবাদের মসনদকে বিদেশী বণিকের দানরূপে গ্রহণ ক'রবে, বাঙ্গালী হ'য়ে আমার প্রাণ থাকতে তা আমি কিছুতেই হ'তে দেব না।

আঃ বেগম। তুমি তাকে নিজে ডেকে সব কথা জিজ্ঞাসা ক'রেছিলে? সে কি বলে?

সিরাজ। আমি ডেকেছিলাম দাদু-মা, কিন্তু সে আসেনি।

আঃ বেঃ। দেখ, আমি বেঁচে থাকতে তোমার মাতামহের পবিত্র স্মৃতির অবমাননা হ'তে দেব না। আমি নিজে তার কাছে যাব। সে এল না, নাই আসুক। আমি একবার দেখতে চাই কৃতঘ্নতার সীমা আছে কি না। সে আমারই অন্নে প্রতিপালিত, আমারই কৃপায় সে একাধিকবার প্রাণ ভিক্ষা পেয়েছে। আজ আমি তার

নিকট গিয়ে নতজানু হ'য়ে ভিক্ষা চাইব, দেখি সে জন্মভূমির অমঙ্গলকর, মুসলেমের গ্লানিকর, ভবিষ্যৎ বংশধরগণের অমর্য্যাদাকর এই ষড়যন্ত্র হ'তে বিরত হয় কি না। সে যা চাইবে তাই দেব। আমাদের আত্মীয় সে। তার দ্বারা এ পাপকার্য্য কিছুতেই অনুষ্ঠিত হ'তে দেব না।

সিরাজ। হয়ত আজ সে তোমার কথায় স্বীকার হ'তে পারে। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে সে যে কি ক'রবে তার স্থিরতা কোথায়?

আঃ বেঃ। তোমার সে চিন্তা নাই সিরাজ। তোমার মাতামহের সঙ্গে আমি বহু যুদ্ধে গিয়েছি। আজ জীবন-সায়াহ্নে আবার তাঁরই পবিত্র স্মৃতির মর্য্যাদা রক্ষার্থে পলাসীর যুদ্ধে যাব, এবং যতক্ষণ বিজয়লক্ষ্মী তোমার অঙ্কশায়িনী না হন, ততক্ষণ যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে প্রত্যাবর্ত্তন ক'রব না। এটা স্থির নিশ্চয় যে, তোমার মাতামহের পবিত্র নাম কলঙ্কিত হ'তে দেব না। (প্রস্থান)

সিরাজ। হায় অদৃষ্ট! কিশোর বয়স থেকে শতযুদ্ধে নিজহস্তে অসি-চালনা ক'রে, জয়শ্রী মণ্ডিত হ'য়ে একাকী ফিরে এসে, মাতামহের প্রসাদ লাভ ক'রেছি। আর আজ আমি দাদুমার অঞ্চল ধ'রে যুদ্ধযাত্রা ক'রব! নিয়তি, তোমার অদৃষ্ট-হস্ত-ধৃত সূক্ষ্ম-সূত্র-চালিত—অসহায় পুত্তলিকা আমি। মানুষের কি কোন ক্ষমতা নাই? একেবারে অবস্থার ক্রীতদাস!

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

অন্তর্গূঢ় বেদনায় বিগলিতাশ্রু প্রকৃতি-জননী পুনরায় শান্তভাব ধারণ করিয়াছেন। দিগন্তবিচ্ছুরিত স্মিতহাস্যে আকাশ স্নিগ্ধ-সমুজ্জ্বল। পুরাতনের মায়া কাটান সত্যই মর্ম্মবিদারক। কিন্তু বিশ্বনিয়ন্তার বিচিত্র বিধানে প্রাণরসশূন্য শুষ্ক-পত্র স্থানচ্যুত হ'য়ে নব কিশলয়ের উদ্ভবে সাহায্য করবেই। নব-সৃষ্টির অব্যবহিত-পূর্ব্ব-মুহূর্ত্ত অতীব যন্ত্রণাদায়ক। কিন্তু জননী যখন প্রসবান্তে নব-কুমারের চন্দ্রবদন নিরীক্ষণ করেন, তখন ক্ষণ-পূর্ব্বের অশ্রুধারা মধুমধুর হাস্যে রূপান্তরিত হয়। পলাশী-প্রাঙ্গণের সূতিকাগারে প্রকৃতি-মাতার প্রসন্নহাস্যে নব সভ্যতার অভ্যুদয় সূচিত হইল।

চারিদিকে ভীষণ রণ-কোলাহল। মুহুর্মুহু কামান গর্জ্জন। শিবিরাভ্যন্তরে সিরাজ চিন্তাক্লিষ্টভাবে ইতস্ততঃ পাদচারণা করিতেছেন। এমন সময় ত্রস্তভাবে মহম্মদ খাঁ প্রবেশ করিলেন।

সিরাজ। কি সংবাদ মহম্মদ খাঁ ?

মহম্মদ। হুজুরের আদেশক্রমে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে ব্যূহ রচনা ক'রে ইংরাজ শিবির আক্রমণ করা হয়েছে। এ ভার হুজুর ইয়ারলতিফ ও রায় দুর্লভের উপর অর্পণ ক'রেছিলেন। তারা কিন্তু কোন রকম যুদ্ধ ক'রছে না। শুধু কাষ্ঠ-পুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়িয়ে আছে।

সিরাজ। তবে কে যুদ্ধ ক'রছে ?

মহম্মদ। মাত্র তিনজন, মীরমদন, মোহনলাল ও সীনফ্রে।

সিরাজ। মাত্র তিনজন সামান্ত সেনানী নিমকহালাল, আর সকলেই নিমকহারাম ?

মহম্মদ। খোদার মেহেরবাণীতে এই তিনজনেই যুদ্ধ ফতে ক'রবে হুজুর, যদি তারা যথা-পরিমাণ বারুদ ও গোলাগুলি পায়।

সিরাজ। তোমার এ সন্দেহেরও কি কিছু কারণ আছে ?

মহম্মদ। বান্দার গোস্তাগী মাফ হয় জাঁহাপনা, আমার সে ভয় যথেষ্ট আছে।

সিরাজ। কারণ ?

মহম্মদ। কারণ সেনাপতি মীরজাফর খাঁ বাহাদুরের হুকুমমত বৃষ্টির সময় বারুদ ও তোপখানা যথারীতি আচ্ছাদিত হয় নাই। ফলে সব বারুদ বৃষ্টিতে ভিজেছে, এবং অনেকগুলি কামানও অকর্ম্মণ্য হ'য়ে প'ড়েছে।

(মীরমদনের আহত দেহ লইয়া চারিজন সৈনিকের প্রবেশ)

মীরমদন। জনাব আলি, অন্নদাতা, আর আমার সময় নাই। আমি সাংঘাতিকরূপে আহত হ'য়েছি। চারিদিকে ভীষণ বিশ্বাসঘাতকতা—জল—(জলপান) যুদ্ধ প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে—আমাদের জয় সুনিশ্চিত—মাত্র আর আধঘণ্টা—আমাদের জয় নিশ্চয়—জল—(জলপান) শুধু যেন মীরজাফরের প্ররোচনায় আমাদের সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ না হয়। (মৃত্যু)

সিরাজ। হায় বিশ্বাসী প্রভুভক্ত মীরমদন, খোদা তোমার আত্মার সদ্গতি করুন। মহম্মদ খাঁ, এখনি মীরজাফরকে ডেকে

নিয়ে এস। বলবে আমার অনুরোধ, বিশেষ প্রয়োজন, অবিলম্বে তাঁকে একবার এখানে এসে আমার সঙ্গে দেখা করতে হবে।

(মহম্মদ খাঁর প্রস্থান)

আস্‌বে কি ? হয়ত আসবে না। দাদু মা বল্লেন, মীরজাফর এক হাতে কোরাণশরীফ স্পর্শ ক'রে, অপর হাত মীরণের মাথায় রেখে শপথ ক'রেছে, এ যুদ্ধে সে বিশ্বাসঘাতকতা ক'রবে না। পবিত্র ইসলাম ধর্ম্মের উপাসক হ'য়ে কোরাণশরীফ স্পর্শ ক'রে শপথ ক'রলে, আর সেই শপথের এই পরিণাম! এমন ক'রে পবিত্র ইসলাম ধর্ম্মের অবমাননা বোধ হয় কোন কাফেরও ক'রতে পারত না। জনক হ'য়ে সন্তানের মাথায় হাত দিয়ে শপথ ক'রে, সেই শপথ ভাঙ্গতে নরাকারে কোন পশু কখনও পেরেছে কি না সন্দেহ। তুচ্ছ অর্থের জন্য ধর্ম্ম, হৃদয়, সব বলি দেবে। খোদা, তোমার সৃষ্ট মানুষ এত নীচ হ'তে পারে। আর হে পয়গম্বর, তোমার ধর্ম্মাশ্রিত কেহ কি এর পরও সুস্থ শরীরে বেঁচে থাকতে পারে ? খোদা যদি সত্য হন, তবে যে হাত পবিত্র কোরাণ-শরীফের মর্য্যাদা নষ্ট ক'রেছে, সেই হাত গলিত কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত হ'য়ে খ'সে পড়ে যাবে।

(শরীর-রক্ষী পরিবৃত মীরজাফরের প্রবেশ)

সেনাপতি মীরজাফর আলি খাঁ বাহাদুর, আমার এখানে শরীর-রক্ষী পরিবৃত হ'য়ে আসবার কোন প্রয়োজন ছিল না। আমি আপনার কৃতকর্ম্মের কৈফিয়ৎ নেবার জন্য, বা

আপনাকে বন্দী করবার জন্য এখানে ডেকে পাঠাইনি। এখন আমি শিশুর ন্যায় অসহায়। আমার জীবন, মান, মর্য্যাদা সমস্তই আপনার হাতে। মাতামহ নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ এখন জীবিত নাই, আপনি এখন তাঁর স্থলাভিষিক্ত।

মীরজাফর। তা ত বটেই, সেকথা আর তোমায় ব'লে জানাতে হবে কেন? আমার শরীরে শেষ রক্তবিন্দু থাকতে কি তোমার কোনরূপ অমঙ্গল হ'তে পারে? এমন কথা তোমার যে কেন মনে আসে, তাই বুঝতে পারি না। তবে বালক তুমি,—হাঁ— আমাদের নিকট তুমি বালক ভিন্ন আর কি? কেউ বোধ হয় আমার বিরুদ্ধে কিছু ব'লে থাকবে, তাই তোমার মনটা ভার ভার দেখছি। দাও আমার হাতে কোরাণ-শরীফ, আমি পুনরায় তোমার সমক্ষে সেই পবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থ স্পর্শ ক'রে শপথ করছি, তাহ'লেত' তোমার বিশ্বাস হবে?

সিরাজ। আর কোরাণশরীফের প্রয়োজন নাই, আপনি প্রাণ খুলে বলুন আমি তাতেই সন্তুষ্ট হব। আমি যদি কোন অপরাধ ক'রে থাকি, আমায় মার্জ্জনা করুন। আমি নতজানু হ'য়ে আপনার নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষা চাচ্ছি। মাতামহের পবিত্র স্মৃতির মর্য্যাদা রক্ষা করুন। ইসলামের পবিত্র নাম কলঙ্কিত করবেন না। ইসলাম ধর্ম্মাবলম্বী হ'য়ে কোরাণ স্পর্শ ক'রে শপথ ক'রেছেন, সে শপথের, পয়গম্বরের পবিত্র নামের মর্য্যাদা রক্ষা করুন। আর এই বাংলার নবাবের মুকুটই যদি আপনার অভিলষিত হয়, তবে এই নিন্ আপনার পদতলে সেই মুকুট আমি

ডালি দিলাম। (নতজানু হইয়া মীরজাফরের পদপ্রান্তে মুকুট রক্ষা করিলেন)

মীরজাফর। আরে তোবা, তোবা, তোবা! (মুকুট বক্ষে ধারণ করিয়া) এমন গোস্তাগির কথা কি আমি মনেও আনতে পারি? আমি এই মুকুটের গোলামের গোলাম। আমায় অপরাধী ক'রো না। এই নাও, নিজে এই মুকুট মাথায় দিয়ে আমায় হুকুম কর। আমি সামান্য হুকুম বরদার মাত্র। এখনি হুকুম তামিল কর্ব্ব। খোদা জানেন আমি কায়মনোবাক্যে তোমার শুভানুধ্যায়ী ভৃত্য মাত্র।

সিরাজ। তবে সৈন্যদের নিয়ে যুদ্ধে অগ্রসর হোন।

মীরজাফর। আজ বেলা অবসানপ্রায়, সৈন্যেরাও ক্লান্ত। কাল প্রত্যূষে নিমেষের মধ্যেই যুদ্ধ জয় ক'রে দেব। তুমি নিশ্চিন্ত থাক।

সিরাজ। তাহ'লে আর আমার ব'লবার কিছু নাই।

মীরজাফর। ইয়ারলতিফ, সৈন্যদের মধ্যে ঘোষণা কর, "নবাবের আজ্ঞা, যুদ্ধ কাল হবে।"

(মীরজাফর ও অন্য সকলের প্রস্থান।

(দৌবারিকের প্রবেশ)

দৌবারিক। খোদাবন্দ, আমি মহারাজ মোহনলালের নিকট হ'তে আসছি। আপনার আদেশ প্রত্যাহার করুন। আমরা যুদ্ধ প্রায় জয় ক'রে এনেছি। এখন শুধু ইংরাজ সেনার পশ্চাদ্ধাবন ক'রে তাদের ছত্রভঙ্গ ক'রে দিতে চাই। মহারাজার সনির্ব্বন্ধ

অনুরোধ, আপনার আদেশ প্রত্যাহার করুন। সেনাপতি সৈন্যদের ফিরে আসতে হুকুম দিয়েছেন। মহারাজা সামান্য মনসবদার মাত্র ; সেনাপতির আদেশ অমান্য করবার অপরাধে, তাঁর প্রাণদণ্ড নিশ্চিত জেনেও তিনি এখনও দাঁড়িয়ে আছেন, শুধু আপনার পুনরাদেশের প্রত্যাশায়।

(দ্রুত রাজবল্লভের প্রবেশ)

রাজবল্লভ। হুজুর শীঘ্র পালান, হস্তী প্রস্তুত। এখনও মুর্শিদাবাদ রক্ষার উপায় ক'রতে পারবেন। আমাদের সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হ'য়ে প'ড়েছে। বিলম্বে দুকূল যাবে। মোগল-সূর্য্য চিরতরে অস্তমিত হবে। এখন মূহূর্ত্তের মূল্য অনেক। আপনি রাত্রির মধ্যে মুর্শিদাবাদ পৌঁছুতে পারলে এখনও সব দিক রক্ষা হবে। মূহূর্ত্ত বিলম্বে সব আশা চিরতরে নির্ম্মূল হবে। ঐ শুনুন হুররে হুররে,—ইংরাজের হর্ষধ্বনি অত্যন্ত নিকটে এসে প'ড়েছে। আর সময় নাই, বাইরে হস্তী প্রস্তুত। পটমণ্ডপের পশ্চাদ্দ্বার দিয়ে বেরিয়ে যান। ঐ এসে প'ড়ল, আর সময় নাই।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

ভাগ্য-বিড়ম্বিত সিরাজ স্নেহের পুতলি দুহিতা ও সাধ্বী পত্নী লুৎফন্নেসা সমভিব্যাহারে গভীর রাত্রির অন্ধকারে হীন তস্করের ন্যায় আত্মগোপন করিয়া নৌকারোহণে চলিয়াছেন। ষড়যন্ত্রকারীদের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া, ফরাসী-বীরদের সাহায্যে মাতৃভূমির স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারকল্পে, আশার ক্ষীণ-রশ্মি অবলম্বনে মৃত্যুপথের পথিক হইয়াছেন। দুর্ভাগা দেশের আকাশে বাতাসে বিশ্বাস-ঘাতকতার তীক্ষ্ণ বিষ ভাসিয়া যাইতেছে।

লুৎফ। একটু বিশ্রাম কর। আজ দুদিন দুরাত্রি ধ'রে চোখে পাতায় হ'ল না। বিশ্রামের যে বড়ই প্রয়োজন প্রিয়তম।

সিরাজ। প্রিয়তমে, লুৎফ আমার, নিয়তির নির্ম্মম চক্রের পেষণে নিদ্রাও আমায় পরিত্যাগ ক'রেছে। সকলেই যখন পরিত্যাগ ক'রেছে, তখন তুমিই বা কেন ক'রলে না, তাই ভেবে আমি অবাক হ'য়েছি। আর এই ক্ষুদ্র অনবদ্য সুন্দর শিশু! নিরুদ্দেশ-পথের যাত্রী শুধু আমরা তিন জন। চারিদিকে কৃতঘ্ন বিশ্বাস-ঘাতকতা, তার করাল বদন ব্যাদান ক'রে আমায় গ্রাস করতে আসছে, আর বিধাতার মঙ্গল আশীর্ব্বাদের ন্যায় তুমি আমায় ঘিরে রয়েছ। বিশ্বগ্রাসী সূচিভেদ্য তিমির ভেদকারী শুভ্র রজত-কৌমুদীর ন্যায়, আমার মসী-মলিন জীবনাকাশে উদিত হয়ে, আমায় ভাগ্য-দেবতার অভয়বাণী শোনাচ্ছ। এই দুর্দ্দিনে, এই গভীরতম নিরাশার

মধ্যে তোমায় কাছে পেয়ে, আবার ক্ষীণ আশার আলো দেখ্‌তে পাচ্ছি।

লুৎফ। বীরহৃদয় তোমার নাম, উৎসাহশূন্য হ'লে তোমার চলবে কেন? দুর্দ্দিনের পর সুদিন আসবেই আসবে। শীতের পর বসন্তাগম, এ যে স্বভাবের নিয়ম। খোদার দুনিয়া শুধু কৃতঘ্নতা ও বিশ্বাসঘাতকতা দিয়ে তৈরী হয়নি। কৃতজ্ঞতা, প্রভু-ভক্তিপরায়ণতা এও সংসারে আছে। তা না থাক্‌লে সংসার জীব-বাসের অযোগ্য হ'য়ে প'ড়তো!

সিরাজ। কি ক'রবো বল। পুনঃপুনঃ বিশ্বাসঘাতকের দ্বারা প্রতারিত হয়ে মানসিক অবস্থা এমন হয়েছে, যে আর নিজের উপর আস্থা স্থাপন ক'রতে ইচ্ছা হয় না। নরপিশাচ, মনুস্যাধম, মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে, পলাশীর রণক্ষেত্র ত্যাগ ক'রে মুর্শিদাবাদ ফিরে এসে দেখি, সেখানকার অবস্থা আরও শোচনীয়। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, আমীরওমরাহ সকলেই স্বার্থান্ধ বিশ্বাসঘাতক। সকলেই যদি চরিত্রভ্রষ্ট ও ধর্ম্মপতিত হয়, তবে বিধাতার অভিশাপ যে সে জাতটার উপর পড়বেই পড়বে। তাই ভয় হচ্চে, তাই মনে বল পাচ্ছি না। এ মানসিক দৌর্ব্বল্য আমার ভাগ্যবিপর্য্যয়ের অবশ্যম্ভাবী ফল কিনা জানি না।

লুৎফ। জাতি যদি নিজের পাপে নিজে সর্ব্বস্বান্ত হয়, তাতে তোমার অপরাধ নাই। তবে শেষ চেষ্টা তোমায় ক'রতেই হবে। আমার দেবতা তুমি, তুমি কেন কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হবে।

সিরাজ। সেই জন্যই ত অকুলে তরী ভাসিয়েছি। কিন্তু

হৃদয়াবেগ যে কিছুতেই শমিত ক'রতে পারছি না, আমার শ্বশুর হয়েও পিরিচ খাঁ সমস্ত ধন-রত্ন নিয়ে পালিয়ে গেল। গুপ্ত ধনাগার উন্মুক্ত ক'রে দিলাম। সেনাদলকে উত্তেজিত ক'রবার নিমিত্ত মুক্তহস্তে অর্থদান ক'রলাম। সকলেই প্রাণপণে সিংহাসন রক্ষা ক'রবে বলে ধর্ম্মপ্রতিজ্ঞা ক'রলে, আর ধন-রত্ন হস্তগত ক'রেই একেবারে নিরুদ্দেশ! মনুষ্যত্বের কি শোচনীয় পরিণাম! হায় রে অভিশপ্ত জাতি! দুদিন আগে যার অঙ্গুলি হেলনে সহস্র সহস্র লোক জীবন বিসর্জ্জন দিতে অগ্রসর হ'ত, আজ তার জন্য দুজন শরীররক্ষীও পাওয়া গেল না। রজনীর অন্ধকার আশ্রয় ক'রে, স্ত্রী কন্যার হাত ধ'রে, দীন ফকীরের বেশে নিজ রাজধানী ত্যাগ করতে হ'লো! তুমি বলছ বটে, কিন্তু মানুষে আর কত সইতে পারে?

লুৎফ। কেন আত্ম-বিস্মৃত হচ্চ প্রিয়তম? এ যে আমাদের কঠোর পরীক্ষার সময় এসেছে। এখন সামান্য ভুল যে আমাদের পক্ষে একেবারে মারাত্মক হবে। সমস্ত দেশের মঙ্গলামঙ্গল তোমার উপরে নির্ভর ক'রছে। আত্মদুঃখে যে তোমার আত্মহারা হওয়া চলে না। মেঘমুক্ত সূর্য্যের মত তোমায় যে নবীনতেজে দুর্ব্বার হ'য়ে জ্ব'লে উঠতে হবে। মেঘ যে ক্ষণিকের, ভাস্বরতা যে সূর্য্যের শাশ্বত। বিলাপ তো স্ত্রীলোকেরই নিজস্ব সম্পত্তি। ফরাশী বীর মসিয়ে লা অদূরে তোমার আদেশের অপেক্ষায় অবস্থান ক'রছে। প্রভুভক্ত রামনারায়ণ তার অগণিত বীরবৃন্দকে নিয়ে অগৌণে এসে তোমার পতাকাতলে দণ্ডায়মান হবে। অমিততেজে শত্রু ধ্বংস

ক'রে তুমি আবার মুর্শিদাবাদের মসনদে উপবেশন ক'রবে। সাধারণ ভাবে বিশাল বিহার-উড়িষ্যা প্রদেশের কোন প্রজা বা জমিদার এই বিশ্বাসঘাতকদের সঙ্গে যোগ দেয় নাই। স্বাধীন-নরপতির পক্ষে এটা কি কম গর্ব্বের বিষয়। প্রজা সাধারণের মানস-সিংহাসনে তোমার অক্ষয় স্থান কি কম শ্লাঘার কথা।

সিরাজ দুহিতা। মা, আজ এত বেলা হ'য়ে গেল, অথচ তুমি আমাকে খেতে ব'ললে না। আমার যে খিদে পেয়েছে। কা'ল রাত্তিরে যে তোমার সঙ্গে নৌকোয় বেড়াতে যাব ব'লে তাড়াতাড়ি এসেছিলাম, আমি যে কা'ল কিছু খাইনি মা। আমার খাবার বুঝি নিয়ে এসনি। তা বেশ, এক্ষুনি ত বাড়ী ফিরে যাব। রাডিয়ো হলে এত বেলা না খেয়ে কিছুতেই থাকতে পারত না। নয় মা?

লুৎফ। (স্বগত) অবোধ শিশু জানে না যে ভীষণ দুর্ভাগ্য তাকে গ্রাস ক'রেছে। (প্রকাশ্যে) আজ ফিরতে একটু দেরী হবে। আমরা অনেকদূর যাব কিনা, আমার পোড়া মন, তাই তোমার খাবারটা আনতে ভুলে গেছি মা। যাক্ এখুনি বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি। কেমন সুন্দর পাখীটা ঐ গাছে ব'সেছে, দেখ্‌তে পেয়েছ? ঐ রকম একটা পাখী নেবে?

সি-দুঃ। অমন পাখী ত' আমাদের চিড়িয়াখানায় দেখিনি মা। তুমি দেখেছ? বাবাকে বলনা, যেন খাঁ সাহেবকে হুকুম দেন, দু-শ ঐ রকম পাখী চিড়িয়াখানায় রাখতে হবে। মা তোমার চোখে বুঝি রোদ্দুর লাগছে? এত চোখ দিয়ে জল প'ড়ছে কেন? স'রে বোস মা।

লুৎফ। হ্যাঁ মা তাই বসছি। (সিরাজকে) দেখ নৌকার বেগ কেমনতর মন্দীভূত হয়ে এল দেখছি।

সিরাজ। আমি সেটা ইতিপূর্ব্বেই লক্ষ্য করেছি। এই প্রচণ্ড গ্রীষ্মে নদ নদী সমস্ত শুকিয়ে উঠেছে। আর এই কালিন্দী, এটা ত একটা সামান্য খাল ব'ললেই চলে। এই জায়গাটা একেবারে শুকিয়ে উঠেছে। নৌকা অতি কষ্টে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। আর তিন ঘণ্টা কোনো রকমে যেতে পারলেই বড় গঙ্গায় পড়বে। সঙ্গে সঙ্গে ফরাশী বীরশ্রেষ্ঠ মাসিয়ে লার সঙ্গে মিলিত হতে পারব। খোদার মেহেরবাণীতে এখন বোধ হয় আমরা নিরাপদ। তবে এই শুক্‌নো জায়গাটুকু পার হতে পারলেই হয়।

লুৎফ। তা হ'লে নাবিকদের বল, ওরা বরং ততক্ষণ নৌকো থেকে নেমে নিজেদের পথ নির্ণয় করে নিক, ইত্যবসরে এই মেয়েটার আর তোমার দুটো কিছু খাবারের বন্দোবস্ত করে দি। আজ তিন দিন থেকে তোমার আহার নিদ্রা নেই, শরীর আর কত সইবে বল।

সিরাজ। দেখ লোকালয়ে যেতে আমার এখন বড় ভয় হয়। এই অঞ্চল মালদহের অন্তর্ভুক্ত। মালদহের ফৌজদার মীরদাউদ মীরজাফরের ভ্রাতা। সে নিশ্চয় তার সমস্ত এলাকায় ঘোষণা করে দিয়েছে, যে যদি কেউ আমাকে ধ'রে দিতে পারে, তাহলে প্রচুর পুরস্কার পাবে। আমার কেমনতর মন সরছে না।

লুৎফ। তবে থাক্।

সিরাজ। কিন্তু মেয়েটারও বড় খিদে পেয়েছে। দেখ

নিকটে কোন মসজিদ থাক্‌লে, সেখানে মোশাফেরের মত আমি খানিক বিশ্রাম ক'রতে পারি, এবং মেয়েটাকেও কিছু খাইয়ে নিতে পারি। ঐ যে অদূরে বৃক্ষান্তরালে মসজিদের চূড়ার মত বোধ হ'চ্চে। হ্যাঁ মসজিদই বটে। খোদা তোমার অনন্ত করুণা। লোকালয় হ'তে বহু দূরে এই বিস্তৃত জনশূন্য প্রান্তরের মাঝখানে মসজিদ রয়েছে। তবে চল আমরা তিন জনে ঐ মসজিদে বিশ্রাম করি। ততক্ষণ এরা নিজেদের পথ নির্ণয় করুক।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ

কালিন্দী তীরস্থ মসজিদে—তাহের মোল্লা ও করিম শেখ বসিয়া, নবাব সিরাজদ্দৌলাকে ধরিতে পারিলে কিরূপ বখশিস্ মিলিবে, তাহাই আলোচনা করিতেছিল।

করিম। আমাদের ত্যাশে ত্যাশে ঢ্যাররা পিটিং গ্যাল ক্যান কইতে পার মোল্লা সায়েব।

তাহের। আরে তা জাননা করিম চাচা। এই মুখশদাবাদের লবাব সিরাজদ্দৌল্লা যুদ্ধে হেরে মনের দুঃখে ত্যাশত্যাগী হ'লছে। এখন লোতুন লবাব হল মীরজাফর সায়েব। তেনারই ভাই হল' আমাগো ফৌজদার দাউদ সাহেব। ফৌজদার সায়েবের হুকুম যদি কেও ফেরারী আসামী ধ'রে দিতে পারে, তবে লতুন লবাব তাকে জমিদার বানাবে। লবাবের বেটীর সঙ্গে সাদিও দিতি পারে। কোটা বালাখানা ক'রে দিবে। তার সাত খুন মাপ হবে। লোক লস্কর হাতী ঘোড়া সব দিবে। ধামায় ভ'রে পয়সা টাকা আধুলি সিকি সব দিবে। সাতপুরুষ পায়ের উপর পা দিয়ে খাবে।

করিম। খোদার কুদরত। হামাগো কপালে কি অত হয় মোল্লা সায়েব। যদি একবার ফেরারী লবাবটারে পাই। ইয়া খোদা, তাহ'লে ত' হারু সেখ শালার মাথাটা আগে ভাঙ্গি। লবাবের বেটীর সঙ্গে সাদি না দেয় নাই দিবে। সাতখুন মাপ

ত হবে। ঐ বেটী কি হামাগো বাড়ী ধান সিজ্যাবে। না ঢিঁকিতে ধান ভাংবে। আচ্ছা মোল্লা সায়েব, সাত ধামা টাকা পয়সা কত হবে। তিন চার কুড়ি টাকা হবেও বা।

তাহের। তা আর হবে না? এখন নবাবটারে পেলেই হয়।

করিম। একবার নবাবটার সন্ধান যদি পাই ত, এক দৌড়ে ফৌজদারের সাপাইকে খবর দিব। করিমণ বিবি তাহ'লে এক সঙ্গে খাড়ু পৈঁছে দুই পরবে। কি বল মোল্লা সায়েব পরবে না?

তাহের। তা আর প'রবে না।

করিম। তোমার এই পীরের দরগায় পাঁচ পয়সার সিন্নি মানত। দেখি খোদা কি করে।

(সিরাজ ও দুহিতা সহ লুৎফন্নেসার প্রবেশ)

সিরাজ। সেলাম মৌলানা সাহেব, আমরা মোশাফের পথশ্রমে বড়ই ক্লান্ত। আমার এই শিশুকন্যা বড়ই ক্ষুধার্ত্ত। এই পবিত্র মসজেদ দেখে আশ্রয় লাভের আশায় আপনার দ্বারস্থ হ'য়েছি। ভরসা হয় বিপন্ন মোশাফের আপনার দয়ায় বঞ্চিত হবে না।

তাহের। তসরীফ রাখেন। হামি আপনার গোলাম। হুকুম করেন। আপনাগো চেহারায় মালুম, আপনারা যে সে লোক নন। আপনাগো হুকুম হ'লেই সব চীজ মজুত। চাল ডাল আণ্ডা সব দিব। বিবি সায়েব পাকাইয়া নন।

সিরাজ। আপনার মহত্ত্ব এবং সেবাপরায়ণতার নিমিত্ত আপনাকে শত সহস্র ধন্যবাদ।

করিম। হুজুরের জুত্যা দেখি রোদে জ্বলছে।

সিরাজ। (স্বগত) শেষে কি পাদুকাই চরম বিশ্বাসঘাতক হবে? অথবা নীচের ধর্ম্ম-ই এই! (প্রকাশ্যে) মৌলানা সাহেব, আপনার কোন বিষয়ের নিমিত্ত চিন্তিত হবার প্রয়োজন নাই। রন্ধনাদি আমার স্ত্রীই সব ক'রে নেবেন। যৎসামান্য তণ্ডুল যা আপনার গৃহে আছে, তাইতেই আমাদের চ'লে যাবে।

তাহের। বিবি সায়েব আপনাগো খিচুরি পাকান। আপনি মুখ হাত ধোন, ডুব ছ্যান। করিম চাচা আপনার বিটীর লেগে দুধ আনতে যাক।

সিরাজ। আচ্ছা তাই হোক। আপনার আতিথেয়তায় আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ হলেম।

তাহের। (জনান্তিকে) হ্যাদে করিমচাচা, আর দ্যাখছ কি, খোদা তোমার সিন্নি খেয়েছে। তোমার করিমন বিবির খাড়ু পৈঁছে দুই হল। এখন যাও এক দৌড়ে। ফৌজদারের সিপাই গিং এনে নবাবকে ধরিং দেও। এ দানসা ফকিরের মসজিদ। এখানে যা চাইবা তাই পাবা।

(করিমের প্রস্থান)

(প্রকাশ্যে) করিম চাচাকে দুধের লেগে পাঠালাম, এখন হুজুরের ডুব দিব্যার জলের ঠিক করি।

(তাহেরের প্রস্থান)

সিরাজ। লুৎফ, এদের ব্যবহার কি সন্দেহজনক মনে হয়?

লুৎফ। জানিনা প্রভু। আমি প্রত্যেক মানুষের উপরই

বিশ্বাস হারাতে ব'সেছি। খোদার যা ইচ্ছা তা হবেই হবে। তার জন্য আর দুশ্চিন্তার বোঝা বাড়াতে পারি না। ভবিষ্যতের গর্ভে যে কি আছে, তা এক তিনিই জানেন। তার জন্য চিন্তিত হ'য়ে লাভ নাই। এখন যদি আমরা এখান থেকে পালাই, তা হ'লেও বেশী দূর যেতে পারব না। তার উপর দৈব দুর্ব্বিপাকে নৌকা খানাও আটকে প'ড়েছে। সুতরাং এরা যদি ফৌজদারের লোককে সংবাদ দিতে গিয়ে থাকে, তা হ'লে ত' তারা অবিলম্বে আমাদের সন্ধান পাবে। কিন্তু যদি এরা আমাদের চিন্তে না পেরে থাকে, বা ওদের মনে কোনরূপ সন্দেহের উদ্রেক না হ'য়ে থাকে, তাহ'লে আমাদের আকস্মিক পলায়নে তাদের মনে সন্দেহের উদ্রেক নিশ্চয় হবে, এবং একথা ফৌজদারের লোকদের কানে উঠতে কিছু মাত্র বিলম্ব হবে না। এবং তার ফল যে কি বিষময় হবে, তা চিন্তা করতেও প্রাণ শিউরে উঠছে।

সিরাজ। মানুষ নিতান্তই নিয়তির ক্রীড়া-পুত্তলিকা।

লুৎফ। ও কিসের শব্দ। দূরে অশ্বক্ষুরের ধ্বনি ব'লে মনে হয় না? শব্দ যে ক্রমশঃ নিকটে এল।

সিরাজ। খোদা তোমার মনে এই ছিল?

(সশস্ত্র সৈনিকসহ মীরকাশিম, তাহেরমোল্লা ও করিম সেখের প্রবেশ)

মীরকাশিম। হাঁ, এই সিংহাসন-চ্যুত নবাব সিরাজদ্দৌলা। ভূতপূর্ব্ব নবাব সিরাজদ্দৌলা ও বেগম সাহেবা, আপনারা এখন আমার বন্দী।

সিরাজ। মীরকাশেম আলি খাঁ, আমায় বন্দী করতে এসেছ! বেশ ভাল। বল কোথায় যেতে হবে। আমি প্রস্তুত।

লুৎফ। কাশেম সাহেব, আপনি আমাদের আত্মীয়। অবশ্য আপনি অধুনাতন নবাবের জামাতা। আপনাকে আমি অন্যায় অনুরোধ করতে চাই না। তবে কেবল মাত্র একটি সামান্য ভিক্ষা আপনার নিকট নিবেদন ক'রতে চাই। আমার স্বামী আজ দুই দিন যাবত অনাহারে আছেন। আমার এই শিশু কন্যাও অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত, কিছুক্ষণ সময় দান করুন। এই কদন্ন ওঁর মুখে রুচবে না জানি, তবুও—

মীরকাশিম। আমায় ক্ষমা ক'রবেন। আপনার প্রার্থনা পূরণ ক'রতে আমি অক্ষম। আমার উপর আদেশ, যে আমি যখন যে অবস্থায় ভূতপূর্ব্ব নবাব সিরাজদ্দৌলাকে নিজ আয়ত্তের মধ্যে পাব, তৎক্ষণাৎ তাঁকে শৃঙ্খলিত ক'রে মুর্শিদাবাদে প্রেরণ ক'রব। আমি আদেশ লঙ্ঘন ক'রতে পারব না।

সিরাজ। আমায় বন্দী ক'রেও সন্তুষ্ট নও? শৃঙ্খলিত ক'রবে! কর! প্রিয়তমে, ঐ নিমকহারামের ভৃত্যের দিকে এখনও মিনতিপূর্ণ নয়নে চেয়ে র'য়েছ? আর অপমানের ডালি মাথায় তুলে নিও না। সহ্যেরও একটা সীমা আছে।

লুৎফ। মঙ্গলময় খোদা, এই কি তোমার ন্যায় বিচার!

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

মুর্শীদাবাদের কারাকক্ষ। বাঙ্গালার শেষ স্বাধীন নবাব, কারাগারে পত্নী ও কন্যাসহ অনাহারে অনিদ্রায় প্রতিমুহূর্ত্তে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছেন।

সিরাজ। প্রিয়তমে এই বোধ হয় আমাদের শেষ রাত্রি, এই বর্ণ-গীতি-গন্ধময় ধরিত্রীর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ হয়ত কা'ল প্রত্যুষেই চিরতরে বিচ্ছিন্ন হবে। অপরূপ লাবণ্যময়ী শ্যামাঙ্গিনী জন্মভূমি আমার, এ'কে ছেড়ে যেতে হবে। আমি যে আমার এই সোনার বাংলাকে বড় ভালবাসি। অদূরে জাহ্নবীর কলধ্বনি আর শুনতে পাব না। ঐ ক্ষুদ্র শিশু, নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক, মমতাময়ী দুহিতা আমার, তোমায়ও আর দেখতে পাব না। হাসি-হাসি মুখে নবনীত কোমল ক্ষুদ্র হস্ত দুখানি প্রসারিত ক'রে সে আমার বক্ষলগ্ন হ'ত। আহা যাদু আমার ঘুমিয়ে প'ড়েছে। এই দুদিন সে যে বড় কষ্ট পেয়েছে। হতভাগ্য পিতা আমি, তার দুঃখের কিছু মাত্র লাঘব ক'রতে পারি নি। ক্ষুধার অন্ন ফেলে দিয়ে জল্লাদেরা তাকে টেনে নিয়ে এল। আর তার ভাগ্য-বিড়ম্বিত জনক আমি, তাই চেয়ে চেয়ে দেখলাম। আমি তার ঘুম ভাঙ্গাতে চাই না। তবু একবার দাও। তাকে শেষ আলিঙ্গন দিয়ে যাই। একটি শেষ চুম্বন রেখা তার কপোলে অঙ্কিত ক'রে রেখে যাই। (বালিকাকে কোলে

করিয়া চুম্বন দান) ঘুমাও মা আমার, আর তোমার ঘুমের ব্যাঘাত ক'রব না। আমার এই তুচ্ছ প্রাণের নিমিত্ত আর কিছু-মাত্র মমতা নাই, তবে তোমাদের সকলকে ছেড়ে যেতে বড় কষ্ট হ'চ্ছে। বুকখানা একেবারে ভেঙ্গে চুরমার হ'য়ে যাচ্ছে। আচ্ছা লুৎফ বলতে পার, এরা ত আমায় মেরেই ফেলবে, কিন্তু সেই কালিন্দী-তীরস্থ মসজিদে বধ ক'রলে না কেন ?

লুৎফ। কে ব'ললে তোমায় বধ ক'রবে ? তাও কি সম্ভব ? খোদার মনে কি আছে, তা যে কেউ বলতে পারে না। তাঁর অনন্ত মহিমা। অপার করুণাময় তিনি। হয়ত এই ভীষণ রজনী প্রভাত হবার পূর্ব্বেই মসিয়ে লা ও তোমার প্রভুভক্ত ভৃত্য রামনারায়ণ বিদ্রোহীদের দমন ক'রে, তোমায় কারামুক্ত করতে পারেন। তাঁর কৃপায় সব হয়।

সিরাজ। আর কেন বৃথা আশা-মরিচীকায় প্রলুব্ধ ক'রছ প্রিয়তমে। তা যদি হ'ত, তা হ'লে আর জলঙ্গীর খালে আমাদের নৌকা আটকে যেত না। মৃত্যু আমার অনিবার্য্য। আমার সব ফুরিয়েছে, সেটা প্রাণে প্রাণে বেশ অনুভব ক'রছি। আমাকে যে ওরা বধ ক'রবে, এটা স্থির নিশ্চয়। কিন্তু আমি কি স্বার্থপর, এতক্ষণ শুধু নিজের কষ্টের কথা ভাবছিলাম। আমার মৃত্যুর পর আমার জননী, আমার দাদুমার কি অবস্থা হবে, সে কথা ত মনে আসেনি। শোকবিহ্বলা সন্ত সন্তানহারা বিধবার দারুণ বেদনা-ক্লিষ্ট মুখচ্ছবি, তাদের সেই-মর্ম্ম-ভেদী-হাহাকার, এ কল্পনাও যে আমার অসহ্য। আর তুমি—উঃ, আর যে পারি না। আমার

শরীর ও মন দুইই অত্যন্ত অবসন্ন হ'য়ে প'ড়েছে। খোদা তোমার মনে এই ছিল?

লুৎফ। একটু ঘুমাও। আজ তিন দিন তুমি অনাহারে অনিদ্রায় র'য়েছ। এ অবস্থায় এই আত্মঘাতী দুশ্চিন্তায় কি লাভ বল। খোদা যা ক'রবেন তা ত হবেই। এখন একটু ঘুমাও। সারা জীবন তো আমার সমস্ত আবদার রক্ষা ক'রেছ। আজ আমায় বিমুখ ক'রো না। আমার এই জানুর উপর মাথা দিয়ে শোও, আর আমি অঞ্চল-ব্যজনে তোমার স্বেদ-বিন্দু অপনয়ন করি। আমায় এই ভিক্ষা দাও।

সিরাজ। আচ্ছা, তাই শুচ্ছি। (তথাকরণ) দেখ, আজ জীবনের এই শেষ রাত্রিতে, আমার প্রথম যৌবনের নবীন ঊষায় যে দিন তোমায় প্রথম দেখি, সেই দিন থেকে এপর্য্যন্ত প্রত্যেক ঘটনাটি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। আমার কায়ার ছায়া-রূপিণী হ'য়ে—

লুৎফ। আবার কথা ব'লতে আরম্ভ ক'রলে? লক্ষ্মীটি আমার ঘুম যাও।

সিরাজ। ঘুম যে আসে না প্রেয়সী। নিদ্রা ত আর আমার আদরের লুৎফন্নেসা নয়, যে বিপদে সম্পদে সব সময় নিকটে হাজির থাকবে।

লুৎফ। কথা ব'লো না, চোখ দুটি বুজে থাক, ঘুম এখুনি আসবে। এই না তুমি ব'ল্লে শরীর ও মন দুই অত্যন্ত অবসন্ন হ'য়ে পড়েছে।

সিরাজ। আচ্ছা ঘুমাই—

লুৎফা। আর কত সইতে হবে, খোদা? আর যে পারি না। গজদন্ত-নির্ম্মিত পর্য্যঙ্কোপরি দুগ্ধ-ফেননিভ শয্যাও যার কাছে কণ্টকাকীর্ণ ব'লে মনে হ'ত, আজ তিনি প্রস্তর শয্যায় শয়ান! স্নিগ্ধ-সুরভিরস-সিক্ত ময়ুরপক্ষ-বীজনে যার শয্যাগৃহে শীতল বায়ু সঞ্চালিত হত, আজ তার জন্য একখানি তালবৃন্তও পাওয়া যায় না।

সিরাজ। (স্বপ্ন দর্শন) চন্দ্রালোক-উদ্ভাসিত অম্বর পথে, দিব্যকান্তি সৌম্যমূর্ত্তি কে তুমি ধীর-মন্থর গতিতে নেমে আসছ দেব! নয়নে তোমার করুণাজ্যোতি। আননে তোমার দিব্যভাতি, কে তুমি মহাপুরুষ? স্মিত হাসিটুকু তোমার কি মধুর। আবার ব্যগ্র হস্তপ্রসারণে আমাকে তোমার ঐ বিশাল উরসে স্থান দিতে চাও, কে তুমি স্নেহময় দেবতা। তোমায় যে চিনি ব'লে বোধ হ'চ্ছে। তুমি কি আমার দাদু সাহেব? তাই ত'। আমায় ডাকছ দাদু, যাই, যাই, যাই! যেতে পারবনা মনে ক'রছ, তাই বুঝি মৃদু মৃদু হাস্‌ছ? তুমি যে তোমার মহাব্রত উদ্‌যাপনের ভার আমায় দিয়েছিলে, তা বুঝি এখনও শেষ হয়নি? তোমার পরমারাধ্যা দেশমাতৃকাকে বুঝি এখনও সর্ব্বাভরণ-ভূষিতা জগদ্ধাত্রীরূপে প্রতিষ্ঠিতা ক'রতে পারিনি? তাই ভাবছ, আমি তোমার নিকট যেতে পারব না? কিন্তু তোমার নিকট যে আমায় যেতেই হবে। অনেকদিন তোমার কাছছাড়া হ'য়ে আছি, আর যে দেরী স'ইছেনা দাদু সাহেব। আমায় তোমার কোলে তুলে নাও। যখন দয়া ক'রে দেখা দিয়েছ, তখন আমায় বিমুখ

ক'রোনা। তুমিত আজ পর্য্যন্ত আমার কোন সাধ অপূর্ণ রাখনি। তুমি যে আমায় বড় ভালবাস।

(মহম্মদীবেগের প্রবেশ)

(চক্ষুরুন্মীলন করিয়া) সত্যইকি দাদুসাহেব তুমি এসেছ? কে তুমি, তুমি ত' আমার দাদু সাহেব নও। ওঃ স্বপ্ন দেখছিলাম, স্বপ্ন এত মধুর হয়! কে তুমি? মহম্মদীবেগ, এমন সময়, তুমি এখানে? এমন সন্দিগ্ধ চলনভঙ্গী কেন তোমার? তুমি কি এই গভীর রাত্রিতে আমায় মুক্তি দিতে এসেছ? তা এমন অসময়ে এই গভীর রাত্রিতে কেন? ও বুঝেছি, অন্নদাতার প্রত্যুপকার ক'রবার জন্য। নিজ জীবনদানে আমায় কারামুক্ত ক'রতে চাও। কৃতজ্ঞতা ব'লে একটা জিনিস তবে এখনও সংসারে আছে? খোদা আমায় মার্জ্জনা কর। ক্ষণেকের তরেও আমার তোমার উপর সন্দেহ হ'য়েছিল। পাপী আমি, মার্জ্জনা কর খোদা আমায়। মহম্মদী বেগ, আমি তোমার প্রত্যুপকার চাইনা। তুমি নিজ জীবন দানে আমার জীবন রক্ষা ক'রবে, এ চিন্তায় আমার সুখ আছে বটে—কিন্তু এ কার্য্যে আমি সুখী হবনা। তুমি ফিরে যাও। তোমার জীবন বিনিময়ে আমার মুক্তি আমি চাই না। তুমি ফিরে যাও বন্ধু। এখনও দাঁড়িয়ে রইলে? আমার সংকল্প কিন্তু অটল। তোমার জীবন বিনিময়ে আমি নিজ মুক্তি ক্রয় করতে পারবনা। কিছুতেই না। আমায় ক্ষমা কর বন্ধু। তুমি ফিরে যাও। এখনও গেলেনা? কিন্তু তোমার হাতে ও শানিত

ছুরিকা কেন? আমায় বধ ক'রবে? তুমি ঘাতকের কর্ত্তব্যে এসেছো? তা তুমি কেন? হত্যা ত' এরা আমায় ক'রবেই। কিন্তু এরা কি আর দুঘণ্টাও সবুর সইতে পারলে না? বড় আশা ছিল, প্রভাতের অরুণালোকে একবার জন্মভূমিকে শেষ দেখা দেখে নেব, এদের বুঝি আর তাও প্রাণে সইলনা? তা মহম্মদী বেগ, আমায় হত্যা ক'রতে কি আর কোন লোক পাওয়া গেলনা? তুমি কেন এলে?

মহম্মদ। আমি কেন এলাম, সে কৈফিয়ৎ এখন আমি আপনার কাছে দিতে বাধ্য নই। আমি আর বিলম্ব ক'রতে পারবনা।

সিরাজ। তোমায় অধিকক্ষণ বিলম্ব ক'রতে হবেনা ভাই। মৃত্যুর পূর্ব্বে শুধু একবার খোদাকে ডাকতে চাই।

(সিরাজ উপাসনারত হইলেন)

মহম্মদ। আমি অত সবুর সইতে পারচিনা—

(সিরাজের হত্যা)

অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ

প্রাসাদ পার্শ্বস্থ রাজপথ—আমিনা, রোসেনা ও বাঁদীদ্বয়।
প্রিয়পুত্রকে হারাইয়া নবাবজননী জ্ঞানহারা হইয়া
পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

রোসেনা। চল মা ভিতরে চল। এখন ত সারা জীবন ধ'রে কাঁদতে হবে। এ জীবনে কান্নার ত আর শেষ হবেনা মা।

আমিনা। এখনও ভিতরে যেতে হবে। সিরাজ বাপ আমার, তুই যে আমার সব নিয়ে গেছিস। আর আমার মান-মর্য্যাদা কিসের? আমি এখন যে রাস্তার ভিখারিণীর চেয়েও অধম। ছিলাম বটে আমি রাজকন্যা, তার পর হ'য়েছিলাম রাজমাতা। আর আজ, আজ যে আমার সব গিয়েছে সিরাজের সঙ্গে। ও, হো, হো, তোরা বল রোসেনা বল, আমার মত কে আর হতভাগিনী আছে এ সংসারে? ঐ রাক্ষসদের বল, আমার সব যখন কেড়ে নিয়েছে, তখন প্রাণটা কেন নিলেনা। বল তাদের, তারা আমাকেও হত্যা করুক। ও, হো, হো, সিরাজ, বুক যে ফেটে গেল। আর যে পারিনা। খোদা তুমি কি নেই? সিরাজ কেন এমন হ'ল? যে আমায় মা বলতে অজ্ঞান হ'ত। তাকে ডাকলাম, সে যে কথার সাড়া দিলেনা। বুঝি শুনতে পেলেনা? সিরাজ, তুমি আমার কথা শুনতে পাওনি বাপ্?

রোসেনা। মা আমার, ঐ দেখ সবাই কাঁদছে।

আমিনা। সবাই কাঁদবেনা? কে তার মত ছিল, ব'লতে পারিস? বাছা যে আমার সবাইকে নিজের মত দেখত। তার যে আত্মপর ভেদ ছিলনা। ঐ যে প্রকাণ্ড জানোয়ার হাতীটা, তার চোখ দুটো পর্য্যন্ত জলে ভেসে যাচ্ছে। হতভাগ্য বুঝতে পেরেছে, তার প্রভু আর নাই। সিং দরোজায় আমায় ছুটে আসতে দেখে আমার কাছে হাঁটু গেড়ে ব'সলো। ব'ললে কি জানিস? মূক জানোয়ার তার চোখের ভাষায় ব'ল্লে, আমার প্রভুর মা তুমি, তোমার কোলের বাছাকে কোলে তুলে নাও। তোমার কোলে গেলে তার মুখে আবার হাসি ফুটবে। আবার প্রভু আমায় আদর ক'রবে। কিন্তু হতভাগিনী আমি তা যে পারলাম না। জল্লাদেরা যে কাছে যেতে দিলেনা! নিমকহারাম সয়তানেরা আমার বুকের ধনকে বুকে নিতে দিলে না। কেন আমি ক্ষণেকের তরে জ্ঞান হারালাম। কেন বাছাকে আমার আবার চেঁচিয়ে ডাকলাম না। রোসেনা, বাছা কি আমার অভিমান ভরে চ'লে গেল? বাছা যে আমার নেমকহারামদের শাস্তি দেবার জন্য আমার কাছে অনুমতি চাইতে এসেছিল। বুঝি অনুমতি পেলে না ব'লে, অভিমানী বাপ আমার মান ক'রে চ'লে গেল? সিরাজ! আমি অনুমতি দিচ্ছি। নিমকহারামদের শাস্তি দাও। পিশাচদের আদ্দেক শরীর মাটীতে পুতে কুত্তা দিয়ে খাইয়ে দাও। এই সারা মুল্লুকের, এই সমস্ত বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দণ্ড-মুণ্ডের কর্ত্তা যার পায়ের তলায় এসে কুর্নীশ করে, সেই আমি দাঁড়িয়ে, আর তারা রাজহস্তী নিয়ে চ'লে গেল। হস্তী

যাবে না। অঙ্কুশে ক্ষত বিক্ষত হ'ল। তার রক্তে আর চোখের জলে রাস্তা ভিজে গেল। বন্যপশু আমায় খাতির ক'রলে, আর ঐ মানুষ পশুগুলো ক'রলে না। অভিমান ক'রে বাছা ত' আমার বেশীক্ষণ থাকবে না। আসুক, সিরাজ আমার ফিরে আসুক, বেইমান, বেতামিজদের উপযুক্ত শাস্তি দেব। কোই হ্যায় ? বেইমান লোককো কুত্তা খিলাও ! রাজমাতার সাম্‌নে বেয়াদপি। ওদের গোস্তাকি আমি মাপ ক'রব না। না ক'রব না, কিছুতেই ক'রব না। সিরাজ যদি আমার উপর অভিমান করে, তবে, তবে গোলামের গোলাম, তোরা কোন্ সাহসে হাতী নিয়ে যাস্।

রোসেনা। আহা হা, সন্তানহারা হতভাগিনী শোকে জ্ঞান হারিয়েছে।

আমিনা। কি ব'লছিস রোসেনা। ওদের মার্জ্জনা ক'রতে অনুরোধ করছিস! না মার্জ্জনা আমি কিছুতেই ক'রব না। হ্যাঁ ক'রতে পারি, যদি সিরাজ এসে বলে, মা ওদের মাপ কর; তবে মাপ করতে পারি, নইলে কিছুতেই নয়। এত বড় গোস্তাকি কি সহজে মাপ করা যায়। তুই দেখিস নি বুঝি? এই রোদ্দুরে সিরাজ আমার কত ঘেমেছিল। সিরাজের যে আমার দুধে আলতায় গোলা রং। এই রোদ্দুর লেগে ঘেমেছে, আর সেই ঘামে তার সমস্ত শরীর,—পোষাকগুলো পর্য্যন্ত লাল হ'য়ে উঠেছে। বেইমানরা পোড়া চোখে কি তাও দেখতে পায় না? আর তুই বলছিস ওদের মাপ ক'রতে। না মাপ ক'রব না।

বাঁদী। চলুন মা অন্দরে চলুন। নবাব বাহাদুর এলে ওদের বিচার হবে। এখন আর বাইরে থাকা আপনার ভাল দেখায় না।

আমিনা। তাইতো এ-যে রাজপথ। চল চল ভিতরে যাই। সিরাজ আমার যদি এখনি এসে পড়ে, তবে দেখলে কি ব'লবে বল দেখি। আমি না হয় রাগ ক'রে বাইরে এসে প'ড়েছি। তোদেরও ত' সে কথা মনে পড়িয়ে দিতে হয়।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

জগৎ শেঠের বাটীর পার্শ্বস্থ রাজপথ। রাজধানীর গোলযোগে চঞ্চল নাগরিকগণ নগর পরিত্যাগে উদ্যত হইয়াছেন।

১ম নাগরিক। নাঃ এ রাজ্যের আর মঙ্গল নাই। রাজার পাপে প্রজা নষ্ট, এত শাস্ত্রের কথা। এখন মুর্শিদাবাদ থেকে চ'লে যেতে হবে। এত পাপ ভগবান সইবেন কেন? একে ত বিশ্বাসঘাতকতার চরম ক'রলে, অন্নদাতাকে সিংহাসনচ্যুত ক'রে। তার উপর তার প্রাণ সংহার! তাতেও আশা মিটল না। বংশে বাতি দিতে কোন ব্যাটাছেলে রাখলে না। শুধু বেগমরা আছে, তাদেরও ঢাকায় চালান ক'রবে শুনছি। পথে হয়ত সব নৌকো-গুলো ডুবিয়ে দেবে, তা হ'লেই নিশ্চিন্তি।

২য় নাগরিক। এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত এ দেশের রাজা প্রজা সকলকেই ক'রতে হবে।

৩য় নাগরিক। তা আর নয়? এ'ত মীরজাফরের রাজত্ব হ'ল না। এখন ফিরিঙ্গী কোম্পানীর রাজত্ব হ'ল। ব্যবসা ব্যাপার আর আমাদের ক'রে খেতে হবে না। রাজা যদি ব্যবসাদার হয়, তবে প্রজাদের যে মুলে হাভাত, এতো নিশ্চয়।

১ম নাগরিক। পরের কথা পরে হবে। এখন ছেলেপিলে কয়টাকে নিয়ে, যদি ভালোয় ভালোয় দেশে ফিরতে পারি, তা হ'লেই বাঁচি। দেশে গিয়ে মা কালীকে জোড়া পাঁঠা দিয়ে পূজো দেব।

(অপর দিক হইতে অন্য দুই জন নাগরিকের প্রবেশ)

২য় নাগরিক। কি হারু খুড়ো, এত হন হন ক'রে দুই ভায়ে কোথা চ'লেছ ?

৪র্থ নাগরিক। আর ভাই আজই আমাদের ছেলেপিলেদের দেশে পাঠাব, তাই একবার শেঠজীর গদীতে যাচ্ছি।

১ম নাগরিক। কেন টাকাকড়ি তুলে নিতে নাকি ?

৪র্থ নাগরিক। অনেকটা সেই রকমই বটে।

২য় নাগরিক। হারু দাদা, কিছু শুনে টুনে থাকতো বল, আমরা তোমার প্রতিবাসী। সবে মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ।

৪র্থ নাগরিক। শুনছি মীরজাফর নবাব হয়ে, রাজকোষে যত ধনরত্ন ছিল সব ক্লাইভকে দিয়েছে, তবু তার খিদে মেটে নি। অথচ এদিকে সৈন্যেরা মাইনে পায় নি, তাই নাকি তারা বিদ্রোহ ক'রবে। আর সহরও লুঠ ক'রবে।

৩য় নাগরিক। যে বিয়ের যে মন্তর। এখন ত এই রকমই সব হবে। দেশ অরাজক হ'লে প্রজারাই আগে মরে।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

ঢাকা নগরীর কারাগারে নবাব-মহিষী লুৎফন্নেসা, তাঁহার পীড়িতা কন্যা ও রোসেনা।

রোসেনা। লক্ষ্মী মণি আমার, ওষুধটুকু খেয়ে নাও। হকিম সাহেব ব'লে গেলেন, কাল তোমায় স্থরুয়া খেতে দেবেন।

সিরাজ দুহিতা। হকিম সাহেবের ও ওষুধ আর আমি খাব না মাসিমা। ও ওষুধ এক দম মিষ্টি নয়। সেবার যখন আমার অসুখ ক'রেছিল, বাবা আমায় কত মিষ্টি ওষুধ দিতেন।

লুৎফন্নেসা। মা আমার, তুমি যে তোমার মাসীমার সব কথা শোন। হকিম সাহেব ব'লেছেন, আজ মিষ্টি ওষুধ দিয়েছেন। এইবার খেয়ে দেখ। যদি মিষ্টি না হয় তবে আর খেয়ো না। আমিও আর খেতে ব'লব না।

সিরাজ দুহিতা। তুমি কাঁদছ মা? তবে দাও আমি খাচ্ছি। তুমি চোখের জল আগে মোছ। তাহ'লে আমি খাব। মা, দেখতে পাচ্ছ? ঐ দেখ বাবা এসেছেন। এ ওষুধ মিষ্টি নয়, নয় বাবা? তোমার কাছে যেতে ব'লছ? আচ্ছা যাই। এ দু দিন কেন আমার কাছে এস নি! মা কাঁদছেন। তেত হোক, ওষুধটুকু খেয়ে তোমার কাছে যাই। বারণ ক'রছ বাবা? ওষুধ বড্ড তেত, তা হোক বাবা। ওষুধ খেয়ে মুখ ধুয়ে ফেলব। মা'র চোখ দিয়ে

জল পড়ছে। তুমি আঙ্গুর দেবে? সেবার অসুখ হ'লে সারা দিনটি আমার কাছে থাকতে, এবার কেন ছিলে না বাবা? বাবা, মহম্মদী বেগ যে তোমায় ছুরী মেরেছিল, তার ত' তোমার গায়ে দাগ নাই। খোদা বুঝি ভাল ক'রে দিয়েছেন? তাই বুঝি তখন খোদাকে ডাকছিলে। আগে কেন খোদাকে ডাকনি বাবা, তাহ'লে ত' মহম্মদী তোমায় ছুরী মারতে পারত না। খোদা কেমন বাবা? খোদার ওষুধ বুঝি খুব ভাল। হকিম সাহেবের ওষুধের মত তেত নয়। তা হ'লে দাঁড়াও বাবা, আমিও খোদার কাছে যাব। খোদার ওষুধ মিষ্টি ত'। না তুমিও মাসিমার মত ব'লছো। মাসিমা কি বলেন জান? মাসিমা বলেন ওষুধ মিষ্টি। তা খেয়ে দেখি তেত। আচ্ছা বাবা মাসিমার মিথ্যে কথা হ'ল না? তাহ'লে তো মাসিমার উপর খোদা রাগ ক'রবেন। তুমি যে ব'লতে বাবা, মিথ্যে কথা ব'ললে খোদা রাগ করেন। তাহ'লে মাসিমার উপর কি খোদা রাগ করেন? কেন বাবা, বল না, তোমার সঙ্গে ত' খোদার দেখা হয়। তুমি খোদাকে ব'লে দিও, মাসিমার ওপর যেন রাগ না করেন। মাসিমা যে খুব ভাল। মাসিমার উপর রাগ ক'রবেন না? তবে ভাল। কিন্তু মাসিমার যে মিথ্যে কথা বলা হ'ল। ওঃ বুঝতে পেরেছি। মাসিমা ত' ওষুধ খেয়ে বলেন নি। ওষুধ মিষ্টি সে কথা মাও ব'লেছিলেন। মাও ত' ওষুধ খেয়ে দেখেন নি। হকিম সাহেব যা ব'লেছিলেন, তাঁরা তাই ব'লেছিলেন। খোদা তাহ'লে হকিম সাহেবের উপর রাগ ক'রবেন? তা ত' ক'রবেনই। কেন মিথ্যা কথা ব'লে তিনি আমায় তেত ওষুধ দেন?

লুৎফন্নেসা। ও কার সঙ্গে কথা ব'লছ মা, কোথায় তিনি? প্রভু, স্বামী, দেবতা, তোমারি দেওয়া জিনিস তুমি নিয়ে যেতে এসেছ? আমায় ছেড়ে যে তুমি থাকতে পারতে না নাথ? আমি এখন কেউ নই? পাপীষ্ঠা আমি। জন্ম জন্মান্তরের সুকৃতির ফলে দু দিনের তরে তোমায় পেয়েছিলাম। তাই আমার যথেষ্ট। বেশী লোভ আর ক'রব না। আমি ত তোমায় সব দিয়েছিলাম। শুধু আকাঙ্ক্ষা বুঝি নিঃশেষে দিতে পারি নি। তাই বুঝি এই অস্ফুট কোরকটীকেও আমার নিকট হ'তে টেনে নিতে চাও। জানি না প্রভু তোমায় কি ব'লব। আমার যে সব চাওয়া পাওয়া শেষ হ'য়েছে।

রোশেনা। ওকি ঊর্দ্ধপানে চেয়ে দেখছ, দিদি? হকিম-সাহেব কি দেখেছেন? মেয়ের চেহারা দেখে ত আজ ভাল বোধ হ'চ্ছে না। আমাদের হ'য়েছে শত্রুপুরীতে বাস। এইটুকুত শেষ সম্বল। সব গেছে, এখন এই টুকুতে ঠেকেছে। এখন এই পোকাটুকু থাকতে বোধ হয় আর ওদের সোয়াস্তি নাই। কি জানি, হকিমের মারফৎ বিষ প্রয়োগ চ'লছে কিনা বুঝতে পারছি না। ওরা সব ক'রতে পারে। মুসলমান হ'য়ে কোরাণ ছুঁয়ে শপথ ক'রে সেই শপথ যে ভাঙ্গতে পারে, সে সব ক'রতে পারে। নিরপরাধ অসহায়া বেগমদের যারা নৌকা শুদ্ধ ডুবিয়ে মারতে পারে, তারা যে কি পারে না তা জানি না।

লুৎফ। কি ক'রব দিদি, আমি যে ভেবে কিছুই পাই না। এখন খোদাই আমাদের একমাত্র ভরসা।

সিঃ তুঃ। বাবা যেওনা, আমি তোমার সঙ্গে যাব। আমি আর এখানে থাকব না। এখানে বাড়ীর পাশে অনেক নৌকা ঘুরে বেড়ায়। এখানে থাকলে হয়ত আবার নৌকা চ'ড়ে বেড়াতে যেতে হবে। সেদিন নৌকাতে বেড়াতে গিয়ে তোমায় লোহার শেকল দিয়ে বেঁধে নিয়ে গিয়েছিল। তেমনি যদি মাকে নিয়ে যায়, তবে আর কার সঙ্গে থাকব! মা সেদিন খিচুড়ি রেঁধেছিলেন। আমাদের কাউকে ওরা খেতে দিলে না। সেইদিন থেকে আর কিছু খাইনি বাবা। আর এখানে থাকব না। আমায় হাতে ধ'রে নাও। আমি যে উঠতে পারছি না। খোদার কাছে গেলে আমিও ত তোমার মত ভাল হ'য়ে যাব। মাকেও সঙ্গে ক'রে নাও। মা আবার তেমনি ক'রে খিচুড়ি রেঁধে দেবেন। এইবার আমরা সকলে একসঙ্গে খাব। মা, মাকে ত' দেখতে পাচ্ছি না। মা কোথা গেল? মা, মা, মা···

লুৎফ। এই যে মা, আমি তোমার কাছে আছি।

সিঃ তুঃ। আমি তোমার কথা শুনতে পাচ্ছি, কিন্তু তোমায় দেখতে পাচ্ছি না। তুমি এস আমি বাবার সঙ্গে যাই। তুমি দেরী ক'রো না।

লুৎফ। মা, মা, মা আমার কোথা চল্লি মা। আমায় সঙ্গে নিয়ে যা। ওগো দেবতা আমার, আমায়ও পথ দেখিয়ে নিয়ে যাও। যে পথে আমার মণিকে নিয়ে গেলে, সেই পথে নিয়ে যাও। আমি যে মণিকে আমার খিচুড়ি রেঁধে খাওয়াব।

রোশেনা। একি হ'ল, মণি? যাদু, মা আমার—

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

খুসবাগ

সিরাজের সমাধি স্বর্ণ-রৌপ্য খচিত কৃষ্ণবস্ত্রে আচ্ছাদিত করিয়া তদুপরি পুষ্পমালা ও পুষ্পগুচ্ছ স্থাপন করতঃ যোড়হস্তে—

লুৎফ। ওগো মম হৃদি-নন্দন-বনচারি

তুমি গো মম লজ্জা তুমি গো মম তুষ্টি,
তুমি গো মম কান্তি তুমি গো মম পুষ্টি,
তুমি গো মম নিদ্রা তুমি গো মম দৃষ্টি,
তুমি আমারি, শুধু আমারি তুমি আমারি।
তুমি গো মম ইচ্ছা তুমি গো মম কর্ম্ম,
তুমি গো মম পুণ্য তুমি গো মম মর্ম্ম,
তুমি গো চিরসঙ্গী তুমি গো সখা-নর্ম্ম,
তুমি আমারি শুধু আমারি।
ব্যেপেছ মম নিখিল বিশ্ব, মোহিছ প্রভু সকল দৃশ্য,
সকল রস গন্ধ স্পর্শ
ভুবনময় দেব, তুমি আমারি, তুমি আমারি।

এস প্রভু এস, দেখা দাও। এই নির্ম্মল মঙ্গল-প্রভাতে দিগবধূগণে নবানুরাগে রঞ্জিতা হ'য়ে নীরব ভাষায় তোমার আবাহন

গান গাইছে। তাদের সেই মধুর সঙ্গীত, সুধাকণ্ঠ-পক্ষী-কুজনে ঝঙ্কৃত হ'য়ে উঠছে। আগে যে বৈতালিকের গানের সঙ্গে সঙ্গে তোমার আবির্ভাব হ'ত। আমার চোখের সামনে এস দয়াময়! অন্ধ আমি, এখনও তোমায় দেখতে পাচ্ছিনা। তোমার দিব্য অঙ্গুলির পেলব-পরশ-অঞ্জন আমার চোখের উপর বুলিয়ে দাও। আমায় দিব্য দৃষ্টি দাও। আমি মীনচক্ষু হ'য়ে নির্নিমেশে তোমায় দেখে জীবন ধন্য করি। এসেছ প্রভু, এসেছ? দাসীর উপর দয়া ক'রে এসেছ? ঐ যে বিকচ কুসুমের মধুর হাসিতে তোমারই হাসি ফুটে উঠছে। তবে দয়া ক'রে এসেছ প্রভু। ঐ যে বসরাই গোলাপে তোমারই অঙ্গের বর্ণলালিমা শোভা পাচ্ছে। ঐ যে পিক-কলতানে তোমারই কণ্ঠস্বর, প্রভু। তবে এসেছ? দাসীর উপর দয়া ক'রে এসেছ। ঐ পশ্চিমাকাশে তোমারই দৃষ্টি এখনও জ্বল জ্বল ক'রছে। এক তুমি বহু হ'লে, নাথ। শান্ত ছিলে এখন অনন্ত হ'য়েছ। এতে যে আমার আশা মিটছে না প্রিয়তম। ক্ষুদ্র আমি, আমি যে আমার মত ক'রে পেতে চাই। হে অনন্ত, হে মম চির সুন্দর, তোমার অনন্তরূপকে ভাল ক'রে ধ'রতে পারছি না নাথ, আমায় দয়া কর। আমি যে তোমায় আমার বুকের মধ্যে পেতে চাই। তোমার হৃদয়ের স্পন্দন আমার বুক দিয়ে অনুভব করতে চাই। তোমার নিশ্বাসের উষ্ণতা আমার গণ্ডদেশ রঞ্জিত করুক। তোমার কোমল পরশ আমার সকল অঙ্গে শিহরণ আনুক। আ হা হা; নয়নরঞ্জন এলে। তেমনি ক'রে দাসীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে এলে। হে আমার

বাঞ্ছাকল্পতরু, তবে এস আমার প্রসারিত বক্ষে এস। তুমি এত দয়াময়। তুমি যে আমার। শুধু আমার।

(সিরাজের সমাধিতলে শয়ন)

(দূরে ফরেষ্টার ও নবকুমারের প্রবেশ)

নবকুমার। এতক্ষণ দেখলে সাহেব, এবার বিশ্বাস হ'য়েছে! যাকে তোমরা প্রাণহীন নির্জ্জীব মাটি পাথর মনে কর, তাও কারো কারো হাতে প্রাণময় সজীব হ'য়ে উঠতে পারে! সেদিন শিরোমণি মশ'য়ের বাড়ী পূজো দেখতে গিয়ে তুমি আমায় ব'লেছিলে, মাটীর ঠাকুরের আবার প্রাণপ্রতিষ্ঠা কি? অপর কেউ আমাকে ওকথা ব'ললে আমি তার প্রশ্নের জবাব দেওয়া দরকার বিবেচনা ক'রতাম না। কিন্তু তোমার মধ্যে একটা সত্যিকারের অনুসন্ধিৎসা দেখতে পাই। তাই তোমায় বলেছিলাম, মাটীর ঠাকুরের প্রাণপ্রতিষ্ঠা সম্ভব কিনা তুমি নিজে চোখে দেখে, তারপর প্রয়োজন বোধ করলে পুনরায় আমাকে জিজ্ঞাসা করবে, তখন ভাল ক'রে বুঝিয়ে দেব। প্রকৃত ভক্ত যে সেই প্রাণপ্রতিষ্ঠা ক'রতে পারে।

ফরেষ্টার। তাহ'লে বল, মানুষ প্রাণপ্রতিষ্ঠা ক'রতে পারে না। এ অসাধ্যসাধন একমাত্র ভক্তি প্রেমই ক'রতে পারে! তোমাদের মন্ত্র আওড়ানতে সে কাজ হয় না।

নবকুমার। এ সম্বন্ধে আলোচনা এর পরে একদিন তোমার সঙ্গে ক'রব।

ফরেষ্টার। তাই ভাল। এই পবিত্র প্রেম-দেবতার মন্দিরে ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে প্রণাম করে বিদায় হই। কথা কাটাকাটি ক'রে এখানকার শান্তিভঙ্গ ক'রতে চাই না। আমার ভয় হয়, পাছে প্রত্যক্ষ প্রেমের প্রতীক-স্বরূপা এ দেবীর ধ্যান ভঙ্গ হয়।

(স্বগত) প্রেম, তুমি এত পবিত্র, অথচ এত মধুর। মৃতসঞ্জিবনীশক্তি বুঝি একমাত্র তোমাতেই আছে। হে প্রেমের ঠাকুর তুমিই ধন্য। তোমাকে বার বার প্রণাম করি।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

খুসবাগের আম্রকানন—অন্ধ, খঞ্জ ও আতুরগণ

১ম ভিক্ষুক। জুম্মাবারে মা'জীর আর নমাজ পড়া শেষ হ'তে চায় না। এদিকে চাকী ডুবতে চলল, অথচ এখনও মুখে একটু জল পড়ল না। আল্লার দোয়ায় খিদে তেষ্টা সব যায় দেখছি।

২য় ভিক্ষুক। ওরে মা বেগম কি মানুষ, যে ওঁর খিদে তেষ্টা থাকবে? উনি যে দেবতা। তা না হ'লে ওঁর নামে মানসিক ক'রে লোকে যা চায় তাই পায় কেন? রাত্তির বেলা স্বর্গ হ'তে দেবতারা ওঁর সঙ্গে দেখা করতে আসে। কত কথা হয়। দুনিয়ার কথা, আস্‌মানের কথা। সব কথা উনি জানেন। ওঁর খিদে তেষ্টা ঘুম এসব কিছু নাই। আমরা নেহাৎ পাপী তাই ওঁকে কাছে দেখতে পেয়েও চিন্তে পারি না।

৩য় ভিক্ষুক। উনি যে স্বর্গের লোক, তা কি একবার ক'রে বলতে হবে। এত জানা কথা। ওঁর হাত থেকে যখন ভিক্ষে পাই। তখন মনে হয় স্বয়ং মা অন্নপুণ্যো বুঝি ভিক্ষে দিচ্ছেন। আমার ত গা ছমছম করে।

৪র্থ ভিক্ষুক। মা বেগমের ভাণ্ডারও যেন অন্নপুণ্যোর মত অফুরন্ত ভাণ্ডার। ওপারে এত নবাব বাদসা রাজা উজির

আছে, কিন্তু দীন-দুঃখীর মা বাপ কেউ নাই। কাপড় বল, কম্বল বল, চাল বল, মা আমাদের অন্নপুণ্যোর মত দু'হাতে বিলোচ্ছেন।

(লুৎফের সঙ্গে তণ্ডুলাদি লইয়া দাসীর প্রবেশ এবং লুৎফের ভিক্ষা দান এবং ভিক্ষুকগণের উচ্চৈস্বরে মা বেগমের জয়গান করিয়া প্রস্থান)

লুৎফ। মতিয়ার মা, তোর হাতে ওকি ?

মতিয়ার-মা। মতিয়ার কৈলে গাইটা বিইয়েছে, তাই মা তোমার জন্য একটু দুধ এনেছি। আজ জুম্মাবার, একটুখানি পীরের সিন্নি চড়াবে। আমরা গরীব মানুষ। তোমাকে কি আমরা কিছু দিতে পারি ? আমার মতিয়ার তুমি জীবন দান দিয়েছ। তুমি ত মানুষ নও মা, তুমি দেবতা। মতিয়ার ভেদ বমী হ'ল। পাড়াপড়শী ভয়ে কেউ দিক্ মাড়ালে না। কে কোথায় পালিয়ে গেল। আমি তখন পাগলের মত কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছি। অন্তর্যামী তুমি, মনে মনে বুঝি আমার কান্না শুনতে পেলে। নিজে গিয়ে আমার মতিয়ার মাথায় পদ্মহাত বুলিয়ে দিলে। তোমার দোয়ায় মতিয়া চোখ তুলে চাইলে। পরদিন পথ্য শুদ্ধ নিজে গিয়ে দিয়ে এলে। তোমারই দোয়ায় মা মতিয়াকে ফিরে পেয়েছি। আমরা যে বড় গরীব মা।

লুৎফ। মতিয়া এখন কি করছে ? এখন বেশ ভাল আছে ত ?

মতিয়ার মাতা। হ্যা মা তোমার দোয়ায় মতিয়া এখন ভালই আছে। এখন গেরস্তোর গরু চরাতে গেছে।

লুৎফন্নেসা। (জনৈক বৃদ্ধার প্রতি) তোমায় ত চিনতে পারলাম না। তুমি কোথা থেকে এসেছ?

বৃদ্ধা। আমাকে কি ক'রে চিনবে মা আপনি? আমার বাড়ী এখান থেকে তিন ক্রোশ দূর। আমাদের গাঁয়ের নাম খরগাঁ। আমার মা একটী মাত্র ছেলে। তার আজ নয় দশ বৎসর বিয়ে হ'য়েছে, তা বৌয়ের ছেলে হ'লো না ব'লে ছেলের আবার বিয়ে দেব মনে ক'রেছিলাম। তা আমার ভাসুরঝি ব'ললে তোমার নামে মানসিক ক'রে পাঁচ সিকা পয়সা তুলে রাখতে হবে। তারপর বছরের মধ্যে ছেলে হ'লে সেই পাঁচ সিকের সিন্নি তোমার দরগায় পাঠিয়ে দিতে হবে। তার শ্বশুর বাড়ীর দেশে দু-তিন জন ফল পেয়েছে, আর তাদের ছেলে এখনও বেঁচে আছে। তাই শুনে মা মানসিক ক'রেছিলাম, সেই মানসিক দিতে এসেছি।

লুৎফন্নেসা। তোমরা মা হিঁদু।

বৃদ্ধা। হ্যাঁ মা, আমরা জাতে কায়স্থ।

লুৎফন্নেসা। খোদার কৃপায় সবই হয় মা। এতে আমার দরগা তোমার মন্দির এ সব কিছু নাই। তুমি ঐ পাঁচ সিকের বাতাসা কিনে এনে এখানে খান চারেক দিয়ে বাকীগুলো নিয়ে যাও, তোমাদের গ্রামের ছোট ছেলেমেয়েদের বিলিয়ে দিও।

(হরির মার প্রবেশ)

কিরে হরির মা, তোর নাতি কেমন আছে ?

হরির মা। বড়ই যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ ক'রছে। বৈদ্য ত জবাব দিয়ে গেল। এখন তোমার ভরসা। একবার দয়া ক'রে এস মা। তোমার পায়ের ধূলো বাড়ীতে পড়লে যদি ছেলেটা বেঁচে ওঠে।

লুৎফন্নেসা। চল হরির মা, আমি তোমার সঙ্গে যাচ্ছি।

দাসী। মা বেলা ত আর বেশী নাই, এখন যাবে ?

লুৎফন্নেসা। আমিও ত তাঁর আরাধনায় বহির্গত হচ্ছি। তাঁর প্রিয় কার্য্য সাধনই যে তাঁর আরাধনা। ক্ষুধিতকে অন্ন দান, রোগীর সেবা, শোকার্ত্তকে সান্ত্বনা দান, এ সব যে তাঁরই পূজার অঙ্গ। তিনি যে দেশের দরিদ্র প্রজার স্বার্থ রক্ষা ক'রতে গিয়ে নিজের সর্ব্বস্ব দিয়েছেন।

দাসী। এখনও যে মুখে কিছু পড়েনি মা।

লুৎফন্নেসা। আমার ক্ষুধা তৃষ্ণাও যে তাঁকে অর্পণ ক'রেছি। তাঁর প্রয়োজন হ'লে আমার ক্ষুধার উদ্রেক হবে—নতুবা নয়। তোরা মিছে ব্যস্ত হ'স মা।

দাসী। সমস্ত দিনটা গেল তাই ব'লছিলাম।

লুৎফন্নেসা। আমি যখন তাঁর নিকট থাকি, তখন সময় ও স্থান এ দুটো জিনিস আমার গণনার মধ্যে থাকে

না। ক্ষুধা তৃষ্ণা বা বাহ্যজ্ঞানের অত্যাচার আমায় স্পর্শ ক'রতে পারে না। শুধু একটা নিরাবিল আনন্দ। তুই ব্যস্ত হ'সনে মা। আমি সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই ফিরে আসব। তুই ততক্ষণ আমার সন্ধ্যা-আরতির সব বন্দোবস্ত ঠিক করে রাখ।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

খুসবাগ

সিরাজমহিষী বুঝিতে পারিয়াছেন, তাঁহার দিন শেষ হইয়া আসিয়াছে।
তিনি প্রিয়তমা জন্মভূমির কোল হইতে চির বিদায় লইয়া
প্রিয় দয়িতের দর্শনের আশায় উন্মুখ হইয়াছেন।

দাসী। বৈষ্ণবী দিদি এসেছ। তোমার জন্য মা জান আবার আমায় ডাকতে পাঠাচ্ছিলেন।

বৈষ্ণবী। কেন বল দেখি? এখন কেমন আছেন? হকিম সাহেব ত এসেছিলেন। তিনি কি বলেন?

দাসী। মা জান ত' আর হকিম সাহেবের ওষুধ খান না। তবে তিনি নিজে থেকে আসেন বটে। নাড়ী দেখে বল্লেন আজ রাত্রি কাটে কিনা সন্দেহ।

বৈষ্ণবী। জ্ঞান আছে?

দাসী। জ্ঞান আছে বই কি। উনি কি সাধারণ মানুষ। যতক্ষণ না শেষ নিশ্বাস পড়ে ততক্ষণ জ্ঞান ঠিক থাকবে। এ অবস্থাতেও উনি এখানকার চেরাক বাতি ধূপ ধূনো, ফুলমালা সব বন্দোবস্ত করছেন। হয়ত বা এখনি যেমন ক'রে পারেন এসে পড়বেন।

বৈষ্ণবী। আমাকে কেন ডেকেছেন বলতে পারিস? আমার উপর তাঁর অশেষ দয়া।

দাসী। তা ত জানিনা বোষ্টামী দিদি। তবে দয়ার কথা যা বল্লে তা যে কার উপর ওঁর দয়া কম, সেইটে এ পর্য্যন্ত বুঝে উঠতে পারলাম না। সবাই মনে করে উনি বুঝি তাকেই সব চেয়ে বেশী ভালবাসেন।

(অপর দাসীর স্কন্ধে ভর দিয়া লুৎফন্নেসার প্রবেশ)

লুৎফন্নেসা। আঃ আজ দশ দিক কি সুন্দর সাজে সেজেছে? বৈষ্ণবী দিদি এসেছ বোস। আজ আমার শেষ দিন। তোমার মুখে সেই গানটি শুনতে আমি বড় ভালবাসি। তাই একবার যাবার সময় সেই গানটি শুনব ব'লে তোমায় ডেকেছি। তোমার আর তোমার ছেলে তুলসীদাসের জন্য সামান্য কিছু উপহার—জিন্নৎ, বৈষ্ণবী দিদি এসেছেন ওঁকে ওটা দিয়ে দাও। ঐ অলঙ্কারখানি তুলসীদাসের বিয়ে হ'লে তার বৌকে দিও।

বৈষ্ণবী। তুলসী যে দিদি তোমারই। তোমার দয়াতেই যে আমাদের জীবন ধারণ। আর তুলসী, তাকে যে তুমি যমের মুখ থেকে ফিরিয়ে এনে দিয়েছ। তুমি গেলে তোমার এই সব অভাগা সন্তানদের কি হবে?

লুৎফন্নেসা। ও কথা বোলো না। ও কথা শুনলেও যে পাপ হয়। আমি সামান্য কীটানুকীট। তোমরা সবাই চোখের জল ফেলো না। আজ আমার পরিপূর্ণ আনন্দে তোমরা বিষাদের ছায়া এনো না। আজ আমি আমার দেবতার চরণতলে চির শান্তি লাভ ক'রব। আমার এইখানে শুইয়ে দাও। (শয়ন)

আঃ কি শান্তি! আজ এই শারদ রজনীর পূর্ণ-চন্দ্র ঐ নির্ম্মল নীল আকাশে তেমনি হাসি হাসছে। দশ দিক তেমনি প্রসন্ন। ঐ যে পূর্ণ-যৌবনা কলনাদিনী ভাগীরথী তেমনি মধুর গান গেয়ে চলেছে। কূলে কূলে জল আর ধরে না। জীবনের আনন্দ উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠছে। আমারও প্রাণের মধ্যে আনন্দপ্রবাহ আজ উদ্বেল হ'য়ে উঠেছে। প্রকৃতি দেবীর আজ শুধু আনন্দ পরিবেশন। মাঠে মাঠে সোণার ধানে কৃষকের আনন্দ দোদুল দোলায় দোলায়মান। ঘাটে ঘাটে পণ্যবাহীর আনন্দের বেসাতি। আকাশে স্নিগ্ধ জ্যোছনার আনন্দ কল্লোল। বন্য-বীথিকার শ্যামল অঞ্চলতলে পাপিয়ার স্বরলহরী আনন্দে আকুল। বড় সাধ ক'রে আমার দেবতার এই মন্দিরপার্শ্বে শেফালি বৃক্ষ রোপণ ক'রেছিলাম। আজ ঐ ফুলশাখীর অঞ্জলিপূর্ণ গন্ধ-মধুর শুভ্র শেফালি আমার মস্তকে, অঙ্গে, সর্ব্বত্র শিহরণ এনে দিচ্ছে। সকল আনন্দের পূর্ণতা সাধন ক'রতে চন্দ্রমণ্ডল ভেদ করে জ্যোছনার রজত ধারায় নেমে আসছে আমার দেবতা। এস তবে এস দেব, আমি যে বাসর সাজিয়ে রেখেছি। আবার হাতে ধ'রে ও কাকে নিয়ে আসছ প্রভু? ওই যে এই শরতের শিশির সিক্ত শেফালির ন্যায় স্নিগ্ধ করুণ হাসিটুকু। তোমার এত করুণা? আমাদের উভয়ের বন্ধনের স্বুবর্ণ-রজ্জু! ওটুকু না হ'লে বুঝি আনন্দ পূর্ণ হোতো না। করুণাময় পূর্ণানন্দদাতা এস তবে। কি অনাবিল শান্তি!—

বৈষ্ণবীর গান

বিপুল পুলক কুল আকুল কলেবর
থর থর অন্তর প্রেম ভরে।
লহু লহু হাসনি গদ গদ ভাসনি
কত মন্দাকিনী নয়নে ঝরে॥
সোই কিবা নয়ান চাহনি।
হাসির হিল্লোলে মোর পরাণ পুতলি দোলে
দিতে চাই যৌবন নিছনি॥

—ঃ*ঃ—

সম্পূর্ণ

কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয় সম্পাদিত

পদাবলী সাহিত্যে সুপণ্ডিত সম্পাদক সাহিত্যরত্ন মহাশয় তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ দেড়শত পৃষ্ঠা ব্যাপী ভূমিকায় জয়দেব ও গীতগোবিন্দ সম্বন্ধে প্রায় সমস্ত তত্ত্ব ও তথ্যই আলোচনা করিয়াছেন। মূল, পূজারী গোস্বামীর টীকা, এবং প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদসহ এ পর্য্যন্ত এমন সুসম্পাদিত গীতগোবিন্দ বাঙ্গালায় প্রকাশিত হয় নাই। মাসিক, দৈনিক, সাপ্তাহিক সমস্ত সংবাদ পত্রেই উচ্চ প্রশংসিত। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ফণীভূষণ তর্কবাগীশ মহোদয় প্রমুখ সুপণ্ডিতগণ, শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থিত প্রভুপাদ শ্রীল গৌরগোপাল ভাগবতভূষণ প্রমুখ ভগবৎ প্রেমিক আচার্য্য সন্তানগণ, ডাঃ শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ সরকার এম, এ, পি, এচ, ডী, ডাঃ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম, এ, ডী, লিট, ডাঃ শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে, এম, এ, বি, এল, ডী লিট, প্রমুখ দেশের ও বিদেশের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চ-উপাধিধারী রসজ্ঞ বিদ্বানমণ্ডলী মুক্তকণ্ঠে সম্পাদকের কৃতিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। কি ভক্ত, কি সাধক, কি সাহিত্যামোদী, কি তথ্যানুসন্ধিৎসু সকলেরই অবশ্য পাঠ্য। সুদৃশ্য বাঁধাই, ছাপা কাগজ চমৎকার। **দাম—দুইটাকা।**

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সিরাজমহিষী

প্রাপ্তিস্থান

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

—অথবা—

১০৮নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,

—ও—

৯নং বিশ্বকোষ লেন, বাগবাজার কলিকাতা
প্রকাশকের নিকট